পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 140 Tuesday, 21 April, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৪০ সংখ্যা ✱ ৭ বৈশাখ ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ২১ এপ্রিল ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

স্টেশনে ঝালমুড়ি বিক্রি মদনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০ এপ্রিলঃ ঝাড়গ্রাম প্রচারে গিয়ে ঝালমুড়ি খেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেই ছবি-ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই আসরে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার ঝালমুড়ি বিক্রি করলেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র। কামারহাটির বিদায়ী বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী শ্রীতমা ভট্টাচার্যও। মোদিকে একহাত নিতেও ভুললেন না মদন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁকে বলতে শোনা গেল, ''যখনই উনি ওই মুড়ির দোকানে গিয়ে নাটক করেন, পরের দিন থেকেই আমরাও মুড়ির দোকানে গিয়ে মুড়ি খেতে শুরু করব। মুড়ি খাওয়ার কথা তো বললেন, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতিগুলোর কী হল-২ কোটি চাকরি, ১৫ লাখ টাকা, ব্যাঙ্কে ৩ হাজার করে জমা-আজ পর্যন্ত কি একটাও পূরণ হয়েছে? মুড়ি খেতে খেতেই আবার নতুন করে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তবে মনে রাখবেন তৃণমূল যা বলে, তা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়।'' রবিবার বাংলায় এসেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। আর ঝাড়গ্রামে নির্বাচনী প্রচার শেষ করে ফেরার পথে হঠাৎই কনভয় থামিয়ে রাস্তার ধারের এক ঝালমুড়ির দোকানে ঢুকে পড়েন। এমনকী সেখান থেকে ১০ টাকার ঝালমুড়ি কিনেও খান তিনি। যদিও নিন্দুকদের কটাক্ষ যে, সবটাই দেখনদারি! আর তাই তো, রাত পোহাতেই লেগে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। অর্থাৎ মোদি যখন ঝাড়গ্রামের বিক্রমের দোকানে গিয়ে

'জননেতা' ইমেজ তৈরিতে ব্যস্ত, তখন মদন মিত্র কামারহাটিতে দাঁড়িয়ে সেই ইমেজকে 'নাটক' বলে দাগিয়ে দিতে মরিয়া। ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ, 'মা' সিরিয়াল খ্যাত 'ঝিলিক' ওরফে শ্রীতমা ভট্টাচার্য রাজনীতিতে পা দিয়েছেন বহু আগেই। কামারহাটি পুরসভার ২৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি। একুশের বিধানসভা ভোটের সময় তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর আগে থেকেই ঘাসফুলের মঞ্চে দেখা মিলত তাঁর। এরপর ২০২২ সালে কাউন্সিলর হিসেবে জয়। মা সিরিয়াল শেষ করার পরও বেশ কয়েকটি মেগা সিরিয়ালে চুটিয়ে অভিনয় করেছেন শ্রীতমা। 'ইচ্ছে নদী', 'দেবী চৌধুরানী', 'কাদম্বিনী', 'গ্রামের রানী বীণাপাণি' অন্যতম। একটি রান্নার শো সঞ্চালনাও করেন। কালার্স বাংলার জনপ্রিয় কমেডি-ধারাবাহিক 'বসন্ত বিলাস মেসবাড়ি'তেও তাঁর অভিনয় পায় প্রশংসা।

বলরামপুরে অভিষেকের তোপ

মোদির গ্যারান্টি মানে জিরো ওয়ারেন্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২০ এপ্রিলঃ প্রথম দফা ভোটের বাকি আর মাত্র দু'দিন। জঙ্গলমহলে শেষবেলার প্রচারে ঝড় তুলছে সব দল। সোমবার পুরুলিয়ার বলরামপুরে দলীয় প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতোর সমর্থনে জনসভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেখানকার বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে কার্যত বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তিনি। অভিষেকের অভিযোগ, পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে গাড়ি

উপহার দিয়ে এখানকার প্রার্থী হয়েছেন জলধর মাহাতো! ২০২১-এর নির্বাচনে বলরামপুর থেকে খুব কম ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হতে হয়েছিল তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতোকে। চারশো ভোটে জিতেছিলেন বিজেপির বাণেশ্বর মাহাতো। কিন্তু ছাব্বিশের নির্বাচনে সেই ফলাফল উলটে দিতে মরিয়া শাসক শিবির। এবারও এখানে শান্তিরাম মাহাতোর উপর ভরসা রেখেছে দল। সোমবার তাঁর সমর্থনে প্রচার করতে গিয়েই বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ শোনা গেল অভিষেকের গলায়। জনতার উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, ''জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে গাড়ি উপহার দিয়ে এখানে জলধর মাহাতো প্রার্থীপদ নিয়েছে। জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর আপ্ত সহায়ক জলধর মাহাতোকে আপনাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শান্তিরাম মাহাতো এখানকার ভূমিপুত্র, যে মানুষের পাশে থাকে। তাই তাঁকে আমরা প্রার্থীপদ দিয়েছি।'' পাশাপাশি মোদি সরকারকে খোঁচা দিয়ে তাঁর কটাক্ষ, ''মোদির গ্যারান্টি মানে জিরো ওয়ারেন্টি। যে ট্রেন সময়ে ঢোকার নিশ্চিত করতে পারে না, সে আপনাদের জল, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেবে? কচু দেবে।'' পাশাপাশি তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের কাজের খতিয়ান দিয়েছেন অভিষেক। বিজেপির ধর্মীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ''এরা ধর্মের ভিত্তিতে 'জয় শ্রীরাম' বলে রাজনীতি করে তাঁদের বলব, এখানে শান্তি আছে, রাম আছে, শান্তিরাম মাহাতো আছে। লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটটা তাঁকে দিতে হবে। গরমে কষ্ট হলেও ঝড়-জল-বৃষ্টি হলেও লাইনে দাঁড়িয়ে এমন ভোট দেবে যেমন জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোরা যেন চোখে সর্ষেফুল দেখে। শান্তিরাম মাহাতোকে জেতান, বলরামপুরে যত গরিব মানুষ আছে, সবার মাথার উপর পাকা ছাদ হবে। মহিলারা আজীবন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবে। কেউ আঁচড় কাটতে পারবে না। আগামী ৫ বছরে নলবাহিত জল পৌঁছে দেবে এই সরকার। এবার উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য ক্যাম্প করবে এই সরকার।''

'ইভিএম লুটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাহিনীকে!'

মুরারই থেকে গণনা নিয়ে কর্মীদের বড় হুঁশিয়ারি মমতার

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট ও মুরারই, ২০ এপ্রিলঃ যুদ্ধে ধর্ম জাতি বিক্রি হয় না, বিজেপির কাছে টাকা নিয়ে জাতিকে বিক্রি করার খেলায় নেমেছে অনেকে। ইণ্ডিপেণ্ড থেকে দাঁড়িয়েছে''- ভোট যুদ্ধই বটে। ভোটকে যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে, একজন কৌশলী নেত্রীর মত, মুরারই খান ক্রিকেট মাঠ থেকে গোঁজ প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে ক্ষোভ উগরে দেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘণ্টা বাদে প্রায় আড়াইটা নাগাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন। সাকুল্যে কুড়ি মিনিট থেকে আধঘণ্টা বক্তব্য রেখে খড়দার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেই বক্তব্যের বেশিরভাগ অংশটা ছিল গদ্দার ও বিজেপি দলকে আক্রমণ করে। মঞ্চে মুরারই বিধানসভা প্রার্থী মোশাররফ হোসেন, নলাটি বিধানসভার প্রার্থী রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং, হাসনের ফয়েজুল হক কাজল শেখ, রামপুরহাট বিধানসভার প্রার্থী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপস্থিত জনতার সামনে পরিচয় করিয়ে মমতা বলেন, ''বিজেপির কাছে টাকা নিয়ে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। মালদা মুর্শিদাবাদেও গদ্দারদের লড়তে পাঠানো হয়েছে। যারা কমিউনিটিকে বিক্রি করে, তাদের ক্ষমা করবেন না। যুদ্ধে ধর্ম ও জাতি বিক্রি করে বিজেপির হাতে তামাক খেয়ে অনেকে নিজের পকেটে টাকা ঢোকাচ্ছে। যুদ্ধে ধর্ম বা জাতিকে কখনো বিক্রি করা যায় না। এরা গদ্দার। মনে রাখবেন লাল মাটির দেশ আমার দেশ।'' এদিন মূলত মুরারই-এর মিম প্রার্থী তাসির শেখকে উদ্দেশ্য করে এই বক্তব্য রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুরারইয়ের বাসিন্দা তাসির শেখ বাম ও মিম জোটের প্রার্থী হিসেবে এখানে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে রামপুরহাটে দাঁড়িয়েছে মহম্মদবাজার ব্লকের দেওচার বাসিন্দা আনাস আহমেদ জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হিসেবে। প্রখ্যাত ব্যবসায়ী টুলু মন্ডল এর ভাগ্নে এই আনাস আহমেদ। গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই মোহাম্মদ বাজার ব্লকের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পঞ্চায়েত এলাকা থেকে লিড দিয়েছিল। এখান থেকেই আট হাজার ভোটের লিড পেয়ে তৃণমূল প্রার্থী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হন। এবার

সেখানকার বাসিন্দা আনা আহমেদ প্রার্থী হওয়ায় ভোট কাটাকাটির অংক অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে। মুখ্যত এই দুটি ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মানুষের কাছে আবেদন রাখেন যাতে করে ধর্ম বা জাতি বিক্রি করে বিজেপির হাত শক্ত না করা হয়। মমতা বলেন, ''এবারের নির্বাচনের গুরুত্ব আলাদা। এবারে নির্বাচন শান্তির জন্য নির্বাচন। ২৬ শে বাংলা জিতে দিল্লিতে বিজেপিকে হারাতে হবে।'' উল্লেখ্য রবিবার নির্বাচনী প্রচার সেরে ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ির দোকানে ঢোকেন প্রধানমন্ত্রী। ঝালমুড়ি খান, পকেট থেকে ১০টা টাকা বার করে দোকানদারকে দেন, সঙ্গে আশপাশে থাকা মহিলা-বাচ্চাদের সঙ্গে হাত মেলান! বঙ্গে এসে প্রধানমন্ত্রীর এহেন ভূমিকা সত্যিই বিরল! কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ঝালমুড়ি খাওয়া এবং গোটা ঘটনাপ্রবাহকে 'নাটক' বলে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, এসপিজি-কেই বানানো হয়েছিল ঝালমুড়ি। এদিনের সভামঞ্চ থেকে মমতা বলেন, পুরোটাই পূর্বপরিকল্পিত এবং ক্যামেরার কারসাজি। মমতার কথায়, ''কালকে দোকানে মাইক ফিট করে ঝালমুড়ি এসপিজি-কে দিয়ে তৈরি করান।'' নাম না করে খোঁচা দিয়ে বলেন, ''১০ টাকা কখনও পকেটে থাকে ওনার! কত নাটক।'' নেত্রী আরও তোপ, ''নির্বাচনের সময়ে গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনও আবার নির্বাচনের সময়ে বলেন আমি চাওয়ালা। ১০ টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছেন। সেই ঝালমুড়িটাও আবার নিজেদের তৈরি করা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, যদি ঝালমুড়ির দোকান তাঁদের তৈরি করা না-ই হয়, তাহলে দোকানে আগে থেকে ক্যামেরা ফিট করা ছিল কীভাবে? তাঁর সাফ মন্তব্য, সবই নাটক। সাধারণ মানুষ হয়তো অনেক কিছু বোঝেন না, কিন্তু আমরা বুঝি।'' দলীয় স্তরে কোন গোষ্ঠী কোন্দল তিনি বরদাস্ত করবেন না সেটা ধরে বুঝিয়ে দিলেন এদিন। মমতা বলেন, ''অনেকেই বিজেপিকে ফুসফুস করে, তাদের কাছে ঘুস ঘুস করছেন। শুনে রাখো, যারা আজ বিজেপি করছো, তাদের খুঁজে বের করে নাড়ু খাওয়াবো।'' পাশাপাশি, তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, ''ভুলবেন না, সুখে দুঃখে আমি আপনাদের পাশে থাকি। ১০৫টি প্রকল্প চালু আছে বাংলায়। ইমাম মোয়াজ্জিন ভাতা থেকে ঐক্যশ্রী সব কিছু দেওয়া হয় এখানে। আজীবন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবেন। যারা যুব সাথী পাচ্ছেন তাদেরও চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে। ২ কোটি ৩৭ লক্ষ বাড়ি দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের বিদ্যুৎ মুকুব করা হয়েছে। ঢাকার উপর সেতু হবে। ৫৬ কোটি টাকার কাজ হবে। এর ফলে মোহাম্মদ বাজার, সেকেড্ডা, পুরাতন বাজার আঙার গড়িয়া, হিংলার বাসিন্দাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। নির্বাচন থাকায় এখন কাজ হচ্ছে না। পরে শুরু হবে। বীরভূমে অনেক সেতু করে দিয়েছি, জয়দেব কেন্দুলী থেকে শুরু করে অনেক সেতু সতীপীঠ পাথরচাপুরি সবটাই করে দিয়েছি। আমার উপর বিশ্বাস রাখুন। হিন্দু মুসলিম ইশাই সবাই থাকুন ভাই ভাই।'' তিনি বলেন, ''তৃণমূল থাকলে আপনাদের নিরাপত্তা থাকবে। ওরা এনআরসি ডিটেনশন ক্যাপ করতে পারবে না। এসআইআর-তে ৩২ লক্ষ নাম ঢোকাতে পেরেছি। আপনাদের এসআইআর লাইনে দাঁড় করিয়েছে, নোটবন্দীতে দাঁড় করিয়েছে। আড়াইশো জন মানুষ মারা গেছেন। আপনারা দেখেছেন, আমরা কিভাবে মোদিকে সম্প্রতি লোকসভায় হারিয়েছি। মহিলা বিলের নামে ওরা ডিলিমিটেশন বিল পাশ করতে চেয়েছিল। তারপর এনআরসি করে ডিটেনশন ক্যাম্প করে মানুষকে তাড়াতো। ওরা নোট বন্দিঘর বন্দি করে মানুষকে কষ্ট দিয়েছে। এমনকি প্রচার করতে দিচ্ছে না। বাংলা ভাষা বলার জন্য বাঙালির উপর বহিরাগত তকমা দিয়ে কত অত্যাচার এরা করেছে। প্রধানমন্ত্রী থেকে জগাই মাধাইরা এখন দিল্লি থেকে এসে ভোটের আগে কুহু কুহু করছেন।'' ইভিএম ও গণনা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করে মমতা এদিন সরাসরি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নাকি ইভিএম লুট করার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নেত্রীর কথায়, ''আমাদের কাছে খবর আসছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইভিএম লুট করার।'' গণনার দিনেও বড়সড় কারচুপির আশঙ্কা করছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, ''কেউ ১০০ ভোট পেলে ওরা কম্পিউটারে তুলবে মাত্র পাঁচ। এটা মাথায় রাখবেন।''

সিভিক ভলান্টিয়র, ভিলেজ পুলিশকে বড় নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে মরিয়া নির্বাচন কমিশন। ভোটের আর মাত্র দুই দিন বাকি থাকতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের তরফ থেকে একগুচ্ছ কড়া নির্দেশিকা জারি করা হল। রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়র, ভিলেজ পুলিশ এবং গ্রিন পুলিশদের নিয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, ভোটের তিন দিন আগেই এই কর্মীদের 'রিজার্ভ লাইনে' পাঠিয়ে দিতে হবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যাতে তাঁদের কোনওভাবেই ব্যবহার করা না হয়, তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতীতেও একাধিক নির্বাচনে

কমিশন একই ধরনের নির্দেশ দিয়েছিল, এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। কমিশনের এই কড়া অবস্থানের নেপথ্যে রয়েছে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার বিষয়টি। কমিশনের আশঙ্কা, এই কর্মীরা যদি ভোটের দিন ইউনিফর্ম পরে কর্তব্যরত থাকেন, তবে তাঁরা ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারেন বা পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ উঠতে পারে। তাই শুধু রিজার্ভ লাইনে পাঠানোই নয়, স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভোটের দিনগুলোতে যদি বিশেষ প্রয়োজনে তাঁদের মোতায়েন করতেই হয়, তবে কোনওভাবেই পুলিশের পোশাক বা ইউনিফর্ম পরা যাবে না। তাঁদের সাধারণ পোশাকে থাকতে হবে। ভোটের কয়েকদিন আগে এই নির্দেশিকা জারি করে কমিশন বার্তা দিল, কোনও অবস্থাতেই যাতে ভোটারদের ওপর কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার না করা হয়। সব পক্ষকে সমান সুযোগ এবং স্বচ্ছ নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখাই কমিশনের মূল লক্ষ্য। বিরোধীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল, সিভিক ভলান্টিয়রদের একাংশ রাজনীতির কাজে ব্যবহৃত হয়। কমিশনের এই পদক্ষেপে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

'মনে হচ্ছে আলাদা বেঞ্চ গঠন করতে হবে'

ফর্ম-৬ নিয়ে মেনকার আপত্তি শুনল না সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিলঃ রাজ্য বিধানসভা ভোটের প্রথম দফার ঠিক আগে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় প্রায় ৭ লক্ষ নতুন নাম সংযোজন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছিল। তবে সেই মৌখিক আবেদন শুনতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট।

বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার পর ফর্ম-৬ ব্যবহারের মাধ্যমে এই বিশাল সংখ্যক নতুন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে - এই অভিযোগে মৌখিক আবেদন করা হয়েছিল। তবে যথাযথ পিটিশন ছাড়া স্রেফ সংবাদমাধ্যমের খবরের ওপর ভিত্তি করে কোনও নির্দেশ দিতে রাজি হননি প্রধান বিচারপতি। বরং বলেন, ''শুধু পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর মামলার শুনানির জন্য মনে হয় আলাদা একটি বেঞ্চ গঠন করতে হবে।'' এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে বিষয়টি উত্থাপন করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ নিবি। সংশোধন প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানানো আবেদনকারীদের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক এই পদক্ষেপের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। গুরুস্বামী দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের গত ১৩ এপ্রিলের নির্দেশের অবমাননা করছে। তাঁর যুক্তি অনুযায়ী, আদালতের ওই নির্দেশে কেবল তাঁদেরই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যাঁদের নাম আগে বাদ গিয়েছিল এবং যাঁরা পরে আপিল ট্রাইব্যুনালে জয়ী হয়েছেন। নতুন করে ফর্ম-৬ পূরণ করে ভোটার হওয়ার সুযোগ ওই নির্দেশে ছিল না বলেই দাবি করেন তিনি। আদালতে সওয়াল করার সময় গুরুস্বামী স্মরণ করিয়ে দেন যে, শুনানির সময় বিচারপতি বাগচী নিজেও মৌখিকভাবে জানিয়েছিলেন - নির্দিষ্ট সময়সীমার পর ফর্ম ৬-এর মাধ্যমে যুক্ত হওয়া নতুন ভোটারদের এই নির্বাচনে ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়। আইনজীবীর অভিযোগ, আদালতের নির্দেশকে ভুলভাবে ব্যবহার করে একযোগে প্রচুর পরিমাণ ফর্ম-৬ জমা দেওয়া হচ্ছে। এটি নির্বাচনের ফলাফলে বিশাল প্রভাব ফেলতে পারে। তবে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এই যুক্তিতে আমল দিতে নারাজ ছিলেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, যথাযথ পিটিশন বা সুনির্দিষ্ট আবেদন ছাড়া কেবল মৌখিক বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে আদালত কোনও পদক্ষেপ করতে পারে না। প্রধান বিচারপতি বলেন, ''আপনারা কোনও সুনির্দিষ্ট নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদন করুন, তখন আমরা তা খতিয়ে দেখব। তবে মনে হচ্ছে, এসআইআর মামলার শুনানির জন্য মনে হয় আলাদা একটি বেঞ্চ গঠন করতে হবে।'' উত্তরে গুরুস্বামী জানান যে, এখনও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়নি, কেবল সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট হাতে রয়েছে। প্রধান বিচারপতি ফের কড়া ভাষায় বলেন, ''এইভাবে স্রেফ মৌখিক আর্জি আমরা গ্রহণ করব না।'' ভোটের মাত্র কয়েক দিন আগে ভোটার তালিকায় এই বিশাল রদবদল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান অবস্থান নির্বাচন কমিশনের জন্য বড় স্বস্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিরোধী শিবির বা আবেদনকারীরা এখন আদালতের পরামর্শ মেনে লিখিত পিটিশন দাখিল করেন কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। আপাতত ৭ লক্ষ নতুন ভোটারের নাম তালিকায় থাকা নিয়ে কোনও আইনি বাধা রইল না। প্রথম দফার ভোটের প্রাক্কালে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

'মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন আমরা লোক ঢোকাচ্ছি'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ বিধানসভা নির্বাচনের উত্তপ্ত আবহে ফের নতুন বিতর্ক। বাইরে থেকে লোক ঢুকিয়ে ভোট করানোর অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সেই 'বহিরাগত' তত্ত্বের পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি দাবি করেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কথাই বলছেন...'। ভোট দেওয়ার জন্য ৭৩টি স্পেশ্যাল ট্রেনে করে ভিনরাজ্যে কর্মরত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠকে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন যে আমরা বাইরে থেকে ভোটার আনছি, কিন্তু সেই ভোটাররা পশ্চিমবঙ্গেরই।'' তাঁর দাবি, গুজরাটের সুরাট, মহারাষ্ট্র-সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মজীবীরা নিজেদের রাজ্যের মাটিতে ভোট দিতে ফিরে আসছেন। মুখ্যমন্ত্রী বারবার যে অভিযোগ তুলছেন, তার প্রেক্ষিতে শমীকের স্পষ্ট বার্তা-এরা বহিরাগত নন, বরং বাংলারই সন্তান যাঁরা জীবিকার সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। শমীক ভট্টাচার্য আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, ''বাংলা বলার অপরাধে যাঁদের ভিনরাজ্যে নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছিল, তেমন অভিযোগ উঠেছিল, তাঁরাই এখন নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে নিজের রাজ্যে ফিরছেন।'' তিনি জানান, উত্তরবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকরা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন, এবার দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দারা আসছেন। তাঁর দাবি, বিজেপির নিজস্ব ব্যবস্থায় এবং অনেকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টায় এই শ্রমিকরা বাংলায় ফিরছেন। একদিকে তৃণমূলের 'বহিরাগত' আমদানি করার অভিযোগ, অন্যদিকে বিজেপির পরিযায়ী শ্রমিকদের 'অধিকার ফিরিয়ে আনা'-র দাবি-এই দুই বিপরীতমুখী প্রচারকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই শ্রমিকদের ফিরে আসা ভোটবাক্সে বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে। উল্লেখ্য কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) শান্তনু সিংহ বিশ্বাস সহ একাধিক ব্যক্তির বাড়িতে ইডির তল্লাশি অভিযান, সঙ্গে

সোনা-পাপ্পু প্রসঙ্গ, ব্যবসায়ী জয় কামদারের গ্রেফতারি- এই সবকে কেন্দ্র করে ভোটবঙ্গ তপ্ত। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা এবং তৃণমূলের ওপর বাড়তে থাকা চাপ নিয়ে মুখ খুললেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এই তদন্ত নিয়ে তাঁর দলের কোনও মাথাব্যথা নেই। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শমীক বলেন, ''মানুষের ইডি-সিবিআই-এর কি প্রয়োজন রয়েছে সরকার বদলানোর জন্য? হরিয়ানা কিংবা দিল্লিতেও তো সরকার বদলেছে।'' তাঁর দাবি, তৃণমূল বর্তমানে মানুষের চাপে পিষ্ট এবং জনরোষেই তাদের বিদায় নিশ্চিত। শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, ''আমি দলের পক্ষ থেকে চাই, ইডি-সিবিআই নিয়ে এই আলোচনা বন্ধ হয়ে যাক। কেন্দ্রীয় সংস্থা দরজায় তালা লাগিয়ে চলে যাক। আমাদের এদের নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই।'' শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বাড়িতে তল্লাশি প্রসঙ্গে শমীক জানান, তিনি একজন পুলিশ আধিকারিক এবং পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির সঙ্গে যুক্ত। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অতীতে তাঁর বিষয়ে একাধিক অভিযোগ জানিয়েছিলেন, তবে বর্তমানে ঠিক কী কারণে এই অভিযান চলছে, তা তাঁর দলের জানা নেই বলে দাবি করেন বিজেপি নেতা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের মুখে ইডি-সিবিআই তল্লাশিকে তৃণমূল 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলে দাগিয়ে দিচ্ছে। পাল্টা বিজেপির এই অবস্থান-তদন্তে তাদের কোনো হস্তক্ষেপ বা আগ্রহ নেই-তা মূলত তৃণমূলের তোলা 'এজেন্সি, দিয়ে সরকার দখলের' তত্ত্বকে খণ্ডন করারই পন্থা বলে মনে করা হচ্ছে।

ভোটের বাংলায় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ ভোটের বাংলায় প্রকৃতির সন্ত্রাস! ভোটের ঠিক আগে হু হু করে বাড়ছে পারদ। তাপমাত্রা যে বাড়বে, সে কথা আগেই জানানো হয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে। এবার ভোটের ঠিক আগের দিন তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা দেওয়া হল। আগামী ২৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার এবং ২৯ এপ্রিল দুই দফায় ভোট হতে চলেছে বাংলায়। আর সেই ভোটে আবহাওয়া যে খুব একটা আরামদায়ক হবে না, তা একরকম স্পষ্ট। মঙ্গলবার ও বুধবার অর্থাৎ আগামী দুদিন পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। একলাফে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরোতে পারে পশ্চিমাঞ্চলের পারদ। বাকি দক্ষিণবঙ্গে প্যাচপ্যাচে গরমের অস্বস্তি থাকবে। একদিকে রোদের তেজ, অন্যদিকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ক্রমশ বাড়তে থাকায় গরমের অস্বস্তি প্রবল হচ্ছে বাংলায়। দক্ষিণবঙ্গে আগামী তিন দিনে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে। পরবর্তী চারদিনে একই রকম তাপমাত্রা থাকবে। কলকাতার ক্ষেত্রে ৩৬ ডিগ্রি এবং পশ্চিমের জেলাতে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে তাপমাত্রা। দু-এক জায়গায় ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা। আগামী কয়েক দিন ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।

অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়া মারফ শুভেচ্ছা জানালেন। রবিবার তিনি লিখেছেন, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।উল্লেখ্য, আজকের এই পুণ্য তিথিতে ভগবান পরশুরামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পরশুরাম জয়ন্তী হিসেবেও এই শুভ দিনটি পালিত হচ্ছে। এই দিনটিকে একটি 'স্বয়ংশুভ' মুহূর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়, অর্থা নতুন প্রকল্প শুরু করা, বিনিয়োগ করা, বা সোনা রুপো বা সম্পত্তির মতো মূল্যবান জিনিস কেনার জন্য এই দিনের যে কোনও সময়ই আদর্শ। প্রসঙ্গতঃ অক্ষয় তৃতীয়ায় সোনা কেনা, নতুন উদ্যোগ শুরু করার পাশাপাশি দাতব্য কাজের জন্যও

বৈশ্বিক উত্তেজনার এই যুগে ভারত ও কোরিয়া শান্তি ও স্থিতিশীলতার বার্তা দেয়ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ এপ্রিল ঃবৈশ্বিক উত্তেজনার এই যুগে ভারত ও কোরিয়া শান্তি ও স্থিতিশীলতার বার্তা দেয়, এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক উত্তেজনার এই যুগে, ভারত এবং কোরিয়া একসঙ্গে শান্তি ও স্থিতিশীলতার বার্তা দেয়। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আজ কোরিয়া আন্তর্জাতিক সৌর জোট এবং ইন্দো-প্যাসিফিক মহাসাগর উদ্যোগে যোগদান করছে। আমরা আমাদের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ, প্রগতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্দো-প্যাসিফিকের দিকে অবদান রাখতে থাকব। আমরা এও সম্মত যে ভারতের বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কারগুলি শত বছর

আগে বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কবি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোরিয়াকে প্রাচ্যের প্রদীপ বলে অভিহিত করেছেন এবং আজ কোরিয়া আমাদের একটি বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর সংকল্প উপলব্ধি করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। আসুন আমাদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শুধুমাত্র উভয় দেশের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি লি জা মিউং-এর উপস্থিতিতে এদিন ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরে যৌথ প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোরিয়ার রাষ্ট্রপতির ভারত সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাজার অর্থনীতি এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের উভয় দেশের ডিএনএ-তে রয়েছে। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও আমাদের একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এই সমস্ত কিছুর উপর ভিত্তি করে, গত এক দশকে আমাদের সম্পর্ক আরও গতিশীল ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে এবং আজ, রাষ্ট্রপতি লির সঙ্গে আমরা এই সফরকে একটি বিশ্বস্ত অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত করতে যাচ্ছি। অংশীদারিত্ব আমরা চিপ থেকে জাহাজ, প্রতিভা থেকে প্রযুক্তি, পরিবেশ থেকে শক্তি, এবং একসাথে উভয় দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করব।

সংস্কৃত শুধু ভাষা নয়, ভারতের আত্মাঃমোহন ভাগবত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ এপ্রিল ঃরাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত সোমবার সকালে নতুন দিল্লিতে সংস্কৃত ভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন। পুজোপাঠে অংশ নেন তিনি, গোমাতাকে আহার করান। সংস্কৃত ভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, সংস্কৃত শুধু ভাষা নয়, ভারতের আত্মা। কিন্তু কথায়, সংস্কৃত একটি ভাষা। কিন্তু সংস্কৃত শুধু একটি ভাষা নয়। ভারতের সংস্কৃত হলো ভারতের আত্মা। কারণ চিন্তা, জীবন ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম পরম্পরা, যা এখনও বিদ্যমান, তা ভারতেই রয়েছে। ' ভারত নামের অস্তিত্ব শুধু ভৌগোলিক অবস্থান নয়। এটি শুধু একটি রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক সত্তাও নয়। ভারত হলো এমন এক ঐতিহ্য, যার ভিত্তিতে জীবন চলমান।মোহন ভাগবত বলেন, এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সংস্কৃত ভারতী দফতরের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি একটি শুভ সংযোগ। এটি আমাদের সকলের জন্য আনন্দের এবং অত্যন্ত উৎসাহেরও উৎস। বলা হয়ে থাকে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে শুরু করা যে কোনও উদ্যোগ চিরস্থায়ী হয়।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা উসাহ আর নতুন সুযোগে ভরা থাকবে আপনার জন্য। আপনি আপনার শক্তি আর উদ্দীপনা দিয়ে যেকোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকবেন। এখনই সময় আপনার লক্ষ্য নিয়ে ফোকাস করার। আজ নতুন কোনও প্রজেক্ট শুরু করার বা পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য দারুণ দিন। শুভদিন।
বৃষঃ আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। এটি আপনাকে খুব আনন্দিত করবে। প্রেম আসবে।
মিথুনঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য যোগাযোগ আর আইডিয়ার দিন হবে। আপনার কমিউনিকেশন স্কিল আজ বিশেষভাবে ভালো থাকবে, যাতে আপনি আপনার আইডিয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। নতুন আইডিয়া আর প্ল্যান শেয়ার করার জন্য এটা সেরা সময়।
কর্কট রাশি ঃআপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। আপনার কোনও প্রতিবেশী আজ আপনাকে ঋণ চাইতে আসতে পারে। শুভদিন।
সিংহঃ আজকের দিনটা সিংহ রাশির জন্য অনেক ইতিবাচক সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। এই সময়ে আপনার শক্তি আর আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি থাকবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করবে। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখুন, কারণ তাদের সহায়তা আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।
কন্যাঃএকটি খুশির দিনে মানসিক উত্তেজনা এবং চাপ এড়িয়ে চলুন। কাউকে প্রভাবিত করার জন্য বেশী খরচ করবেন না। বিবাহের যোগ।
তুলাঃ আজকের দিনটা গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি আপনার কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারবেন আর ঝামেলা মিটিয়ে নিতে পারবে।
বৃশ্চিকঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। যে সমস্ত লোকেরা ঋণ নিয়েছিল তারা আজ এই অর্থ ফেরত দিতে সমস্যায় পড়তে পারে। উত্তেজনার মেয়াদ বজায় থাকলেও পরিবারের সমর্থন আপনাকে সাহায্য করবে।অর্থ ব্যয়।
ধনুঃ এখন আপনার নিজের চিন্তা-ভাবনা বিশ্লেষণ করার আর পরিষ্কার করার সময়। নিজের মনের কথা শুনুন আর বোঝার চেষ্টা করুন, আপনি কী চান। পরিবারের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, এতে আপনার মন শান্তি আর আনন্দ পাবে। আর্থিক উন্নতি
মকরঃ আপনার বদ অভ্যাস আপনার উপর ব্যাপক প্রতিহিংসা নেবে। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আজই সমাধান হতে পারে এবং আপনি আর্থিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। ব্যবসায় লাভ হবে
কুম্ভঃআজ কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। আপনার সোশ্যাল লাইফ নতুন রঙে উজ্জ্বল হবে আর আপনি বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।।সন্তান হতে পারে আজকে
মীনঃ বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান আইটেমগুলির মধ্যে একটি চুরি করতে পারে। শুভ লং লাল।

সর্বোচ্চ নম্বর সিবিএসই পরীক্ষায়

কলকাতা,২০এপ্রিলঃসিবিএসই-র দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৫০০-র মধ্যে ৫০০ পেয়েছে বিডিএম ইন্টার ন্যাশনাল স্কুলের জয়শীর্ষ বসু। স্কুলের অধ্যক্ষ মধুমিতা সেনগুপ্ত জানিয়েছেন,২০২৪ সালেও তাদের স্কুলের এক পড়ুয়া দশম শ্রেণিতে এতশো শতাংশ নম্বর পেয়েছিল। কলকাতার সল্টলেকের ভবন গঙ্গাবক্স কানোরিয়া বিদ্যামন্দিরের ঘোষ নামে এক পড়ুয়াও একশো শতাংশ নম্বর পেয়েছেন। এ বার সিবিএসতে সারা দেশে পাশের হার ৯৩.৭০ শতাংশ। গত বারের থেকে পাশের হার ০.০৪ শতকরা বেশি।

পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনার মাঝেও দেশে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক, ইরানকে কড়া বার্তা ভারতের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ এপ্রিলঃপশ্চিম এশিয়ায় চলা ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেও দেশে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে বলে গত রবিবার জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত পেট্রো পণ্য বা সিলিন্ডার মজুত না করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, ভারতীয় দুটি জাহাজে গুলিবর্ষণের ঘটনায় ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত।পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের মতে, দেশে জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখতে বিস্তৃত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১৮ এপ্রিল একদিনেই ৫৩.৫ লক্ষের বেশি এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে এলপিজি বুকিংয়ের ৯৮ শতাংশই অনলাইনে হচ্ছে এবং কোথাও ঘাটতির খবর নেই।বাণিজ্যিক এলপিজির সরবরাহ আগের অবস্থার প্রায় ৭০ শতাংশে ফিরেছে। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, শ্রমিকদের জন্য ৫ কেজির ছোট সিলিন্ডারের সরবরাহ দ্বিগুণ করা হয়েছে।প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রেও সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। পিএনজি ও সিএনজি গ্রাহকদের ১০০ শতাংশ পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। মার্চ ২০২৬ থেকে এখনও পর্যন্ত ৪.৮৫ লক্ষের বেশি নতুন পিএনজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে।সরকার জানিয়েছে, সব পরিশোধনাগার পূর্ণ সক্ষমতায় কাজ করছে এবং কাঁচা তেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। পেট্রোল-ডিজেলের দামও স্থিতিশীল রাখা হয়েছে, উপরন্তু গ্রাহকদের স্বস্তি দিতে উপাদন শুল্কে লিটার প্রতি ১০ টাকা কমানো হয়েছে।এদিকে, ভারতীয় পতাকাবাহী তেলবাহী জাহাজ 'দেশ গরিমা' ৩১ জন নাবিক নিয়ে নিরাপদে হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে গেছে এবং ২২ এপ্রিল মুম্বই পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। মজুতদারি ও কালোবাজারি রুখতে দেশজুড়ে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ১৮ এপ্রিল ২৪০০-র বেশি জায়গায় অভিযান চালানো হয়েছে। অন্যদিকে, বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, উপসাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং ভারতীয় মিশনগুলি ২৪ ঘণ্টা সহায়তা দিচ্ছে খবর সূত্র জানা যায়

মুরারইয়ের জনসভা থেকে বিজেপিকে নিশানা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি,বীরভূম, ২০ এপ্রিল ঃ বীরভূমের মুরারইয়ের প্রার্থী মোশারফ হোসেনের সমর্থনে সোমবার খান ক্রিকেট মাঠে জনসভা করতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জনসভা থেকে তিনি বিজেপিকে নিশানা করেন। বলেন, বিজেপি আগামী দিনে সব লুটে নেবে। তাই তারা এখন ফর্ম পূরণ করাচ্ছে। এমনই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, কেউ নিজের তথ্য দেবে না। তিনি আরও বলেন, বীরভূমের এক নেতা কয়লা থেকে কোটি কোটি টাকা করেছে। মমতার দাবি, সৌজন্যের জন্য এখনও নাম জানাননি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ি খাওয়াকে ' নাটক' বলে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী, তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মুরারইয়ের সভা থেকে মমতা বলেন, এসপিজিকে দিয়ে ঝালমুড়ি তৈরি করিয়ে রেখেছে। দোকানের ভিতরে ক্যামেরা ফিট করা আছে। প্রধানমন্ত্রীর পকেটে ১০ টাকার নোট থাকে? সব নাটক! মোদীর নাম না করে মমতা আরও বলেন, কখনও গুহায় চলে যান, কখনও বলেন আমি চা-ওয়ালা!মমতা এও বলেন, অনেককে গ্রেফতার করা হতে পারে। সোমবার মুরারইয়ের খান ক্রিকেট মাঠে জনসভায় এমনই আশঙ্কার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, তিনি এর মধ্যে একটি সূত্রে থেকে একটি তালিকা পেয়েছেন। এ নিয়ে আদালতে যাবে তৃণমূল, জানালেন মমতা। অন্যদিকে অহঙ্কারের পতন হবেই, বীরভূমের মুরারাইয়ের জনসভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সোমবার মমতার জনসভা ছিল মুরারাইয়ের খান ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। তৃণমূল প্রার্থী মোশারফ হোসেনের সমর্থনে এই জনসভা। মমতা এদিন বলেন, 'লোকসভায় আমরা বিজেপিকে হারিয়েছি। ২০২৬ সালেই বাংলায় হারাব ওদের। তার পর দিল্লি থেকে তাড়াব।''মমতা জোর দিয়ে বলেন, ' শান্তির জন্য লড়ুন, ভাষা-জাতিকে রক্ষা করুন, ভোটাধিকারের জন্য লড়ুন। তৃণমূল সরকার থাকলে আপনাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকবে। এ বারের ভোটটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখুন।'' অনেককে গ্রেফতারের পরিকল্পনা রয়েছে বলে দাবি মমতার। তিনি বলেন, 'অনেনকে গ্রেফতারের পরিকল্পনা করেছে। লিস্ট আমি পেয়ে গিয়েছি। ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে লড়ব। শুধু তৃণমূলকে টার্গেট করেছে। এই বীরভূম থেকে এক নেতা লড়ছে। কোটি কোটি টাকা কয়লা থেকে খায়। ভদ্রতা করে নাম বলছি না। সবচেয়ে বড় দুরাচারী বিজেপি।'' লোকসভায় বিজেপির হারকে তুলে ধরে মমতা বলেন, ' অহঙ্কারের পতন হবেই। বাংলায় জিতে আমরা দিল্লি দখল করব। গণতন্ত্রের জয় হবে।''

ওড়িশায় প্রথাগত কৃষি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হলো অক্ষয় তৃতীয়া

ভুবনেশ্বর, ২০ এপ্রিল ঃ সোমবার ওড়িশায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে অক্ষয় তৃতীয়া। এই দিনটি রাজ্যে কৃষি মরসুমের আনুষ্ঠানিক সূচনার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকরা এদিন প্রথাগত ' অখি মুঠি অনুকূল' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই রীতি অনুযায়ী, জমি চাষ করার পর প্রতীকিভাবে বীজ বপন করা হয়। এই ঐতিহ্যটি নতুন কৃষি বর্ষের সূচনার ইঙ্গিত দেয়। নতুন পোশাক পরিধান করে কৃষকরা বীজে ভরা ঝুড়ি নিয়ে মাঠে পৌঁছান এবং মা লক্ষ্মীর পূজার্চনা করে সমৃদ্ধি ও ভালো ফলনের প্রার্থনা করেন।এই উৎসবটি চন্দন যাত্রার শুরুর সঙ্গেও যুক্ত, যার অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরে দেবতাদের শোভাযাত্রা বের করা হয়। পুরীতে এই দিন থেকেই বার্ষিক রথযাত্রার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যায়, যেখানে ভগবান জগন্নাথ ও তাঁর ভাই-বোনদের জন্য রথ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়।অক্ষয় তৃতীয়াকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় এবং এই দিনে বিবাহ, সম্পত্তি ক্রয় এবং নতুন ব্যবসা শুরু করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এই দিনে শুরু করা কাজ নিরন্তর সাফল্য এবং সমৃদ্ধি প্রদান করে।ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মনে করা হয় যে, এই দিনটি ভগবান পরশুরামের জয়ন্তী।

সুষ্ঠু নির্বাচনই লক্ষ্য, বাঁকুড়ায় পৌঁছল আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী

বাঁকুড়া, ২০ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গে এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। সেই লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ পদক্ষেপ। হাতে আর মাত্র তিন দিন, তার পরেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোট। সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে বাঁকুড়া জেলায় ১৯৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়ার কথা জানায় নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা যেমন স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর বুথ পরিদর্শন করেছেন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সোমবার স্পেশ্যাল ট্রেনে করে বাঁকুড়া স্টেশনে এসে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সেখান থেকে গাড়ি করে নির্দিষ্ট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

বেহালা বোধ্যায়নের রৌপ্যজয়ন্তী উদ্যাপন,শরৎ সদনে বর্ণাঢ্য সমাপনী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ বেহালা বোধ্যায়নের রৌপ্যজয়ন্তী উপলক্ষে শরৎ সদন হলে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠান হয়ে উঠল এক আবেগঘন ও বর্ণাঢ্য মিলনক্ষেত্র। প্রতিষ্ঠানের ২৫ বছরের গৌরবময় পদযাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতে উপস্থিত ছিলেন সখেরবাজার রামকৃষ্ণ মিশনের পূজনীয় মহারাজ, চিকিৎসক ডা. কিঞ্জল নন্দা, ডা. বি. ডি. মুখার্জি, ডিস্ট্রিক্ট মাস এডুকেশন এক্সটেনশন অফিসার এবং অডিওলজিস্ট ও স্পিচ-ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্ট মহম্মদ শহিদুল আরেফিন-সহ বিশিষ্টরা।সোমবার প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমেই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর অতিথি সংবর্ধনা ও ফুলেল শুভেচ্ছার পাশাপাশি একাধিক বক্তৃতায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক অবদানের কথা তুলে ধরেন বক্তারা। সেই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় নৃত্য, আবৃত্তি, সংগীত, বেহালা ও সিন্থেসাইজারের সুরে মঞ্চ ভরে ওঠে প্রাণবন্ত আবহে।অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান এবং 'বেস্ট স্টুডেন্ট' পুরস্কার ঘোষণা। এর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ যাত্রাপথে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বদেরও বিশেষভাবে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে রৌপ্যজয়ন্তীর এই সমাপনী অনুষ্ঠান একদিকে যেমন স্মৃতিচারণ, তেমনই অন্যদিকে ভবিষ্যতের অগ্রবর্তী যাত্রার অঙ্গীকার হয়ে রইল।এই সমাপনী অনুষ্ঠান আজ আবেগঘন ও বর্ণাঢ্য মিলনক্ষেত্র হয়।

উধমপুরের দুর্ঘটনায় শোকাহত রাষ্ট্রপতি, ব্যথিত প্রধানমন্ত্রীও

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। সোমবার এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি শোকবার্তায় জানান, জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় বাস দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে সামাজিক মাধ্যমে জানানো হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে বাস দুর্ঘটনায় প্রাণহানির খবর শুনে ব্যথিত। যারা তাদের নিকটাত্মীয়দের হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

রাষ্ট্রপতি ভবনে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টকে উষ্ণ অভ্যর্থনা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং ও তাঁর স্ত্রী কিম হেয়া কিয়ং-কে সোমবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে এসে পৌঁছলে সস্ত্রীক দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।পরে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি লি জে মিয়ং ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিদের একে-অপরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতির সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও উপস্থাপন করা হয়। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে রাজঘাটে যান দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রী, সেখানে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানান তাঁরা।উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন নতুন দিল্লিতে দক্ষিণ কোরিযার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং-এর সঙ্গে আলোচনা করবেন। দুই নেতা জাহাজ নির্মাণ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর, জনগণের মধ্যে সংযোগ এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মতো বিস্তৃত ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করবেন।

জাপানে শক্তিশালী ভূমিকম্প, কম্পনের মাত্রা ৭.৪

টোকিও, ২০ এপ্রিল ঃ জাপানের উত্তরাঞ্চলের সানরিকু উপকূলের কাছে সোমবার ৭.৪ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। জাপানের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সেখানকার স্থানীয় সময় বিকেল ৪টে ৫৩ মিনিটে হওয়া এই কম্পনের উৎস ছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। এর জেরে ইওয়াতে এবং হোক্কাইডো উপকূলের জন্য ৩ মিটার উচ্চতার সুনামির সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। কম্পনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, কয়েকশো কিলোমিটার দূরে টোকিওর বহুতল ভবনগুলোও বেশ কিছু ক্ষণ দুলতে থাকে। বাসিন্দাদের দ্রুত উপকূলীয় এলাকা ছেড়ে নিরাপদ ও উঁচু স্থানে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফুকুশিমা ও মিয়াগি এলাকাতেও জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর সূত্র জানা গিয়েছে আজই।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই এখনই। গরম এবং অস্বস্তিকর অবস্থা বজায় থাকবে আপাতত এক সপ্তাহ। এমনই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে এ-ও জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে গরমের প্রভাব থাকলেও, উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সোমবার সকাল থেকেই তীব্র রোদের তেজে গরম বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে শহর ও শহরতলিতে। এদিন সকালে মহানগরী কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতকরা হতেপারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূত্র জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫১মিনিট এবং রাত ০১ টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৫৪মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৯মিনিটে হতে পারে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে বধূকে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি,মালদা, ২০ এপ্রিলঃবধূকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। কুপিয়ে, মুখ থেঁতলে, হাত-পা ভেঙে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের বেজপুরা এলাকায. সোমবার ভোরের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতের নাম মাজিমা খাতুন। ঘটনার পর থেকে ওই মহিলার স্বামী অভিযুক্ত শেখ ইস্তামুল পলাতক।জানা গেছে, তিন বছর আগে মাজিমার বিয়ে হয় পাশের বাড়ির শেখ ইস্তামুলের সঙ্গে। পারিবারিক বিবাদের জেরে মাজিমাকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি নিহত মহিলার বাবা শেখ মাজিরুদ্দিনের। ইস্তামুলের খোঁজ চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে আজই।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নারী সংরক্ষণ বিল ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক তরজা, বিরোধীদের নিশানায় কিরেন রিজিজু-দেশের নারীরা ক্ষুব্ধ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ এপ্রিলঃনারী সংরক্ষণ সংশোধনী বিল ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল। বিলটি পাস না হওয়াকে কেন্দ্র করে বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে রাজনৈতিক সংঘাত আরও বাড়তে পারে। রিজিজুর দাবি, দেশের সাধারণ নারী সমাজ এই ঘটনায় গভীরভাবে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ, আর সেই ক্ষোভের দায় এড়াতে পারবে না বিরোধীরা।সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রিজিজু বলেন, নারী সংরক্ষণ বিল কোনও সাধারণ আইন প্রণয়ন নয়, বরং এটি দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন। তাঁর অভিযোগ, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিলকে ঘিরে বিভ্রান্তি তৈরি করছে এবং রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। সরাসরি আক্রমণ করে তিনি বলেন, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কিংবা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা যে বক্তব্য রাখছেন, তা বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে।রিজিজুর কথায়, এই বিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংসদ ও বিধানসভায় নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা,

যাতে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোয় নারীদের অংশগ্রহণ আরও সুদৃঢ় হয়। কিন্তু বিরোধী দলগুলি সেই প্রক্রিয়াকে সমর্থন না করে উল্টে নানা অজুহাত সামনে আনছে বলে অভিযোগ তাঁর। তিনি আরও বলেন, এটি এমন কোনও বিষয় নয় যেখানে অজুহাত দেখানো যায়। বিষয়টি সরল-নারীদের জন্য সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছিল, আর সেই পদক্ষেপে বিরোধীরা বাধা দিয়েছে।রাজনৈতিক মহলের মতে, নারী সংরক্ষণ ইস্যু দীর্ঘদিন ধরেই জাতীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন সময়ে এই বিল নিয়ে আলোচনা হলেও তা বাস্তবায়নের পথে নানা জটিলতা দেখা দিয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে বর্তমান পরিস্থিতি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রিজিজুর বক্তব্যে সেই হতাশার প্রতিফলন স্পষ্ট। তাঁর দাবি, দেশের নারীরা এখন বুঝতে পারছেন কারা তাঁদের অধিকারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র কথাও তুলে ধরেন। রিজিজু জানান, প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে সরকার এই বিষয়ে নিজেদের অবস্থান থেকে একচুলও সরবে না। যদিও পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে চলেছে, তা এখনই প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তবুও সরকার এই বিল কার্যকর করার লক্ষ্যে সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। রিজিজুর ভাষায়, এটি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, বরং দেশের নারীদের প্রতি সরকারের অঙ্গীকার।এই প্রসঙ্গে বিরোধীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, যারা এই বিলের বিরোধিতা করেছে বা প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে, তাদের অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে তার ফল ভোগ করতে হবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, নারী সমাজের ক্ষোভ আগামী নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। যে দল এই বিলকে আটকে দিয়েছে, তাদের কি এর পরিণতির মুখোমুখি হওয়া উচিত নয়?-এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন তিনি।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নারী সংরক্ষণ বিলকে ঘিরে এই তীব্র বক্তব্য আসলে আগামী নির্বাচনী রাজনীতির ইঙ্গিত বহন করছে। কেন্দ্রীয় সরকার একদিকে এই ইস্যুকে সামনে রেখে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করতে চাইছে, অন্যদিকে বিরোধীদের কোণঠাসা করার কৌশলও স্পষ্ট। বিশেষ করে নারী ভোটব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করে এই ইস্যুর গুরুত্ব আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে।অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের তরফে এখনও পর্যন্ত এই মন্তব্যের বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া না এলেও, রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। অনেকের মতে, এই ইস্যুতে বিরোধীরা নিজেদের অবস্থান আরও স্পষ্ট করতে বাধ্য হবে, কারণ নারী সংরক্ষণ একটি সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রশ্ন।সব মিলিয়ে, নারী সংরক্ষণ বিল ঘিরে বর্তমান পরিস্থিতি শুধু সংসদের ভেতরের বিতর্কেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে আলোড়ন তুলেছে। কিরেন রিজিজুর বক্তব্য সেই আলো।নকে আরও তীব্র করেছে। এখন দেখার, এই বিতর্ক কোন দিকে মোড় নেয় এবং শেষ পর্যন্ত নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কী সিদ্ধান্তে পৌঁছায় দেশ।

ভোটগ্রহণের পর ইভিএম সংরক্ষণ ও গণনা কেন্দ্র চূড়ান্ত শুরু

কলকাতা,২০এপ্রিলঃরাজ্যজুড়ে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ ঘিরে চূড়ান্ত প্রস্তুতির মধ্যেই ভোটগ্রহণের পর ইভিএম সংরক্ষণ ও গণনা কেন্দ্র চূড়ান্ত করার কাজ সেরে ফেলেছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যজুড়ে মোট ৮৭টি স্ট্রং রুম ও গণনাকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ডিসিআরসি, স্ট্রং রুম এবং কাউন্টিং সেন্টারের স্থান চিহ্নিত করার কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন।কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কেন্দ্রগুলি ৪৪টি জেলাসদর ও ৪৩টি মহকুমা সদরে ভাগ করে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রবেশ ও প্রস্থান পথ, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সুবিধা সহ যাবতীয় পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা-সহ একাধিক বড় জেলায় একাধিক স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে ভিড় ও চাপ কমানো যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্টেডিয়াম এবং সরকারি ভবনগুলিকেই মূলত এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ-প্রতিটি জেলায় একই রকম ববস্থাপনা বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছে কমিশন। প্রতিটি স্ট্রং রুমে থাকবে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর কড়া পাহারা। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি নজরদারি, নির্দিষ্ট প্রবেশপথ এবং নিয়ন্ত্রিত চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, স্ট্রং রুমের নিরাপত্তায় থাকবে দ্বিস্তরীয় নিযন্ত্রণ ব্যবস্থা-একটি চাবি প্রশাসনের কাছে এবং অন্যটি সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধির কাছে।প্রতিটি ডিসিআরসি কেন্দ্রে ভোটের আগে ইভিএম বিতরণ এবং ভোটের পর গ্রহণের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি গণনাকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত টেবিল, গণনাকর্মী, নিরাপত্তা বলয় এবং পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট জোন তৈরি করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

হাওয়ালা যোগের অভিযোগে বেহালার ব্যবসায়ী জয় এস কামদার ইডি হেফাজতে, দাবি তদন্তকারীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ আর্থিক তছরুপ ও হাওয়ালা লেনদেনের অভিযোগে বেহালার ব্যবসায়ী জয় এস কামদারকে নিজেদের হেফাজতে নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সোনা পাপ্পুর সূত্র ধরে রবিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। গ্রেপ্তারের পর অসুস্থ হয়ে পড়েন জয়, তবে সোমবার তাঁকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হলে ইডি তাঁর হেফাজতের আবেদন জানায়। অন্যদিকে জয়ের পক্ষ থেকে জামিনের আবেদন করা হলেও তা খারিজ করে আদালত আগামী ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁকে ইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। ইডির দাবি, এই সময় একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনে তদন্তকারী সংস্থা, যা এই মামলাকে আরও জটিল করে তুলেছে। আদালতে ইডির আইনজীবী জানান, জয় এস কামদারের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে। তাঁর মোবাইলের চ্যাট এবং অন্যান্য ডেটা বিশ্লেষণ করে হাওয়ালা লেনদেনের স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি করা হয়। তদন্তকারীদের মতে, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং দুবাইয়ের একাধিক হাওয়ালা অপারেটরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল জয়ের। এই আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সূত্র ধরে আর্থিক লেনদেনের একটি বড় চক্রের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি ইডির। শুধু বিদেশি যোগাযোগই নয়, সোনা পাপ্পুর সঙ্গে জয়ের ঘনিষ্ঠ যোগসাজস নিয়েও আদালতে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে ইডি। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, জয় এস কামদার সোনা পাপ্পুর অ্যাকাউন্টে প্রায় দেড় কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন। এই টাকার উৎস হিসেবে একটি এডুকেশন সোসাইটির নাম উঠে এসেছে, যেখান থেকে প্রায় ৪০ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছিল বলে সংঃদহ। তবে এই বিপুল অঙ্কের টাকা কেন এবং কী উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ইডি আরও জানায়, শুধু জয় থেকে সোনা পাপ্পুর অ্যাকাউন্টে টাকা যাওয়াই নয়,

উল্টোদিক থেকেও বিপুল অঙ্কের অর্থ লেনদেন হয়েছে। সোনা পাপ্পুর অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা জয়ের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে বলে অভিযোগ। যদিও জেরার সময় জয় দাবি করেন, তিনি মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। এই বক্তব্য ও প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকায় তদন্তকারীরা জয়ের বক্তব্যে অসঙ্গতির অভিযোগ তুলেছে। মামলার শুনানিতে আরও উঠে আসে একাধিক সংঃদহজনক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিষয়। ইডির দাবি, জয়ের সঙ্গে যুক্ত এমন কিছু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যেগুলিতে অস্বাভাবিক আর্থিক লেনদেন হয়েছে। এই সমস্ত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ পাচারের একটি বড় নেটওয়ার্ক কাজ করছিল বলে সন্দেহ করছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সেই কারণেই জয়ের জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে ইডি। তাঁদের যুক্তি, অভিযুক্ত জামিন পেলে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। অন্যদিকে, জয়ের আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্ত আদালতে ইডির তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন। তিনি দাবি করেন, যে চারটি মামলার ভিত্তিতে ইডি এই তদন্ত চালাচ্ছে, তার একটিতেও এখনও পর্যন্ত জয়ের নাম চার্জশিটে উল্লেখ নেই। ফলে তাঁর মক্কেলকে এভাবে হেফাজতে নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বলেই দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি জয়ের শারীরিক অসুস্থতার কথাও আদালতের নজরে আনা হয় এবং জামিনের আবেদন জানানো হয়। দুই পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে বিচারক স্পষ্ট জানান, তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে জয়ের ইডি হেফাজত জরুরি। সমস্ত দিক বিবেচনা করেই আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় এবং আগামী ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। আদালতের এই নির্দেশের ফলে তদন্তকারী সংস্থা আরও সময় পেল জয়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করতে। এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহলে। হাওয়ালা চক্র, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং বড় অঙ্কের টাকার উৎস নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে এখন নজর সবার, কারণ এই মামলার সূত্র ধরেই আরও বড় কোনও আর্থিক কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

ভোটের মুখে ৮০০ কর্মী গ্রেপ্তারের আশঙ্কা, কলকাতা হাই কোর্টে দ্বারস্থ তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী আবহে রাজ্যে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে। দলের অভিযোগ, অন্তত ৮০০ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা চলছে, আর সেই আশঙ্কা থেকেই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে শাসক শিবির। সোমবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়ে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। আগামী বুধবার এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত গত ১২ এপ্রিল খণ্ডঘোষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সভা থেকে। সেখানেই তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ভোটের আগে বড়সড় চক্রান্তের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ ছিল, ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে ' ভোটিং' এবং ' কাউন্টিং'-এর মতো কৌশল নেওয়া হতে পারে। এমনকি তিনি দাবি করেন, অনেক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনাও রয়েছে এবং তা মধ্যরাত থেকেই শুরু হতে পারে। বিজেপির প্রভাবেই নির্বাচন

কমিশন এই ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার আদালতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, জাতীয় নির্বাচন কমিশন পুলিশের মাধ্যমে গোটা রাজ্য থেকে প্রায় ৮০০ জন তৃণমূল কর্মীর একটি তালিকা তৈরি করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য গ্রেপ্তারের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে দাবি করা হয়। এই প্রেক্ষিতে আদালতের দ্রুত হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন জানানো হয় এবং মামলার দ্রুত শুনানিরও আর্জি জানানো হয়।দুই বিচারপতির বেঞ্চ তৃণমূলের আবেদন গ্রহণ করে মামলা দায়েরের অনুমতি দেয়। একইসঙ্গে দ্রুত শুনানির বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এখন এই মামলার দিকে নজর রাজনৈতিক মহলের, কারণ এর ফলাফল ভোটের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কলকাতায় ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোরদার মোতায়েন, চূড়ান্ত প্রস্তুতি লালবাজারের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ আসন্ন নির্বাচনের আগে কলকাতায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া করতে ব্যাপক

প্রস্তুতি শুরু করেছে লালবাজার। শহরে ভোট পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রায় দুশো কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এমনকি প্রয়োজন হলে এই সংখ্যা আ।।ইশো কোম্পানিতেও পৌঁছতে পারে বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই ১০৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী কলকাতায় এসে পৌঁছেছে এবং তারা শহরের বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয়ভাবে টহলদারি শুরু করেছে।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় এই বাহিনী শহরের বিভিন্ন প্রান্তে রুট মার্চ করছে। পাশাপাশি শুরু হয়েছে ' বিল্ডিং মেজার' বা সিবিএম কার্যক্রম, যার মাধ্যমে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থার পরিবেশ গ।ে তোলার চেষ্টা চলছে। কলকাতার ঘিঞ্জি ও সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কেঃদ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও নিয়মিত টহল দিচ্ছেন। কোনও ধরনের অশান্তি বা অনিয়মের খবর পেলেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তারা প্রস্তুত রয়েছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় সিআরপিএফের বুলেটপ্রুফ সাঁজোয়া গাড়িও ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। আগামী ২৩ এপ্রিল রাজ্যের ১৫২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। সেই কারণে বর্তমানে কলকাতায় থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি বড় অংশকে জেলাগুলিতে পাঠানো হচ্ছে। জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই তাদের থাকার ব্যবস্থা করছে। তবে ২৯ এপ্রিল কলকাতায় ভোট হওয়ার আগে, ২৩ এপ্রিলের পর থেকেই এই বাহিনী আবার শহরে ফিরে আসবে। পাশাপাশি আরও নতুন বাহিনী কলকাতায় এসে পৌঁছবে বলে জানা যাচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যক বাহিনীর থাকার ব্যবস্থা করাও ব। চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশাসনের কাছে। সেই কারণে শহরের বিভিন্ন স্কুল, কমিউনিটি হল এবং এমনকি বিয়েবাড়িকেও অস্থায়ী ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রতিটি থানার আধিকারিকরা নিজেদের এলাকার এই ধরনের জায়গাগুলি পরিদর্শন করে বাথরুম, জল ও বিদ্যুতের মতো প্রাথমিক সুবিধা খতিয়ে দেখছেন। বাহিনীর রান্নার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রতিটি ক্যাম্পে কন্ট্রোল রুম এবং অস্ত্রাগার হিসেবে ব্যবহারের জন্য আলাদা ঘর রাখা হবে। বাহিনীর পদস্থ আধিকারিকদের থাকার জন্যও পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যেখানে প্রয়োজনীয় সব সুবিধা থাকবে। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৩ এপ্রিলের পর থেকে কলকাতার প্রত্যেকটি অলিগলিতে আরও জোরদার রুট মার্চ চালানো হবে, যাতে ভোটের দিন শহরে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা যায়।

বুথে ঢুকতে 'টু-স্টেপ ভেরিফিকেশন', ১০০ মিটারে থাকছে 'লক্ষ্মণরেখা'

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ আসন্ন নির্বাচনে ভোটারদের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল নির্বাচন কমিশন। বুথে ভুয়ো ভোটার প্রবেশ এবং বুথ জ্যামের মতো সমস্যা রুখতে এবার চালু করা হচ্ছে 'টু স্টেপ ভেরিফিকেশন' ব্যবস্থা। কমিশনের তরফে ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, যা ভোট প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও নির্ভুল করে তুলবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ভোট দিতে যাওয়ার সময় প্রত্যেক ভোটারকে নির্ধারিত পরিচয়পত্রগুলির মধ্যে অন্তত একটি অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে এবং তা হতে হবে আসল বা অরিজিনাল কপি। বুথের প্রবেশদ্বারে প্রথম ধাপে সেই পরিচয়পত্র পরীক্ষা করবেন নিরাপত্তায় নিযুক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তাঁদের প্রাথমিক যাচাইয়ের পরেই ভোটার বুথের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি পাবেন। তবে এখানেই শেষ নয়, দ্বিতীয় ধাপে বুথের ভিতরে সংশ্লিষ্ট ভোটারের পরিচয়পত্র আবারও যাচাই করবেন বুথস্তরের আধিকারিক, অর্থাৎ বিএলওরা। এই দুই স্তরের যাচাই প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হলেই কেবলমাত্র একজন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে নির্ভুলভাবে কার্যকর হয়, তার উপর কড়া নজর রাখবেন সেক্টর অফিসাররা। কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যাচাই প্রক্রিয়ায কোনওরকম গাফিলতি বা ত্রুটি বরদাস্ত করা হবে না। এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও সুরক্ষিত ও স্বচ্ছ করার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখাও সহজ হবে বলে মনে করছে কমিশন। এছাড়াও এবারের নির্বাচনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে পোলিং বুথের চারপাশে ' নির্ধারণ করা হয়েছে। জানা গেছে, প্রতিটি বুথের চারপাশে সাদা চক দিয়ে ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত এঁকে সীমারেখা চিহ্নিত করা হবে। এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে শুধুমাত্র ভোটারদের প্রবেশের অনুমতি থাকবে। কোনও অ-ভোটার ব্যক্তি, দলীয় কর্মী বা অন্য কোনও ধরনের জমায়েত ওই ১০০ মিটারের মধ্যে করতে দেওয়া হবে না। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, এই নির্দিষ্ট এলাকায় কোনও ধরনের নির্বাচনী প্রচার চালানোও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে এই নিয়ম কঠোরভাবে কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে ভোটের দিন কোনওরকম বিশৃঙ্খলা বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কমিশনের দাবি, এই সমস্ত পদক্ষেপের ফলে ভোটাররা আরও নিরাপদ ও নির্ভয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ।

সায়েন্সটেক ২০২৬,উদ্ভাবন ও মেধার মিলন স্টল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সোনারপুরঃ সায়েন্সটেক ২০২৬, উদ্ভাবন ও মেধার এক মহা মিলনস্থল ঘটে গেল এস ভি আই এস টি তে। বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এদিনের অনুষ্ঠান। সায়েন্স টেক একাডেমি,স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সহযোগিতায় সম্প্রতি সোনারপুর থানার দক্ষিণ গোবিন্দপুরের এসভিআই এসটির কলেজ ক্যাম্পাসে হয়ে গেল সায়েন্সটেক ২০২৬। এই আন্ত ঃস্কুল অনুষ্ঠানটি মূলত বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতা ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার এক প্রাণবন্ত মাধ্যম হয়ে ওঠে।এদিনের এই অনুষ্ঠানে ৫০টিরও বেশি স্কুলের উৎসাহী পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। ৪০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী ও ৭০ জনেরও বেশি শিক্ষক একত্রিত হয় এখানে।এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীতে ৮০টিরও বেশি উদ্ভাবনী বিজ্ঞান প্রকল্পের চিত্তাকর্ষক প্রদর্শন করা হয়। অন্যদিকে কারিগরি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ৪০টিরও বেশি দল সমসাময়িক বিষয় নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কলেজের প্রাক্তন সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।তিনি এদিন তাঁর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ভাষণে ছাত্র ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেন।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত নরেমন্দ্রেপুরের রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজের প্লেসমেন্দ কোঅর্ডিনেটর স্বামী ত্যাগীন্দ্রানন্দ বিজ্ঞান ওপ্রযুক্তিতে নৈতিক এবং মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি বিভাগের প্রাক্তন বিজ্ঞানী অমিয় কুমার কালিদহ,বর্ধমান বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ তন্ময় দাস গুপ্ত, জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষ সুশান্ত দাস,লায়ন্স কলকাতা গ্রেটার বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ কাকলী ঘোষ, খড়গপুর ট্র্যাফিক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাপস কুমার মাইতি, এসভিআইএসটির পরিচালক ডাঃ নন্দন গুপ্ত,এসভিআইএস টির উপ পরিচালক পবিত্র কুমার গায়েন।

পানিহাটি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষের সমর্থনে প্রচার অভিযানে তৃণমূল সেনাপতি

মহন্ত দাশগুপ্ত ঃ ১৯ এপ্রিল-২০২৬ রবিবার বেলা ৩.০০ টের সময় নাটাগড়ের অগ্রগামী সংঘের মাঠে তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হেলিকপ্টারে নামে, ঠিক তার দুই তিন ঘণ্টা আগে থেকেই দীর্ঘ রাস্তার দুদিকে মানুষের ঢল নামে তাকে দেখার জন্য। গোটা এলাকার রাস্তা জনসমুদ্রের রূপ ধারণ করে। সেই জন সমুদ্রে নানা বয়সের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস দেখে তৃণমূল কর্মীদের উচ্ছ্বাস আরো বেড়ে যায়। বহুতলের উপর থেকেও সেই সময় চলছে অভিষেকের উপর পুষ্প বৃষ্টি। ধীরে ধীরে এইচ বি টাউনের মোড়ে পৌঁছে যাওয়ার পর তিনি একরকম জনসমুদ্রে ভাসছে,সেই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে ফেলেন, ছুটির দিনেও যেভাবে অগণিত মানুষ আমাদের সাথে পায়ে পা মিলিয়েছেন এবং আশীর্বাদ করেছেন, তাতে করে পানিহাটিবাসীর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এরপর তিনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব থেকে শুরু করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বীর বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সহ বহু মনীষীদের নিযে পানিহাটির গৌরবোজ্জ্বল অতীত স্মরণ করেন। তিনি ওই বিশাল জন সমুদ্রে সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, পানিহাটির মানুষজন কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেনি। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যেও তিনি হাত জোড় করে অনুরোধ করে বলেন, যে ভদ্রমহিলা এখানে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন তিনি আমার মাতৃসমা। তিনি বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চুলের মুঠি ধরে আমি নিয়ে আসবো, কিন্তু তৃণমূলের সৈনিকদের আমি বলব, যে, তার সম্বন্ধে কোনো খারাপ শব্দ ব্যবহার করবেন না। সন্তান হারানোর দু ঃখে ও কষ্টে চাপে পড়ে অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন মানুষ। এরপরই সরাসরি আর জি কর আন্দোলন প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সারা বাংলার মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছিল। মহিলাদের ও মায়েদের রাত দখলের লড়াইকে আমি কুর্নিশ জানিয়েছিলাম আরজিকর ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা পুলিশ যাকে গ্রেফতার করেছিল, সেই সঞ্জয় রায় কে সিবিআই এখনো শাস্তি দিতে পারেনি। প্রায় দেড় বছর ধরে তদন্ত চলছে, আমি বিজেপির প্রার্থীকে একটা অনুরোধ করবো, শুনেছি ২৪ তারিখ এখানে প্রধানমন্ত্রী আসবেন । অভয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি আটকাতে, ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে রাজ্য সরকার অপরাজিতা বিল পাস করেছিল। সেই বিল রাজ্যপালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে দেড় বছর আগে পাঠানো হয়েছিল। আপনি যদি সত্যিই চান এরকম ঘটনা বাংলায় বা ভারতবর্ষের কোথাও যেন আর না ঘটে,তাই আপনার কাছে আবেদন,তাহলে দয়া করে সভা মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীকে এই বিলের বিষযে বলবেন। আরো বলবেন, অপরাজিতা বিলে রাষ্ট্রপতিকে সম্মতি দিতে। যাতে সেটি পাস হয়। অভিষেকের দাবি, মনে রাখবেন আমরা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করি না। বিজেপি করে, এসআইআরে প্রথম মৃত প্রদীপ করের বিষয়টিও তুলে ধরেন তিনি। পানিহাটিতে জল সংস্থার নিয়ন্ত্রণে ৫০ কোটি টাকার স্টার পাম্প বসানো,নতুন রাস্তা তৈরি প্রভৃতি প্রকল্পের উল্লেখ সহ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,পানিহাটি সোদপুরের, সোদপুরকে আমরা ঢেলে সাজাবো। আর এক কান্ড স্মরণ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,অক্টোবর মাসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পূজা উদ্বোধন করতে বাংলায় এসেছিলেন, রত্না দেবী দেখা করতে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি দেখা পর্যন্ত করেন নি! যে দল বিলকিস বানুর ধর্ষকদের মঞ্চে ডেকে মালা পরিয়ে বরণ করে,তারা কোনও দিন বিচার দিতে পারবে কি ?

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া পালন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায, শিয়াখালা, হুগলি,২০ এপ্রিল ঃ শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে যথাযথ মর্যাদার সাথে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব পালন করা হলো। অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে রাজেশ্বরী সেবা মঠের পক্ষ থেকে ২০০ জন দু ঃস্থ মানুষকে নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার রীতিনীতি মেনে ব্রাহ্মণদেরও উপহার সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে তাদের সম্মানিত করা হয। প্রায .হাজার মানুষকে দুপুরে মঃিদরে বসিযে .মাযের ভোগ প্রসাদ খাওযা়নো হয। মঃিদরের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচ্চিত স্বরূপ বলেন অক্ষয .তৃতীযা. হলো চাঃদ্র বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীযা. তিথি, অক্ষয .শব্দের অর্থ হলো যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বৈদিক রীতি অনুসারে এই পবিত্র তিথিতে কোন শুভ কার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল ধরে অক্ষয় হয়ে থাকে। যদি ভালো কাজ করা হয় তার জন্য আমাদের লাভ হয় অক্ষয় পূণ্য। আর যদি খারাপ কাজ করা হয় তবে তা লাভ হয় অক্ষয় পাপ। তাই এদিন খুব সাবধানে প্রতিটি কাজ করা উচিত। খেযা়ল রাখতে হবে এদিন ভুলেও যেন কোনো খারাপ কাজ হয়ে না যায়। এদিন পূজা , জপ, দান ,ধ্যান অপরের মনে আনন্দ দেওয়ার মত কাজ করা উচিত। পুরোহিতরা বলেন এই দিনেই আবার দেবী অন্নপূর্ণার আবির্ভাব ঘটে, এই দিনে সত্যযুগ শেষ হয়েছিল আর ত্রেতা যুগের সূচনা হয়। আবার এই দিনেই কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করেন। প্রধান পুরহিত ব্রহ্মচারী সচ্চিত স্বরূপ বলেন অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে পুলিশি ব্যবস্থা ছিল জোরদার। এই অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের পরমহংস গঙ্গা আশ্রম থেকে এসেছেন , জ্যোতিষপীঠ পন্ডিত আচার্য রবিশংকর দ্বিবেদী, প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচ্চিত স্বরূপ ও মঠের উপপ্রধান পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। আজকে এই অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে বিশেষ পূজার আয়োজনে ছিলেন প্রভাত পচৌরি সুভাষ কেরিয়া অরুণ পাটোদিয়া, মনোজ আগরওয়াল, রাজু বিদ্দাশরিয়া, মন্টু জালান সৌরভ মিশ্রা রবি চৌবে প্রমুখরা। অনুষ্ঠানে বহু ভক্তের সমাবেশ ঘটে।

কলকাতায় রাহুলের সভা অনিশ্চিত, কমিশনের অনুমতি না মেলায় জট

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ বামেদের সঙ্গে জোট না হওয়ায় এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় একাই লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছে কংগ্রেস। সীমিত শক্তি নিয়েও অন্তত কিছু আসনে জয় ছিনিয়ে আনাই লক্ষ্য দলটির। সেই লক্ষ্যেই জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন দলের শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধী। কয়েকদিন আগেই রাজ্যে প্রচার সেরে গিয়েছেন তিনি, আর তার মধ্যেই ফের বাংলায় আসার কথা রয়েছে তাঁর। আগামী ২৩ এপ্রিল একাধিক কর্মসূচি নিয়ে রাজ্যে আসার পরিকল্পনা করেছেন তিনি।

সেদিন কলকাতার মেটিয়াবুরুজ এবং পার্ক সার্কাস ময়দানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জনসভা করার পরিকল্পনা ছিল কংগ্রেসের। তবে কমিশনের নিয়মের জটিলতায় সেই সভা এখনও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। জানা গিয়েছে, কলকাতা পুরসভার অধীন এলাকায় সভা বা মিছিলের অনুমতি সাধারণত কেএমসি দিয়ে থাকে। কিন্তু নির্বাচনী বিধি কার্যকর থাকায় এখন সেই ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে। সেই কারণেই এখনও পর্যন্ত এই দুই সভার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প পরিকল্পনার কথাও ভাবছে কংগ্রেস। যদি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনুমতি না মেলে, তাহলে মেটিয়াবুরুজে মহম্মদ আজহারউদ্দিনের নির্ধারিত র‍্যালির স্থানেই সভা করা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। এছাড়াও ব্রেবোর্ন কলেজের সামনের মোড়কে সম্ভাব্য বিকল্প স্থান হিসেবে ভাবা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। অন্যদিকে, ওইদিন শ্রীরামপুরে রাহুল গান্ধীর সভার অনুমতি ইতিমধ্যেই মিলেছে বলে খবর। ফলে সেই কর্মসূচি নিয়ে কোনও জটিলতা নেই। রাজনৈতিক মহলের মতে, কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের আসনগুলিতে এবার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে কংগ্রেস। কারণ, দ্বিতীয় দফার ভোট হবে এই অঞ্চলগুলিতেই, ২৯ এপ্রিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাম-কংগ্রেস জোটের সময় পার্ক সার্কাসেই এক যৌথ সভায় অংশ নিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। সেই স্মৃতি উসকে দিয়েই প্রায় এক দশক পর ফের সেখানে সভা করার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত কমিশনের অনুমতি মেলে কি না, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড

CIN: L17119WB1935PLC046111
নিবন্ধিত কার্যালয় বিড়লা বিল্ডিং, ৮ম তলা, ৯১, আর. এন. মুখার্জি রোড,
কলকাতা-৭০০০০১ ফোনঃ ৯১ ৩৩-৪০৮২৩৭০০২ / ২২০০৬০০
ওয়েবসাইট ঃ http:www.rameshwarajute.com
ইমেইলঃ sharedepartment@rjm.co.in

ভৌত জামানত হস্তান্তর এবং অ-বস্তুকরণের জন্য বিশেষ উইন্ডো

সেবি-এর ৩০.০১.২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO381311 (2) 2026-MIRSD-POD137502026 অনুসারে, কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তর অনুরোধের নতুন দাখিল পুনঃ দাখিলের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডোর ব্যবস্থা করেছে। এই বিশেষ উইন্ডোটি ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছে এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে। এটি শুধুমাত্র সেইসব হস্তান্তর অনুরোধের জন্য প্রযোজ্য যেখানে শেয়ার হস্তান্তর দলিল ১লা এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে সম্পাদিত হয়েছিল, তা ১লা এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে দাখিল করা হোক বা না হোক, এবং মূল নিরাপত্তা শংসাপত্রটি উপলব্ধ আছে।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডারগণ মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ তাদের হস্তান্তরের আবেদনপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) - এবিএস কনসালটেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে এই ঠিকানায় জমা দিতে পারেনঃ স্টিফেন হাউস, রুম নং ৯৯, ৬ষ্ঠ তলা, ৪, বি.বি.ডি বাগ, কলকাতা-৭০০০০১, ই-মেইল আইডিঃ absconsultant99gmail.com

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, এই শেয়ারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে হস্তান্তর গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন-এর অধীনে থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই সিকিউরিটিগুলি হস্তান্তর লিয়েন-মার্কবন্ধক রাখা যাবে না।

রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-প্রিয়াঙ্কা অরোরা
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
ACS-60641

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২০শে এপ্রিল

ভোটের আগে বড়বাজারে আবিরের বাজারে দাপট, ব্রাত্য তবু লাল

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ যত বাড়ছে, তার ছাপ পড়তে শুরু করেছে কলকাতার বড়বাজারের পাইকারি আবিরের বাজারেও। দোল উৎসব কেটে গেলেও এবছর আবিরের চাহিদা কমেনি, বরং ভোটকে কেন্দ্র করে তা আরও বেড়েছে বলেই জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। বড়বাজারের খ্যাংরা পট্টির পাইকারি বাজারে এখন আবিরের বস্তা সাজিয়ে রেখে আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিক্রেতারা। তাঁদের কথায়, এবারের চাহিদার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে সবুজ ও গেরুয়া রং, তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে লাল। এপ্রিল মাসেই বিধানসভা নির্বাচন এবং বছরের শেষ দিকে কলকাতা পুরসভার ভোট থাকায় আবিরের বাজারে এখন থেকেই বাড়তি নজর দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ভোটের ফল ঘোষণার দিনকে সামনে রেখে বস্তা বস্তা আবির মজুত করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ফলাফলের উপর নির্ভর করেই কোন রঙের আবির বেশি বিক্রি হবে, সেই হিসাব কষে এখন থেকেই স্টক তৈরি করা হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের মতে, ফল ঘোষণার পর বিজয় মিছিলে আবির উড়বে, আর সেই কারণেই আগাম প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না তাঁরা।

বাজার ঘুরলেই বোঝা যায়, সবুজ রঙের আবিরের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তৃণমূল কংগ্রেস জিতলে সেই আবিরের চাহিদা আকাশছোঁয়া হবে বলে মনে করছেন বিক্রেতারা। পাশাপাশি গেরুয়া আবিরের চাহিদাও কম নয়। বিজেপির সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেই এই রঙের আবিরও বড় পরিমাণে মজুত করা হচ্ছে। তবে লাল আবিরের ক্ষেত্রে চিত্রটা একেবারেই ভিন্ন। বামেদের রাজনৈতিক অবস্থান দুর্বল হওয়ায় লাল আবিরের চাহিদা অনেকটাই কমে গিয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। খ্যাংরা পট্টির এক ব্যবসায়ী সমীরণ পাল জানান, এবারের নির্বাচনে কোন দল জিতবে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না। তাই ঝুঁকি এড়াতে সবুজ ও গেরুয়া-দুই রঙের আবিরই বেশি করে রাখা হচ্ছে। অন্য এক বিক্রেতা হেসে বলেন, দোলের সময় যে পরিমাণ লাল আবির আনা হয়েছিল, তার সবটাই এখনও বিক্রি হয়নি। ফলে নতুন করে লাল আবির মজুত করার প্রয়োজন বোধ করছেন না তাঁরা। আবির ব্যবসায়ী পার্থ সামন্তের মতে, বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বামেদের লড়াই অনেকটাই পিছিয়ে। তাই আলাদা করে লাল আবির বেশি করে রাখার কোনও অর্থ নেই। তিনি বলেন, তৃণমূল বা বিজেপি-যে দলই জিতুক, সবুজ বা গেরুয়া আবিরের চাহিদা থাকবেই। সেই হিসাবেই বাজারে এখন এই দুই রঙের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে।

সব মিলিয়ে, ভোটের আগাম উত্তেজনা শুধু রাজনৈতিক ময়দানেই নয়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলছে। বড়বাজারের আবির বাজার যেন আগেভাগেই বুঝে নিতে চাইছে, কোন রঙে রাঙাবে বিজয়ের দিন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৪০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৭ বৈশাখ, ১৪৩৩

প্যারাট্রুপার গীতা চন্দ

ভয় কিসের। এক-এক করে ঝাঁপ দিলেন তিন ইনস্ট্রাক্টর। এবার পালা গীতার। নির্দিষ্ট সময়ে উড়ন্ত ডাকোটা বিমান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ডাক্তার গীতা চন্দ। একজন ব্যতিক্রমী সাহসী নারী, নিজের দক্ষতার প্রতি আস্থা রেখে হয়ে উঠেছিলেন অসাধারণ, অসামান্য। ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স থেকে প্রস্তাব পেয়ে লুফে নিতে বিলম্ব করেননি। তিনি ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রথম মহিলা প্যারাট্রুপার গীতা চন্দ্র একজন বাঙালি কন্যা। ঐতিহাসিক সেই মুহূর্ত,এক হাজার ফুট ওপর দিয়ে ওড়া ভারতীয় বিমানবাহিনীর উড়ন্ত ডাকোটা বিমান থেকে প্যারাসুটের সাহায্যে আকাশে ঝাঁপ দিয়েছিলেন গীতা চন্দ্র একদম নিঁখুত ল্যান্ডিং। ইংরেজি ক্যালেণ্ডারে দিনটি ছিল ১৯৫৯ সালের ১৭জুলাই। গীতা চন্দ ডাক্তার হিসেবে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। বিমান বাহিনীর ডাক্তারদের প্যারাট্রুপার হবার আহবান জানিয়ে সব স্টেশনে সার্কুলার পাঠানো হয়। শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি কোনও পুরুষ ডাক্তার প্যারাট্রুপারের স্বেচ্ছায় প্রশিক্ষণের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি এবং বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করে নিজেদের আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। কারণ অনেকে মনে করেছিলেন প্যারা-ট্রুপিং একটি বিপজ্জনক কাজ যেটি শুধুমাত্র সৈন্যদের জন্যই প্রযোজ্য। ১৯৫৯ সালের ১৪মে গীতা প্যারাট্রুপার ট্রেনিং স্কুলে যোগ দিলেন। তারপর কঠোর অনুশীলন। তিনি একমাত্র শিক্ষানবিশ হিসেবে সুযোগ পেয়েছিলেন। শারীরিক সক্ষমতা,কঠোর পরিশ্রমে সব প্রতিকূল পরিস্থিতি জয় করলেন। অবশেষে এল কাঙ্খিত সেই দিন,আসল পরীক্ষা বিমান থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্যারাসুটের সাহায্যে নামতে হবে মাটিতে। ১৭জুলাই ১৯৫৯সাল, উড়ন্ত বিমান থেকে প্যারাসুটের সাহায্যে ঝাঁপ দেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ডাক্তার গীতা চন্দ। ঐতিহাসিক ও দুঃসাহসিক সেই দৃশ্য দেখতে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হয়েছেন। গীতা শক্ত হয়ে বিমানে দাঁড়িয়ে, সবুজ আলোর সঙ্কেতে লাফিয়ে পড়বেন ডাকোটা বিমান থেকে। দু'চার সেকেণ্ডের জন্য গীতার মনে হল সব যেন নিশ্চল হয়ে গেল। যেন দেহ,মন,চিন্তাশক্তি যেন তাদের সত্ত্বা হারিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ তিনি জেগে উঠলেন প্যারাসুটের টানেন্ধ বোধশক্তি ফিরে পেলেন। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন প্যারাসুট পূর্ণমাত্রায় স্ফীত হয়ে বায়ুপথে দেহের অধোগতিকে মন্থর করছে। এক হাজার ফুট ওপর থেকে ঝাঁপ দেওয়ার কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে মাটির নীচের জিনিসগুলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। চল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যে খুব নীচে নেমে এসে নামবার জন্য নিজেকে তৈরি করে ফেললেন। সুষ্ঠু ভাবে মাটিতে নেমে এলেন বাঙালি তথা দেশের প্রথম মহিলা প্যারাট্রুপার গীতা চন্দ। সবাই অভিনন্দিত করছেন তাঁকে। সবার প্রশ্ন কেমন লাগল। এক মিনিটের কম হলেও অভিজ্ঞতাটা তিনি বর্ণনা করবেন কিভাবে! সবাই যে তাঁকে কেবল অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছেন। একই বছর ২৫ জুলাই আবার প্যারাসুটের সাহায্যে ঝাঁপ দিতে হবে। সেটা আবার ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের সামনে। প্রথমবার নিখুঁত ল্যান্ডিং হলেও সেদিন কিন্তু গীতার প্যারাসুটের দড়িতে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। তবে প্যারাসুটকে নিয়ন্ত্রন করে গীতা নেমে এসেছিলেন একই রকম দক্ষতায়।

হাওড়ার মুখজ্জ্যে জমিদার বাড়ি

হাওড়ার বনেদী বংশের মধ্যে অন্যতম এক বংশ হল মুখোপাধ্যায় বংশ। এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার বিল্বগ্রামে। এই বংশের দিগম্বর মুখোপাধ্যায় হাওড়ার শিবপুরের ভট্টাচার্য পরিবারের কন্যার সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে হাওড়া চ্যাটার্জ্জী হাট এলাকায় অষ্টাদশ শতকের অন্তিম পর্যায় থেকে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন পেশায় একজন ব্যাবসায়ি। তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে গঙ্গার পাটি কাটার কন্ট্রাক্ট পেয়ে এক অর্থবান ব্যক্তি হয়ে উঠে হাওড়ার শিবপুর, বেতড় ইত্যাদি অঞ্চলে বেশ কিছু ভুসম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন। এরই পাশাপাশি হাওড়া চ্যাটার্জ্জী হাটের কাছে নির্মাণ করেন এক দৃষ্টি নান্দিক সুরম্য অট্টালিকা সহ এক শিব মন্দির। সেই থেকে চ্যাটার্জ্জী হাটের এই অংশ মন্দিরতলা নামে জনপ্রিয় হয়। এছাড়াও তিনি কাজিবাগানের একাংশে পান চাষ আরাম্ভ করেন। এই জন্য এই অঞ্চল চারাবাগান নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। সেকালের রীতি মেনে তাঁর সেই দ্বিতল অট্টালিকা ছিল পুরোপুরি ইউরোপিয়ান ধাঁচের। সম্মুখ ভাগের ওপরে ত্রিকোণাকৃতির পেডিমেন্ট ছিল চারটি মুল করিন্থিয়ান স্তম্ভ দ্বারা নির্মিত। দ্বিতলে কাঠের সার্সিতে ঘেরা ডোরিক থাম পরিবেষ্টিত টানা বারান্দা ছিল। সরম্য নকশা করা আর্চ করা খড়খড়ি জানালা নির্মাণের মধ্য দিয়ে তাঁর শৈল্পিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়ির অন্দর মহলে ছিল প্রশস্থ উঠোন। উঠোনের চারিদিক ছিল টানা বারান্দায় ঘেরা। উঠোনের এক পাশে তিনি নির্মাণ করেন ত্রি খিলানের এক ঠাকুরদালান। বাড়িতে নিয়ম করে দুর্গাপুজো পুজো চালু করেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন পেশায় Ahumuti & Co. নামের এক ময়দা কারখানার উচ্চ পদস্থ কর্মী। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের পারিবারিক এই পুজোতে ভিন্ন ধর্মের মানুষও আসতেন। হয়ে উঠত এক সর্ব ধর্মের মিলন উৎসব। তিনি ক্ষেত্রমোহন বন্দোপাধ্যায়ের কন্যার সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি যাত্রা অভিনয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাই তাঁদের পারিবারিক পুজোতে এক সময়ে যাত্রা অভিনয়ও হত। তাঁর পৌত্রদ্বয় পৌত্র হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিল ধর্মভীরু ব্যক্তি। তিনি ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে দীনতারিণী নামের এক কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বর্ধমান জেলা থেকে প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো ভৈরবের মূর্তি এনে প্রতিষ্ঠা করেন। অন্য পৌত্র অভয়চরন মুখোপাধ্যায় ছিলেন সাহিত্য অনুরাগী। তাঁর জ্যোষ্ঠ পুত্র নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত। পেশায় শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

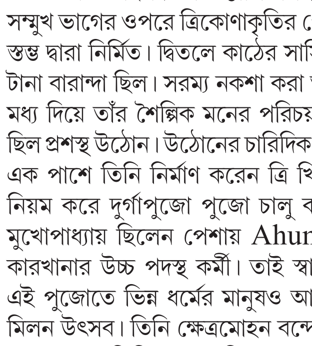

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকে বলেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

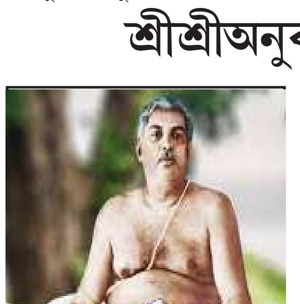

সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন, পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলেছেন, জগতমাতাকে পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। জগত মাতার সাড়া গ্রহণ করতে হবে। তিনি আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। মায়ের কোনও ক্ষয় নেই। তিনি অক্ষয়।

'ডেভিড হেয়ার, কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং ভারতে হসপিটাল মেডিসিনের সূচনা'

ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য
তৃতীয় পর্ব

'হেসপিটাল মেডিসিন-এর আবির্ভাব ঘটতে কয়েক শতাব্দীর সামাজিক রূপান্তর, বিপ্লব এবং অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে ঘটেছে। কিন্তু ভারতে ঘটেছে মাত্র এক দশক সময়ের মধ্যে। এবং এর ভিত্তি ছিল ছাত্রদের দ্বারা শবব্যবচ্ছেদ।২৬ জানুয়ারি ১৮৩৫-এ বেন্টিঙ্ক [illegible]

উল্লেখ করেন, "That all the foundation pupils of Medical College be expected to practise human dissection and perform operations upon the dead body– or be discharged." ১৯ হয় ডিসেকশন তথা শবব্যবচ্ছেদ কর, কিংবা কলেজ থেকে বিদেয় হও।

ডেভিড হেয়ার, তাঁর মেডিসিন ও মেডিক্যাল কলেজ প্যারিচাঁদ মিত্র হেয়ারের আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে জানাচ্ছেন, হেয়ারের পাল্কীটি একটি নিয়মিত ডিসপেনসারি ছিল as it contained medicines for healing suffering of all kinds." মিত্র আরও জানাচ্ছেন , তাঁর (হেয়ার) কাছে আগত যাদের বই কেনার সামর্থ্য ছিল না তাদেরকে সেজন্য সাহায্য করা হত। আর অসুস্থরা received medicines and medical aid from him." Records of Public Instruction-এ দেওয়া Mr. Kerr-এর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে মিত্র জানাচ্ছেন, He used also when they were sick to visit them at their houses– bringing medicine to them– and taking a fatherly and affectionate interest in their welfare. On these occasions it is said even the Hindu women would lay aside their reserve and consult him as they would a father or brother."more for mative role which India played in English history throughout the greater part of the nineteenth century."

তিনি আমাদের অবহিত করেন যে ১৮ শতকের মুষ্টিমেয় কিছু ইংরেজ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ইংরেজ স্ত্রী ছিল না কিংবা ছিল না prospects of furlough"। কোন অনমনীয় নৈতিকতা কিংবা ধর্মীয় নিয়মাচরণ এদের জীবনের ক্ষেত্রে আবশ্যিক ছিলনা। এবং এই মানুষেরা soon adapted themselves to Indian ways of living. Set on making their fortune before the climate or disease carried them off– they were zealots for no cause or political principle– and were content to conduct the public business according to its traditional Indian forms and in the traditional hybrid Persian."

ডেভিড হেয়ারের ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ অনেকাংশে সত্যি। সেসময়ের কলকাতার কথা বলতে গিয়ে স্টোকস জানাচ্ছেন, "The Calcutta mercantile community had its own narrower– more selfish standpoint– but substantially swelled the great tide of liberalism engulfing the English mind in the eighteen thirties ... if the new British Empire were to be a dominion not over territory but over wants of the universe– it followed that it was more important to civilize than subdue." এ কথাও ডেভিড হেয়ারের মতো যেসব ভারতপ্রেমী এদেশে এবং বাংলায় এসেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বহুলাংশে সত্যি। এখানে আরেকটি প্রসঙ্গ আমাদের বিবচনায় আমাদের বর্তমান প্রবন্ধ ও বিষয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক।

১৮২৭ সালে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়ে ভারতে দ্বিতীয়বার আসেন। এর আগে তিনি মাদ্রাজে সরকারের কর্তাব্যক্তি হিসেবে কাজ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার গভর্নর-জেনারেল হয়ে এদেশে এসে বেন্টিঙ্ক প্রথম যে কাজটিতে হাত দিয়েছিলেন তাহল ব্রিটিশের একের পর এক যুদ্ধে বিদ্ধস্ত এবং প্রায় শূণ্য কোষাগারকে লাভের মুখ দেখানো। সি এ বেইলি জানাচ্ছেন , ""Between 1829 and 1835 he transformed a budget deficit of one and a half million pounds sterling into a surplus of a half a million pounds ... Worst of all British India found stability neither on its internal and or external frontiers ... It is against this background that Bentinckós social and educational reforms must be set ... The Governor General was certainly influenced by the utilitarian philosophy of government urged by James Mill." লুঠ এবং যুদ্ধের কারণে বেন্টিঙ্কের সময়ে ব্রিটিশ কোষগারে অর্থের ঘাটতি চলছিল। এই ঘাটতি বেন্টিঙ্ক পূরণ করেন। এর ফলে ১৮৩৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রায় রদ হয়ে যাওয়া চার্টারের নবীকরণ ঘটে। এবং এর প্রশাসনিক পুরস্কার হিসেবে বেন্টিঙ্ক ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে মনোনীত হলেন। অন্য আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অভাব নিয়ে যে অভিমত ঐতিহাসিক বেইলি ব্যক্ত করেছেন বেন্টিঙ্ক এর বিপরীত কথা বলেছেন বন্ধু পিটার অবারকে লেখা একটি চিঠিতে, "My firm opinion on the contrary is that no dominion in the world is more secure against internal insurrection"

বেন্টিঙ্ক সম্বন্ধে অন্যত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে তিনি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতের দায়িত্বভার নেবার আগে বেন্টিঙ্ক "indeed subscribed in 1826 for two shares in the newly founded University College– London – an institution under combined Whig– Benthamite and Dissenting control– and a forward battalion in the òmarch of mindó..."। অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজের বিপরীতে ইউনিভার্সিটি কলেজের ছাত্রদের প্রয়োজন ছিল না "subscription to the thirty nine Articles of the Church of England. This new university tried in the 1830s to join the theoretical study of science to the practical work of the clinic– as was already underway in Germany." হসপিটাল মেডিসিন-এর আবির্ভাবকাল পূর্বোক্ত পটভূমিতে মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা , ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডনের আদলে ও শিক্ষাদানের চরিত্রে। এখানে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ঐতিহাসিকভাবে হসপিটাল মেডিসিন-এর সূচনা। হাসপাতালে ভর্তি রেখে কোন রোগীর চিকিৎসা হওয়া মানেই হসপিটাল মেডিসিন নয় , এ কথা আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। হসপিটাল মেডিসিন , ঐতিহাসিকভাবে এই ধারণার উদ্গাতা অ্যাকারনেখট। এই নতুন ধরনের মেডিসিনের চারিত্র্যলক্ষণ কী? অ্যাকারনেখটের কথায়, "it was only at the hospital that the three pillars of the new medicine – physical examination– autopsy– and statistics – 12 C. A. Bayly– Indian Society and the Making of the British Empire Cambridge University Press–হসপিটাল মেডিসিন দাঁড়িয়ে আছে , (১) হাসপাতালের ওয়ার্ডে রোগীর শয্যাপার্শ্বে রোগীকে পরীক্ষা করা, তার রোগের ইতিহাস নেওয়া এবং রোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়া, (২) মৃত্যুর পরে রোগীর শবব্যবচ্ছেদ করে রোগের লক্ষণের সঙ্গে দেহাভ্যন্তরের (pathological anatomi) কী কী পরিবর্তন ঘটেছে তা মিলিয়ে নেওয়া, এবং (৩) রোগের এবং মৃত্যুর পরিসংখ্যান তৈরি করা। অ্যাকারনেখট দেখিয়েছেন যে তপ্যাথোলজিকাল অ্যানাটমিদ-র বাস্তব জগতে চর্চা শুরু হয় ফরাসী বিপ্লবোত্তর অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দির শেষে প্যারিসের হাসপাতালে। অঙ্গসংস্থানের পরিবর্তন মিলিয়ে নেওয়া এবং (ক্রমশ)

(ডাক্তার জয়ন্ত ভট্টাচার্য কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। তাঁর লেখা বহু বিখ্যাত বই রয়েছে যেগুলি চিকিৎসা বিজ্ঞানের নক্ষত্র)

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ প্রাচীন রীতি মেনেই পালিত হয় অক্ষয় তৃতীয়া

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

বৈশাখী রবিবাসরীয়। বছরের প্রথম রবিবার তারপর অক্ষয় তৃতীয়া লগ্ন, আমাদের বাড়িতে এই দিনে মা তারার ভোগ দেওয়ার রীতি ছিল। মা তারার ভোগে মাছ মাংস নিবেদন করা হয় তাই সকাল সকাল দাদু পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র পোদ্দারকে দেখতাম বাজার থেকে দুই তিন পদ মাছ আর মোচার ধোকা ছানা ভাপা এই সব তৈরি করে বড় টিফিন ক্যারিয়ার ভরে আমাকে আর ঠাম্মাকে বগলদাবা করে ঘাট পার হয়ে সোজা স্বরূপগঞ্জ ওপার, সেখানে ঘাটে দুধ সাদা অ্যাম্বাসেডর নিয়ে হাজির পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত জনদা (যদিও সম্পর্ক এ দাদু,তবে ওই যে বাড়ির কাজের মানুষগুলো আমার বড় আপন,তাই কেউ দাদা কেউ দিদি, মাসী পিসি)। গন্তব্য তারা ধাম আমার তারা মায়ের বাড়ি, সেখানে স্বরূপগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক তথা বিখ্যাত জ্যোতিষ বিদ ফেসরিডার পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত অশোক কুমার রায় এর বাড়ি, জন্ম সূত্রে তারা ক্ষাপ্যার বংশধর। তবে আমার কাছে সে বাড়িটা আমার দাদুর বাড়ি ম্যাজিক দাদু যার কাছে গল্প শোনা যায় আর সব প্রশ্নের উত্তর মেলে,এই বাড়িটা আমার বললাম কারণ ওনার একমাত্র ছেলের ভিক্ষা মা বাবা আমার ঠাম্মা দাদু, আমার বাবাই বড়কাকু পকাইদের কাছে মামুর বাড়ি, ঠাম্মার দাদার বাড়ি যেহেতু। সেখানে সেদিন সকাল সকাল গনেশ লক্ষী পুজোর পর মায়ের এলাহী আয়োজন ভোগের নিজের হাতে তারা ধামের শিষ্যরা রেঁধে দিতেন তারা মাকে চাউমিন থেকে পোলাও কি নেই সেই পদে। দাদুর বাড়িতে কাঠের উনুনে রোজ ঠাকুর মায়ের ভোগ রান্না করতেন। আমার অবশ্য অনেকগুলো বয়ফ্রেন্ড ও বাড়িতে সেজ দাদু ছোট দাদু বড়দাদু প্রতি জনের দপ্তর আলাদা, সতীনগুলো ভারী মিষ্টি, হিংসার বদলে ভাবটা আদরটা বেশী তখন ও একমাত্র আদরের নয়নমণি কিনা। সেজ দাদুর বাগানের নেশা, তিনি ম্যানেজার ছিলেন বিখ্যাত কোম্পানির, বড়দাদুর চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন ব্রিটিশ বিখ্যাত কোম্পানির, ছোটদাদু বিডিও অফিসে। তবে এদের একটা বিষয় কমন ছিল বই, আমি গেলেই কে কার আগে আমাকে নিয়ে যাবে কোলে করে গল্প শোনাতে চা বাগান হয়ে ফুল বাগান সার, সেখানে খরগোশ পাখির খাঁচা তে ভর্তি আছে ফিডোর (বড়পিসি বাড়ির এলশেসিয়ান) ছেলে, তাছাড়া দিদার আদরের সন্টাই, ছাড়াও নানা প্রজাতির প্রায় ৬-৮ টা কুকুর, বিশাল বাগান বাড়িতে অসুবিধা হয় না খুব একটা দেখা শোনা করার লোক আছে। মায়ের ভোগ আরতি হোমের পর বিরাট নাট মন্দিরে তারা ধামের শিষ্যদের পাত পরতো,তারা ধামের শিষ্য সব পশ্চিম বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের কেউ কেটা গুণীজন ব্যক্তি,পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ধীরাজ জেঠু তখন বর্ধমান পুলিশের মাথা, থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব জগতের বাসিন্দা, কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির সবাই একজন উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তাকে নেই সেখানে, এনারা আমার জেঠু কাকু দাদু ওই যে বললাম পারিবারিক সূত্রে ভগবান এর কৃপায় প্রাপ্তি কিছু অপ্রাপ্তির মধ্যে। ততক্ষণে ডাক পড়েছে ছোট কর্তৃকে মানে আমাকে খাইয়ে দেওয়ার,সে অবশ্য সবার সঙ্গে বসে পাত পেড়ে খাবে জিদটা সবাই জানে সেই কারণে মতের বিরুদ্ধে যায় না। সেখানে অন্ন মাথা দিয়ে কচুর শাক,শুক্তো,ভেজডাল, আলুভাজা, এচোর চিংড়ি,কই মাছের তেলঝোল,রুই দই,সহ নানা পদ মাছের পর পোলাও মাংস, চাটনি পাঁপড় দই পায়েস আইসক্রিম আর সরপুড়িয়া সরভাজা।ওঠার ক্ষমতা কারো থাকতো না,উঠে ঠাকুর দালানে এক প্রস্থ আড্ডা অরু কাকু বাবাই পকাই বড়কাকু সহ রথী মহারথী দের আমার ঠিকানা দাদুর ঘরে গিয়ে দাদুর কাছে গল্প শোনা দিদার খাটে শুয়ে শুয়ে, দাদুর খাটের পাশে দিদার খাট পাতা থাকতো। দিদা মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মাম ঠাম্মার সঙ্গে গল্প জুড়েছে,বৌমণি শোন মাম যে তার বড় আদরের ছিল,কোন কিছু খেতে ইচ্ছে করলে শিশুর মতো আবদার করে মামের কাছে বলতো বড়ছেলে কে বলবি এই মাছ এনে দিতে একটু রেঁধে নিয়ে আসবি তো মা,মামের হাতের রান্না তার বড় প্রিয়, ওবাড়ির ধামের সকলের সে বড় বৌদি।কারো কাছে আবদার করতো না মানুষটা শুধু বড়ছেলে আর বৌমণির কাছে যত আবদার,বড় ছেলে মামীমা বলতে পাগল। বিকালে বসতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মাম পিসি নুপুর পিসির মেয়ে আমি ক্ষুদে সদস্য। তবে সে সময় স্বরূপগঞ্জ ত্রাস ডাকাতি হতো দিনে দুপুরে, বাড়ির মেয়ে বৌদের গায়ে বছর কার দিনে গয়না থাকবেই তাই ছোট দাদু রিভলভার গুজে (লাইসেন্স ছিল) সাদা অ্যাম্বাসেডর করে আমাদের ঘাটে পৌঁছে দিয়ে যেত,এটা যতদিন ছোট দাদু বেঁচে ছিলেন আমাদের ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া ছোট দাদুর ডিউটি, ছোট পক্ষ কিনা আমার, রসিক মানুষ ভারী। দাদু চলে যাওয়ার পর বাবাই মাম প্রতি বছর ইলিশ মাছ আর মোচার ধোকা ছানার ভাপা ট্যাংড়া মাছ নিয়ে যেত মায়ের আর তারা ধামের শিষ্যদের জন্য, বড়বৌদির হাতের রান্না তাদের খুব প্রিয়। সেই বাড়িটা একে একে পর প্রথমে সেজ দাদু ছয় মাস পর সেজ দিদা তার ছয় মাস পর মেজ দাদু তার ছয় মাস পর ছোটদাদু, এর দেড় বছরের মাথায় মেজ দিদা। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া।

বিশ্ব রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গণতন্ত্রের পৃষ্টপোষক

অশ্রুকুমার সিকদার

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি এখন ও তখন। রবীন্দ্রনাথ এক দেশপ্রেমিক পরিবারে জন্মেছিলেন। এমন একটি পরিবার যারা দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। তাঁকেও সচেতনভাবে দায়বদ্ধ হতে এয়নি, এই দায়বদ্ধতা ঠাকুর পরিবারের জীবনের অঙ্গ ছিল। আর রবীন্দ্রনাথ কোনো গজদন্তমিনারবাসী কবি ছিলেন না, ছিলেন অসম্ভব সমাজসচেতন, রাজনীতিসচেতন মানুষ। তিনি বাইরের দুনিয়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে মায়াবী টেবিলে বসে করিতা রচনা করেননি। অবশ্য পিঠ ফেরাতেন জানালার দিকে, নইলে রচনা কালে প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁর মনোযোগ নষ্ট করে দিত। পৃথিবীর প্রতি, দুনিয়ার প্রতি সব সময় তিনি সচেতন থাকতেন। তাঁর নাম ছাপা হয় তাঁর প্রথম যে কবিতায়, সেই 'হিন্দুমেলার উপহার'-এ তাঁর দেশ প্রেমিক সত্তার পরিচয় আমরা পাই। ভারতবর্ষ কি চিরকাল নগ্ন থাকবে, নাকি ভারতবর্ষ নতুন জীবন পেয়ে ভস্ম থেকে অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠবে, এই ভাবনা কবিকে ভাবিয়েছে। তিনি কখনো-কখনো রাজনারায়ণ বসুর সঞ্জীবনী সভাতেও যোগ দেন। এই সভার কাজও ছিল দেশপ্রেম জাগানো। সেই সঞ্জীবনী সভার গোপন কার্যকলাপ নিয়ে তিনি মজা করে লিখেছিলেনও 'জীবনস্মৃতি'-তে। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে লেখা হচ্ছে। নাম দেখেই বুঝবেন বেশির ভাগ কবিতা আধ্যাত্মিক। কিন্তু তার পাশে অন্য কয়েকটি কবিতা আছে, যেমন- শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী ভয়ংকরী।'

সেইসব কবিতার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘটে যাওয়া সাম্রাজ্যবাদী আস্ফালনের তীব্র প্রতিবাদ আছে। আর আছে জাতিপ্রেমের প্রতি কবির তীব্র নিন্দা। স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল তত তার বেড়ে ওঠে- বিশ্বধরাতল আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার জঠরে পুরিতে চায়।

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী নগ্ন লোভের বিরুদ্ধে এই কবিতাগুলি তিনি রচনা করেছিলেন। একটি আশ্চর্য শব্দ তিনি ব্যবহার করেছিলেন 'জাতিপ্রেম'। টাইটানিক জাহাজ যেমন সমুদ্রের গুপ্ত শিলার আঘাতে দীর্ণ হয়েছিল, তেমনি জাতি-প্রেমের গুপ্ত শিলার আঘাতে মানবসভ্যতা চূর্ণ হবে। তিনি দেশপ্রেম ও জাতিপ্রেমের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। জাতিপ্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথা আজও প্রাসঙ্গিক, আজও গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজিতে একটা মজার কথা আছে-My mother drunk or sobor– my country right or wrong/ আমার মা মাতাল হোক আর নাই হোক, তবু আমার মা, আমার দেশ ন্যায় করুক বা অন্যায় করুক তবু আমার দেশ। এই উগ্র অন্ধ জাতিপ্রেম বলে আমাদের দেশের শাসকবর্গ শত অন্যায় করলেও তার প্রতিবাদ করব না, অন্যায়ভাবে অন্য দেশ আক্রমণ করলেও নিজেদের দেশকে সমর্থন করব। এই জাতিপ্রেমের মানসিকতা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে প্রবেশ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। এই সময় তিনিই রাখীবন্ধনের আয়োজন করেন। তাঁর সমস্ত দেশপ্রেমের গান-যে তামায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা, ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি, সার্থক জনম আমার, সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালো বাসি-এই আন্দোলনের সময় লেখা।

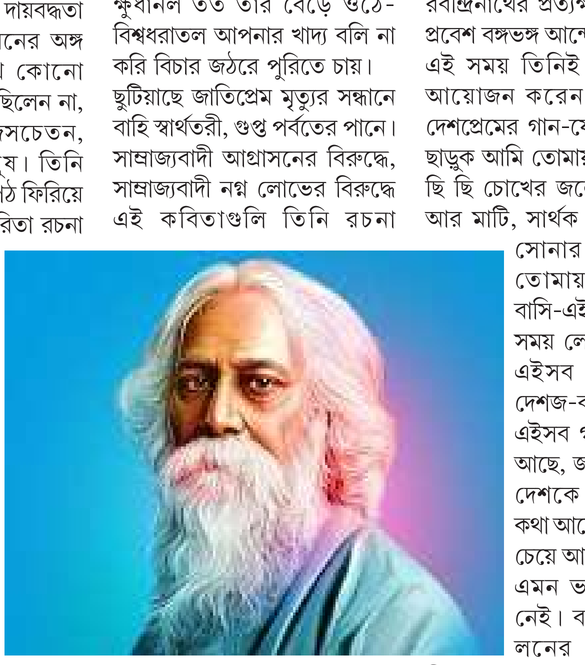

এইসব গানের সুরও দেশজ-বাউল ইত্যাদি। এইসব গানে দেশপ্রেম আছে, জাতিপ্রেম নেই। দেশকে ভালোবাসার কথা আছে, অন্য দেশের চেয়ে আমার দেশ বড়ো এমন ভাবনার প্রশ্রয় নেই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রাজনীতিতে যুক্ত হলেন, প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন, কিন্তু তারপর রাজনীতি থেকে সরে গেলেন। কারণ, এই আন্দোলনের একটি ধারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দিকে চলে যাচ্ছিল। ক্ষুদিরাম বসুর কাজ, মানিকতলা বোমার মামলা প্রমাণ করছিল যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন হিংসার পথে চলে যাচ্ছে। এই বিভীষিকা পন্থা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি, যদিও ব্যক্তিগত ভাবে বিপ্লবীদের দেশপ্রেমের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। যারা শাসকদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে, জেলে বন্দি হয়েছে, গুলিবিদ্ধ হয়েছে তাদের তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখেছেন, কিন্তু তাদের পথকে সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর আপত্তির কথা প্রবন্ধাবলিতে বলেছেন, বলেছেন 'ঘরে-বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে। যেমন জাতিপ্রেম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা আজও প্রাসঙ্গিক, তেমনি নকসালপন্থী মাওবাদী আন্দোলনের দিনেও বিভীষিকা পন্থা বিষয়ে আজও রবীন্দ্রনাথের কথা গুরুত্বপূর্ণ।

ইতালির ফ্যাসিস্ট নায়ক মুসোলিনির প্রেরিত দুই ইতালীয় অধ্যাপকের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনির আমন্ত্রণে ইতালি যান ও মুসোলিনির গুণকীর্তন করেন। কিন্তু খটকা লাগে যখন রাতের অন্ধকারে বিখ্যাত দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে মুসোলিনির অপকর্মের কথা জানিয়ে যান। পরে রোম্যাঁ রোলাঁ তাঁকে সতর্ক করেন। এই বিষয়ে আমরা কল্যাণকুমার কুণ্ডুর বইটি পড়লে খুব উপকৃত হব-জানতে পারব কীভাবে রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনি-দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং কীভাবে তাঁর মোহভঙ্গ হয়। পরবর্তীকালে সামান্য দিনের জন্য তিনি নাৎসি দের প্রতিও আকৃষ্ট হন। এজন্য তাঁকে তিরস্কার করেন তাঁর তরুণ আত্মীয় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আসলে রবীন্দ্রনাথ একটু কান-পাতলা মানুষ ছিলেন। অনেক কথা তিনি শুনে বিশ্বাস করে বসতেন। পরে তাঁর ভুল ভাঙত। 'রাশিয়ার চিঠি' পড়লে দেখব সেখানে বিপ্লবের পর শিক্ষা ও কৃষির উন্নতির রবীন্দ্রনাথ ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ আর বিপ্লবপূর্ব রাশিয়া এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। ভারতবর্ষ একই জায়গায় স্থানু হয়ে আছে, কিন্তু বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়া, অন্তত শিক্ষা আর কৃষির দিক থেকে বহু বহু দূর এগিয়ে গিয়েছে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ কৃষি ও শিক্ষা বিষয়ে জানতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

সুচিত্রা সেনের বাড়িতে পুজোয় ভোগের প্রসাদ ছিল জোড়া ইলিশ

বুদ্ধদেব মিশ্র

জোড়া ইলিশ দিতেন সরস্বতীকে। সুচিত্রা সেন পরিচিত ছিলেন 'রাঙ্গাদি' নামে। জিলিপিও মেনুতে রাখতেন। সুচিত্রা সেন যেহেতু ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধিকা তাই রামকৃষ্ণের প্রিয় মিষ্টি /খাবার ছিল জিলিপি। সুচিত্রা সেন পাবনার

মেয়ে হওয়ায় সেই বাঙাল মতেই লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজো করতেন। ভোগেও থাকত সোনামুগের খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা এবং জিলিপি। তবে সুচিত্রা সেন ছিলেন চিরকালই প্রাইভেট পার্সেন। তাই সাড়ম্বরে প্রচুর অতিথি ডেকে পুজো করেন নি। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত চৌধুরী, পিএন তালুকদার, বারীন ধর, সুচিত্রা সেনের বোন বোনঝিরা সবাই হাজির থাকতেন পুজোয়। মুনমুন সেন বোর্ডিংয়ে থাকায় পুজো খুব একটা পাননি।

সুচিত্রা সেনের বোন রুণা ধরের সহপাঠী ছিলেন শান্তিনিকেতনের রমলা সেন। তিনি জানাচ্ছেন, সুচিত্রা সেনকে আমি রাঙাদি বলেই ডাকতাম। ওঁর ছোট বোনের বন্ধু বলে উনি আমায় ভালোবাসতেন। ১৯৫৮ সালে প্রথম যাই লক্ষ্মী পুজোর দিন ওঁর বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে। পরে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই পুজোতেই গেছি। রাত হলে সুচিত্রা সেনের ড্রাইভার রাম সিং ফিয়াট গাড়ি করে আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন,রাঙাদির নির্দেশে।

রমলা সেন আরো জানান, সুচিত্রা এর পরে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতেও পুজো করেছেন। বাড়িতে সুচিত্রা একেবারে অন্য মানুষ। সাদা-লাল পাড় শাড়িতে নিজেই ফল কাটতে বসে পড়তেন। যদিও পরের দিকে কোনও পুজো সেভাবে না করলেও রামকৃষ্ণদেব, সারদা মা, বিবেকানন্দকে সিংহাসনে সাজিয়ে নিজে রোজ পুজো করতেন। ওঁর বেডরুমের সঙ্গে লাগোয়া ছিল ঠাকুরঘর। সাধনা তাঁর কাছে ছিল জীবনের বিরাটত্ব। ওঁর অন্তরাল জীবনও তো এক সাধনা। তবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুজো করতেন না সুচিত্রা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলে 'পোশন পখওয়াদা ২০২৬' এবং 'টিবি মুক্ত ভারত অভিযান - ১০০ দিনের প্রচার' পালন

কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক প্রতি বছর বিভিন্ন অংশীজনদের সহযোগিতায় পুষ্টিগত

ফলাফলের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে 'পোশন পখওয়াদা' পালন করে থাকে। 'পোশন পখওয়াদা'-র অষ্টম সংস্করণটি ০৯ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে। তাছাড়া, বর্তমানে চলমান এই কার্যক্রমগুলি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক কর্তৃক ২৪ মার্চ ২০২৬-এ সূচিত 'টিবি মুক্ত ভারত অভিযান - ১০০ দিনের প্রচার'-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যার মূল লক্ষ্য হলো যক্ষ্মা নির্মূলের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করা। উপরোক্ত উদ্যোগগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে, গত ১৯.০৪.২০২৬ তারিখে দক্ষিণ পূর্ব রেলের গার্ডেন রিচ এলাকায়, রেলের চিকিৎসা বিভাগের তত্ত্বাবধানে একটি 'সচেতনতা পদযাত্রা' সফলভাবে আয়োজিত হয়। এই পদযাত্রার সূচনা করেন দক্ষিণ পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক অনিল কুমার জৈন তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন প্রধান মুখ্য চিকিৎসা অধিকর্তা অঞ্জনা মালহোত্রা এবং অন্যান্য বিভাগের প্রধানগণ। এই কর্মসূচিতে রেলের আধিকারিক ও কর্মীগণ, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড এবং SERSA-এর প্রতিনিধিরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের এই অংশগ্রহণ পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারের লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত অঙ্গীকারকেই তুলে ধরেছে। পদযাত্রা চলাকালীন বিভিন্ন স্থানে পুষ্টি (পোশন) এবং যক্ষ্মা সচেতনতা বিষয়ক মূল বার্তাগুলিকে কেন্দ্র করে দুটি 'নুক্কড় নাটক' (পথনাটিকা) পরিবেশিত হয়। এই নাটকগুলি সাধারণ মানুষকে কার্যকরভাবে আকৃষ্ট করে এবং জনসমাজে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ওয়াকাথন (পদযাত্রা) ছাড়াও, কমিউনিটির অংশগ্রহণ ও প্রচারের পরিধি বাড়াতে বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ১.৫ থেকে ৩ বছর এবং ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক খেলাধুলা মায়েদের জন্য সচেতনতামূলক অধিবেশন-যেখানে শিশুর পুষ্টি, প্রারম্ভিক উদ্দীপনা এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'পোষণ অভিযান' (জাতীয় পুষ্টি মিশন)-যা ২০১৮ সালের ৮ মার্চ চালু করা হয়েছিল-হলো ভারত সরকারের একটি প্রধান কর্মসূচি। এর মূল লক্ষ্য হলো একটি সুসংহত ও প্রযুক্তি-নির্ভর পদ্ধতির মাধ্যমে শিশু, গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টিগত অবস্থার উন্নতি ঘটানো। ২০২৬ সালের 'পোষণ পক্ষ'-এর মূল প্রতিপাদ্য হলো জীবনের প্রথম ছয় বছরে মস্তিষ্কের বিকাশকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো পরিবার ও কমিউনিটির মধ্যে এমন সব অভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা, যা শিশুর সুস্থ বৃদ্ধি, প্রারম্ভিক শৈশবের যত্ন এবং একেবারে শৈশবাবস্থায় মস্তিষ্কের সর্বোত্তম বিকাশে সহায়তা করে। এই প্রচারাভিযানটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রের ওপর জোর দেয় যেমন-মা ও শিশুর পুষ্টি, প্রারম্ভিক উদ্দীপনা (০-৩ বছর), খেলাচ্ছলে শিক্ষা (৩-৬ বছর), স্ক্রিন-টাইম বা ডিজিটাল পর্দার সামনে কাটানো সময় কমিয়ে আনা এবং কমিউনিটি বা সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

যার হাত ধরে একসময় রাজনীতিতে এসেছিলেন এবার তাঁরই বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এই প্রার্থী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২০ এপ্রিল ঃ বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদের সুতি বিধানসভা কেন্দ্রে এবছর কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর মধ্যে এক অদ্ভুত লড়াই। সুতির বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস এবছরও ওই কেন্দ্রে শাসক দলের প্রার্থী। অন্যদিকে ইমানি বিশ্বাস একসময় যার হাত ধরে রাজনীতিতে এসেছিলেন সেই আলফাজউদ্দিন বিশ্বাস এবছর কংগ্রেসের প্রতীকে সুতি বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াই করছেন। রাজনীতির 'গুরু- শিষ্যের' এই লড়াই সুতি বিধানসভা কেন্দ্রের সকলের কাছে আকর্ষণের এক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতি বিধানসভা কেন্দ্রে বরাবরই বাম এবং কংগ্রেস প্রার্থীদেরই দাপট থেকেছে। ২০২১ সালের নির্বাচনে ইমানি বিশ্বাস সুতি বিধানসভায় প্রথম তৃণমূলের খাতা খুলতে সক্ষম হন। তবে বিধায়ক হিসেবে ইমানির যাত্রা শুরু হয়েছিল কংগ্রেসের হাত ধরে। ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসের প্রতীকে সুতি বিধানসভা আসন থেকেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার একসময়ের বিখ্যাত বিড়ি ব্যবসায়ী ইমানি বিশ্বাসের সক্রিয় রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল একসময় সুতি-২ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আলফাজউদ্দিন বিশ্বাসের হাত ধরে। পর্দার আড়ালে থেকে বিড়ি শ্রমিকদের ভোট নিয়ন্ত্রণ করা ইমানি বিশ্বাসকে ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নিজেদের দলের প্রার্থী করে। তার আগে ওই আসন থেকে পরপর দু'বার আরএসপি প্রার্থী জানে আলম মিঞা জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমবার নির্বাচনে লড়তে নেমেই আলফাজউদ্দিন বিশ্বাসের বুদ্ধি এবং ইমানি বিশ্বাসের বিড়ি শ্রমিকদের ভোট নিয়ন্ত্রণ করার 'যুগলবন্দি' কংগ্রেসকে জয় এনে দেয় ওই আসনে। এরপর মুর্শিদাবাদে গঙ্গা এবং পদ্মা নদী দিয়ে জল যত গড়িয়েছে ততই ইমানি বিশ্বাসের সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব বেড়েছে। ২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের অনেক আগে দলবদল করেছিলেন ইমানি বিশ্বাস। তবে কংগ্রেস ছেড়ে যাননি আলফাজউদ্দিন। পর্দার পেছনে থেকে রাজনীতি করতে বেশি সাবলীল আলফাজউদ্দিন ২০১৬ সালের নির্বাচনেও সুতি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন রেজার জয়ের পিছনে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে দলের ভেতরে অনেকে মনে করেন। তবে ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর সুতির মাটি কামড়ে পড়েছিলেন ইমানি বিশ্বাস। সেখানে ধীরে ধীরে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন তিনি তৈরি করেছেন। ইমানি বিশ্বাসের স্ত্রী বর্তমানে সুতি-২ সমিতির সভাপতি পদে রয়েছেন। অন্যদিকে সাংগঠনিক শক্তিতে কিছু কম যান না কংগ্রেস প্রার্থী আলফাজউদ্দিন বিশ্বাস। তিনিও একসময় সুতি- ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও দীর্ঘ সময় সুতি -২ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি এবং জঙ্গিপুর মহকুমা কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তার ফলে সুতি বিধানসভা এলাকার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দলের সংগঠনের খুঁটিনাটি তাঁর নখ দর্পণে। গত ৫ বছরে সুতি বিধানসভায় এলাকায় শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং রাস্তাঘাটের উন্নয়ন নিয়ে তৃণমূল যে কাজ করেছে ইমানি বিশ্বাস সেই সবই ভোট প্রচারে তুলে ধরছেন। তবে ইমানির 'পথের কাঁটা' হতে পারেন তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী রুবিয়া সুলতানা। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়ার সঙ্গে ইমানি বিশ্বাসের সম্পর্ক একদম আদায় -কাঁচকলায়। তৃণমূল প্রার্থীর কোনও প্রচারে সভাধিপতিকে দেখতে পাওয়া যায়নি। তৃণমূল প্রার্থীর ভোট প্রচারে 'আমন্ত্রণ' না পেয়ে সমাজ মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন রুবিয়া। ভোটের আগে সভাধিপতির 'ক্ষোভ' তৃণমূলের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে বলে অনেকেরই মত। কংগ্রেস প্রার্থী আলফাজউদ্দিন বিশ্বাস নিজের প্রচারে এলাকার সমস্যা, বিড়ি শ্রমিকদের দুরাবস্থা এবং ঐতিহ্যবাহী তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসের তা সাধারণ মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তবে ভোটের ময়দানে কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নন। রাজনৈতিক গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক শিকেয় তুলে এখন দু'জনেই পরস্পরের বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন। তবে রাজনৈতিক গুরু শিষ্যের এই লড়াইয়ে সুতির সাধারণ ভোটাররা কোন দিকে যান তা জানতে সকলকে ৪- মে ইভিএম বাক্স খোলার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

তারাপীঠের পরিষেবা নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ! আক্ষেপ পর্যটক-স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তারাপীঠ, ২০ এপ্রিল ঃ রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম এক সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ মা তারার মন্দির। প্রত্যেকদিন হাজার হাজার পর্যটকদের সমাগম ঘটে এই মন্দির চত্বর জুড়ে। নেতা থেকে মন্ত্রী, বাংলা চলচ্চিত্র জগতের নায়ক -নায়িকা বাদ যান না কেউই। মা তারার কাছে পুজো দেন। তবে এই সিদ্ধপীঠ-তারাপীঠের গা-বেয়ে চলে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী দ্বারকা নদ সংস্কারের কারও কোনও হেলদোল নেই। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে প্রায় জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে এই নদ। ২০১৯ সালে দূর-দূরান্ত থেকে আগত পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে এই নদে ঘটা করে 'বিশ্ব বাংলা ঘাট', সন্ধ্যারতি, উন্নত প্রযুক্তির লাইটিং সিস্টেম প্রভৃতি চালু হয়েছিল। তবে বর্তমানে সেই সব অতীত এখন সেই দ্বারকা ঘাট তালাবন্ধ। দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ থাকায় জং ধরেছে। ভোট আসে ভোট যায় তবে এই ঘাট নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই বলে জানান এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। সারা বছরের পরিসংখ্যান ধরতে গেলে প্রত্যেক বছর প্রায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ঢল নামে তারাপীঠে। কিন্তু, কেউ নোংরা আবর্জনায় পরিপূর্ণ দ্বারকা নদে পবিত্র স্নান করতে পারেন না। ভক্তদের বিশ্বাস এই নদীতে স্নান করে মা তারার পুজো দিলে মা তারা সকল মনস্কামনা পূর্ণ করেন। তবে এই নদে পূর্ণ স্নান করা হয়ে ওঠে না ভক্তদের। ভোট এলেই যথারীতি ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতিই মেলে। যার ফলে দীর্ঘদিনের আক্ষেপ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তারাপীঠ মন্দিরের সেবায়েত ও হোটেল ব্যবসায়ী বলেন, 'দ্বারকা নদ কোনওদিন সংস্কার হয় না। মনে হয় না এই সরকার থাকাকালীন আর সংস্কার হবে। তবে এই দ্বারকা নদ সংস্কার হবে, চেক ড্যাম্প তৈরি করা হবে এমন নানান ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। বর্তমানে নদের অবস্থা বেহাল, এই নদে কেউ স্নান করা তো দূরের কথা তাকাতেও পারেন না এমনই খারাপ অবস্থায় রয়েছে এই নদ। স্নানের ঘাট দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ঠিক বর্ষার আগে সংস্কারে হাত লাগিয়েছিল। বর্ষায় দুই কোটি টাকা সংস্কারের নামে কার্যত জলে গেল।' এই দ্বারকা নদের সম্বন্ধে ঘাঁটলে জানা যায় ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগনা এলাকা থেকে উৎপত্তি এই পবিত্র দ্বারকা নদের। সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে বীরভূমে প্রবেশ করেছে। দেউচা, ময়ূরেশ্বর, তারাপীঠ হয়ে মুর্শিদাবাদে গিয়ে ভাগীরথী নদীতে মিশেছে এই দ্বারকা নদ। প্রায় ১৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদ। এই নদ তারাপীঠের ঐতিহ্য বহন করে। তবে বর্তমানে এই নদের এহেন অবস্থা দেখে কার্যত নিরাশ এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পর্যটকেরা।

'নিখোঁজ' পোস্টার, পূর্ব পাঁশকুড়ায় রাজনৈতিক চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব পাঁশকুড়া, ২০ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ লগ্নে পূর্ব মেদিনীপুরের পূর্ব পাঁশকুড়া এলাকায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়াল তমলুকের সাংসদ অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়-কে ঘিরে 'নিখোঁজ' পোস্টার পড়াকে কেন্দ্র করে। জশাড় গ্রাম ও সংলগ্ন জশাড় ব্রিজ এলাকায় রাতের অন্ধকারে একাধিক পোস্টার পড়ে থাকতে দেখা যায়, যেখানে লেখা ছিল 'মিসিং বিজেপি এমপি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়'। স্থানীয়দের অভিযোগ, পূর্ব পাঁশকুড়া বিধানসভা কেঃেদ্র বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মাইতি-র সমর্থনে প্রচারে সাংসদকে একবারও দেখা যায়নি। সেই কারণেই এই পোস্টার পড়েছে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে। যদিও পোস্টারে কারা এই বার্তা দিয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

পরিকাঠামো ও ট্র্যাক আধুনিকীকরণে ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২০ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এ ট্র্যাক আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে এবং তার ইতিহাসে একাধিক নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে। এই সাফল্যগুলি পরিচালনগত দক্ষতা, যাত্রী সুরক্ষা এবং পরিকাঠামোগত নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন। অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এর তৃতীয় প্রান্তিকে, ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ড পরীক্ষার জন্য 'ফেজড অ্যারে আল্ট্রাসনিক টেস্টিং' (পিএইউটি)-এর সূচনার মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। এই পদক্ষেপের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, ২০২৫-২৬ সালে মোট ৫৩,৫৪৪টি ওয়েল্ড পরীক্ষা করা হয়, যার ফলে উন্নত পরিদর্শন কৌশলের মাধ্যমে ট্র্যাকের সুরক্ষা ও নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে মজবুত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্র্যাক নবীকরণ ইতিহাসে সর্বোচ্চ অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং ২০২৫-২৬-এর সময়কালে ৪৫৭টি সিটিআর (কমপ্লিট ট্র্যাক রিনিউয়াল) ইউনিট সম্পন্ন করেছে। এটি গত বছরের ৩৪৩.০৮ সিটিআর ইউনিটের তুলনায় ৩৩.০৭ শতাংশ অধিক। এ ছাড়াও, ৪৪৯.৪২ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম) রেল নবীকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে-যা এই জোনের ইতিহাসে আরেকটি রেকর্ড। স্লিপার নবীকরণের পরিমাণ ৪৬৫.০২ টিকেএম-এ পৌঁছেছে, যা ৫০২ টিকেএম-এর বার্ষিক লক্ষ্যের দিকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিরই প্রতিফলন। ট্র্যাক কাঠামোকে আরও সুদৃঢ় করতে, এই বছরে রেকর্ড পরিমাণ ৯.৫৭ লক্ষ ঘনমিটার ব্যালাস্ট সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে-যা গত বছরের ৯.০১ লক্ষ ঘনমিটারের তুলনায় ৬ শতাংশ অধিক। এই উন্নয়ন রাইডিংয়ের মান এবং সামগ্রিক ট্র্যাক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ট্র্যাক ফিটিংস রিনিউয়াল কাজও প্রত্যাশা থেকে অধিক হয়েছে এবং ২০৫ কিলোমিটারের লক্ষ্যের বিপরীতে ২৯৯.৬১ কিলোমিটারের সামগ্রিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে-যা লক্ষ্যমাত্রার থেকে ৪৬.১৫ শতাংশ অধিক। এর মধ্যে, ৪,৩১২টি পয়েন্ট ট্যাম্প করা হয়েছে, যা ৪,১৫০-এর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৩.৯ শতাংশ অধিক এর ফলে ট্রেনের চলাচল আরও সুগম হয়েছে ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। ৩৯টি স্টেশনে লুপ লাইনের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৩০ কিলোমিটার করার ফলে পরিচালনগত দক্ষতায় আরও উন্নতি হয়েছে, যা গত বছরের ২১টি স্টেশনের অগ্রগতির মাত্রাকেও অতিক্রম করেছে। এছাড়াও, ২৫৮টি টার্নআউটের ডীপ স্ক্রিনিং সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৪৭.৪৩ শতাংশ অধিক হয়েছে এবং ট্র্যাকের স্থিতিস্থাপকতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্র্যাক সেফটি মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে, আল্ট্রাসনিক ফ্ল ডিটেকশন (ইউএসএফডি) পরীক্ষা ২০,২১২.৬১ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা অতিক্রম করেছে, যা ১৯,২১৭ কিলোমিটারের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা থেকে অধিক। উত্তর-পূর্ব

সীমান্ত রেলওয়ে ২৩টি ট্র্যাক লেআউটকেউ সফলভাবে সংশোধন করেছে, যার ফলে তার নির্ধারিত লক্ষ্যকে অতিক্রম করেছে এবং পরিচালনগত সুরক্ষা ও নমনীয়তার উন্নতি ঘটেছে। সুরক্ষা পরিকাঠামোকে ১৫৪.৫৩ কিলোমিটার দৈর্ঘের সুরক্ষা বেড়া স্থাপনের ফলে এক বিশাল গতি প্রাপ্ত হয়েছে, যা ১০০ কিলোমিটারের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৫৪.৫৩ শতাংশ অধিক। এই পদক্ষেপ অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ এবং সুরক্ষিতভাবে রেল চলাচল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই রেকর্ড-ভাঙা সাফল্যগুলি উন্নত প্রযুক্তিঃ গ্রহণ, পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং সমগ্র অঞ্চলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নিরাপদ ও অধিকতর দক্ষ রেলসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকেই তুলে ধরে।

ভোটের মুখে ঝাড়গ্রামে হাতির উপদ্রবকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২০ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের ঠিক মুখে জঙ্গলমহলে ফের হাতির উপদ্রবকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রবিবার গভীর রাতে ঝাড়গ্রাম শহরের রাস্তায় একটি শাবক-সহ তিনটি হাতিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। রাতের নির্জনতায় স্ট্রিট লাইটের আলোয় হাতি দম্পতির সেই 'নাইটওয়াক'-এর দৃশ্য সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হলেও, জনবসতি এলাকায় হাতির প্রবেশ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বন দফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাত দুটো নাগাদ জামবনি ব্লকের পরিহাটি রেঞ্জের কুশবনির জঙ্গল থেকে দুটি পূর্ণবয়স্ক হাতি ও একটি শাবক দহিজুড়ি হয়ে ঝাড়গ্রাম শহরে ঢোকে। হাতিগুলি পুরসভার খুব কাছ দিয়ে বাছুরডোবা হয়ে কদমকাননের দিকে যাওয়ার পথে খাবারের খোঁজে দুটি বাড়ির পাঁচিল ভেঙে দেয়। পরে সেগুলি শুশনিগেড়িয়ার জঙ্গলে চলে যায়। দিনের বেলায় এই ঘটনা ঘটলে বড়সড় বিপদ হতে পারত বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম জানান, হাতিগুলি নিজস্ব গতিতে শহরে চলে এসেছিল, পরে সেগুলিকে জঙ্গলের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ৩২টি হাতির একটি দলকে বেলপাহাড়ির কাঁকড়াঝোড় হয়ে ঝাড়খণ্ডের দলমা রুটে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, মেদিনীপুর ডিভিশন থেকে আসা প্রায় ৩০ টি হাতির একটি দল খড়্গপুর ডিভিশনের সাঁকরাইল ব্লকের ইটামারো গ্রামে ঢুকে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। হাতির হানায় ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় সোমবার বনকর্মীদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। পরে বিট অফিস থেকে আধিকারিকরা এসে ক্ষয়ক্ষতির তদন্ত ও দ্রুত ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ ওঠে। জঙ্গলমহলে ভোট হতে আর মাত্র ৭২ ঘণ্টা বাকি। তার আগে ঝাড়গ্রাম শহর ও সংলগ্ন গ্রামগুলিতে হাতির এই অবাধ বিচরণ সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

নার্সিংহোমে ভয়াবহ আগুন, আতঙ্কে রোগী-পরিজন! অসুস্থ দমকলকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২০ এপ্রিল ঃ বর্ধমানের নবাবহাটে ভরদুপুরে একটি নার্সিংহোমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত ওই নার্সিংহোমে আচমকাই আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা ভবন, আর তাতেই আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন কর্মী, রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ছুটে আসে দমকল বাহিনী। তবে উদ্ধারকাজে নামতে গিয়ে এক দমকলকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানা গেছে। নার্সিংহোম সূত্রে খবর, ঘটনার সময় সেখানে প্রায় ২০ জন রোগী ভর্তি ছিলেন। দুপুরবেলা রোগীদের খাবার দেওয়ার কাজ চলছিল, ঠিক তখনই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। হঠাৎ আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই চারদিকে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়ায় ভরে যায় ভেতরের পরিবেশ, ফলে দ্রুত রোগীদের বাইরে বের করে আনার তৎপরতা শুরু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এবং আশপাশের অন্যান্য নার্সিংহোমের কর্মীরাও ঝাঁপিয়ে প।নে উদ্ধারকাজে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই একে একে রোগীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে ওই রোগীদের এলাকার একাধিক নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে জানা যায়। বর্ধমান নার্সিংহোম অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য আনিসুর মণ্ডল জানান, কী কারণে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে দ্রুততার সঙ্গে রোগীদের উদ্ধার করা সম্ভব হওয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বলেই মনে করছেন তিনি। তিনি আরও জানান, এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত রোগীদের চিকিসার জন্য কোনও অতিরিক্ত খরচ নেওয়া হবে না। তাঁদের সুস্থ করে তোলাই এখন প্রধান লক্ষ্য। আনিসুর মণ্ডলের কথায়, রোগীরা আগে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরুন, সেটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় এখনও আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। দমকল বাহিনী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেও কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনও পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

আগামী দিনের পরিকল্পনা ইস্তেহার আকারে প্রকাশ করলেন শিবপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২০ এপ্রিল ঃ শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আগামী দিনের পরিকল্পনা ইস্তেহার আকারে প্রকাশ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মানুষ তাঁকে বিধায়ক নির্চাচিত করলে আগামী দিনে শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কি কি উন্নয়নমূলক কাজ হবে তা ইস্তেহার আকারে প্রকাশ করলেন শিবপুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জি। সোমবার সন্ধ্যায় ইছাপুর ড্রেনেজ ক্যানেল রোডে ইন্দ্রপুরী অ্যাপার্টমেন্টে দলীয় নির্বাচনী কার্যালয়ে এই নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেন তিনি। ইস্তেহারে শিবপুরের নাগরিক পরিষেবার উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইস্তেহারে বলা হয়েছে, জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ৪৭-৫০ নম্বর ওয়ার্ডে জলের পাইপলাইন বসানো হবে, যা ১,০০,০০০-এর বেশি মানুষকে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করবে। এর পাশাপাশি রামরাজাতলা এবং সুকান্ত কলোনির (ওয়ার্ড ৫০) বাসিন্দাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে একটি রেল আন্ডারপাস নির্মাণ করা হবে। এছাড়া কদমতলা বাজার উন্নত পরিকাঠামোর সাথে সম্প্রসারিত ও মানোন্নয়ন করা হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ইংরেজি মাধ্যম পাঠ্যক্রম চালু করা হবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বেলগাছিয়া কুঞ্জপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নীত করা হবে, যার মধ্যে একটি নতুন মেটারনিটি হোমও থাকবে। এর পাশাপাশি জল সঞ্চয় পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে একাধিক ভূগর্ভস্থ জলাধার , ওভারহেড জলাধার এবং বুস্টিং স্টেশন নির্মাণ করা হবে। এছাড়া জল জমা সমস্যা মেটাতে শিবপুরের কিছু এলাকায় জল জমা সমস্যার সমাধান করা হবে। এছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবায় ছানিমুক্ত বালি এই স্লোগানকে সম্প্রসারিত করে ছানিমুক্ত শিবপুর করা হবে। অর্থাৎ ছানির জন্য শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের একজন মানুষও যেন দৃষ্টিশক্তি না হারান, তা বাস্তবায়িত করা হবে। এছাড়া জরুরি পরিষেবা হিসেবে এলাকার পরিষেবা অভাব দূর করতে একটি নতুন ফায়ার স্টেশন এবং রেশনিং অফিস নির্মাণ করা হবে। উল্লেখ্য এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জি ছাড়াও ভাস্কর ভট্টাচার্য, দেবাংশু দাস, মহেন্দ্র শর্মা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভোটের ডিউটিতে এসে মুর্শিদাবাদে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২০ এপ্রিল ঃ রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের জন্য ডিউটি করতে এসে নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে মুর্শিদাবাদের শক্তিঃপুর থানার অন্তর্গত বাজার সৌ হাইস্কুলে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই জওয়ান বর্তমানে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে আহত ওই জওয়ানের নাম আর কৃষ্ণমূর্তি (৩৬)। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সিআরপিএফ বাহিনীতে কর্মরত আর কৃষ্ণমূর্তি ভোটের ডিউটি করার জন্য ভিন রাজ্য থেকে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। নিজের ব্যাটেলিয়নের অন্য জওয়ানদের সঙ্গে কৃষ্ণমূর্তি শক্তিপুর থানার অন্তর্গত বাজার সৌ স্কুলে থাকতেন। সোমবার সকালে ডিউটিতে বার হওয়ার কিছুক্ষণ আগে বাহিনীর পোশাক পরা অবস্থায় হঠাৎই ইনসাস রাইফেল থেকে নিজের মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালান ওই জওয়ান। তবে বন্দুকটি কেঁপে যাওয়ায় গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং বুলেটটি কাঁধের ভেতরে একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিকে দিয়ে বেরিয়ে যায় বলে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের থাকার জায়গার গুলি চালানোর শব্দে শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকায়। সূত্রের খবর, সিআরপিএফ-এর জাওয়ানরাই আহত কৃষ্ণমূর্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বেলডাঙা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ওই জওয়ানের শরীরে এখন আর কোনও বুলেট বিঁধে নেই, সেটি বেরিয়ে গেছে। ওই জওয়ানের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল রয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি পারিবারিক কোনও সমস্যার কারণে ওই জওয়ান মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি নিজের ইনসাস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

কংগ্রেসের নির্বাচনী জনসভা .. বক্তব্য রাখলেন সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২০ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের শেষ লগ্নে এসে কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে কোচবিহারে এলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে । সোমবার হেলিকপ্টারে চেপে কোচবিহার বিমানবন্দরে নামার পর সেখান থেকে সড়কপথে হরিণ চওড়া এলাকায় কংগ্রেসের সভা মঞ্চে উপস্থিত হন তিনি। এদিন সেখানে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে ছাড়াও ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা সুদীপ রায় বর্মন সহ আরো অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন মূলত কোচবিহার জেলার নয়টি আসনের কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করতে কোচবিহারে আসেন মল্লিকার্জুন খার্গে। এদিন সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা বলেন, বিজেপি আজ মহিলাদের জন্য মায়া কান্না কাঁদছে। অথচ কংগ্রেসই প্রথম মহিলা সংরক্ষণের সূত্রপাত করেছিল। নরেন্দ্র মোদী চাইলেই মহিলাদের সংরক্ষণ করতে পারতেন। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করে তিনি বলেন, বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই তাই এ রাজ্যে শান্তি ভঙ্গ করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। যেভাবে মোদি নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে এসে প্রচার করছেন তিনি কি এর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে চান নাকি দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকতে চান। সেই প্রশ্নও তোলেন মল্লিকার্জুন খার্গে। এদিনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা এবং কৃষকদের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যু দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। এদিন কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এদের ডাবল ইঞ্জিন সরকার ফেল হয়ে গেছে। এখন ইলেকট্রিকের ইঞ্জিন চলে কয়লার ইঞ্জিন চলেনা। তা আর আপনাদের ডাবল ইঞ্জিন ফেল হয়েছে। এদিন ইলেকশন কমিশনকে নিশানা করে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদি ইলেকশন কমিশনকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একদিকে বিজেপি সরকারকে যেমন নিশানা করেন তেমনি তৃণমূল কংগ্রেসকেও নিশানা করেন তিনি। দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট চাইতে গিয়ে তিনি বলেন, শুধুমাত্র আপনাদের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য ২৫০০ কিলোমিটার দূর থেকে আমি

এসেছি। কেউ ভয় পাবেন না ভয়ের কিচ্ছু নেই। এদিন মল্লিকার্জুনের গলায় বাংলাকে সোনার বাংলা গড়ার কোথাও শোনা যায়। এদিন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতার নির্বাচনী জনসভা কে কেন্দ্র করে কড়া পুলিশের নিরাপত্তা লক্ষ্য করা যায় কোচবিহারের হরিণ চওড়া এলাকায়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/ টিআরডি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৬-২৭-০৩, তারিখঃ ১৭.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণঃ** "ইউ টাইপ রিটেইনিং ওয়াল, সাম্প, পাম্প এবং অ্যাপ্রোচে কভার শেড-এর সংস্থান সহ ২x২.৫x৩.৫মি.+১x৩.৫x৫.৫মি. বক্স সাইজের আরইউবি নির্মাণের মাধ্যমে সাঁতরাগাছি-শালিমারের মাঝে এলসি এসএস১-এর অপসারণ"-এর জন্য বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৪,২০,১৮৮.৬০ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২৮,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **খোলার তারিখঃ** ১১.০৫.২০২৬। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **জমার তারিখ ঃ** ১১.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-62)**

Notice

Suvankar Haldar, Turapara, Word No. 9, P.O+PS-Nabadwip, Dist. Nadia Pin- 741302 I am Independent Candidate General Election to the Lagislative Assembly 2026, West Bengal 84, Nabadwip AC. I Suvankar Haldar a candidate for the above mentioned election, declare for the public information the following details about my criminal antecedents (1) Nabadwip PS Case No. 98/20, Date exactly not known, Judicial Magistrate Nabadwip court U/S 188 IPC, 32 PA, 5/6 (Air prevention and control of pollution act) (case status:- Charge) (2) PS case no. 71/19 Dt. 25/06/19 u/s 448,354A, 323,307,506,34ipc. Case Status :- Appearence, Judicial magistrate Nabadwip court. Alleged house tresspass, voluntary causing hurt, attempt to murder, criminal intimation. (3) PS case no. 34/18 Dt. 27/01/18 (status- charge) Judicial magistrate Nabadwip Court. U/s 147,149,332,333,353,307,427,506 ipc. Case Status:- Charge Alleged agitation before Nabadwip PS (4) GR no. 255/2018 Date exactly not known, Judicial Magistrate Nabadwip Court Case Status -Charge, u/s 341,186,332,506,34 IPC Protest for student admission at Nabadwip vidyasagar college. (5) GR 602/14, Date exactly not known Judicial Magistrate, Nabadwip Court. U/S 354D/ 506 IPC Case Status-Evidence, Alleged Facebook Contact.(6) Maidan PS case no. 35/24 Date:- 27/01/2014, 16 th judicial magistrate Kolkata, Bankshall Court U/S 189,191,190,1,132,109,326,61 BNS, 3PDPP Act. Case Status - Appeaaence, Assembled to protest against RG Kar incident against the failure of administration. (7)Hare street PS case no. 265/2018 Date-25/09/2018, 18th Judicial Magistrate Kolkata, Bankshall court. Case Status:- Appearance, U/S 143,145,149,283 IPC Alleged Unlawfull assembly public road block (B) Details About Cases of Conviction for criminal offence :- Not Applicable, Not Applicable, Not Applicable

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬০৬, তারিখ ১৭.০৪.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং : এসডিএসটিই/সিগ/টি/ ০২/২৬-২৭/ক্যাপ,আরআরএসকেএসএফ। অবস্থানসহ কাজের নাম:** (১) শিয়ালদহ ডিভিসনে এএসটিই/আরএইচএ-র শাখায় ইন্টারলকড গেটগুলিতে (ওএসএল) আরটিইউ-এর ব্যবস্থা। (২) শিয়ালদহ ডিভিসনের রানাঘাট-লালগোলা, রানাঘাট-গেদে, রানাঘাট-মাঝেরগ্রাম, কালীনারায়ণপুর-শান্তিপুর, শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর-আড়ংঘাটা শাখায় ৪৮এফ ওএফসি-র ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৯,৩৪,৮১,৫৪৪.৮১ টাকা। **বায়নামূল্য / বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ১৮,৬৯,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ:** ২৯.০৪.২০২৬। **টেন্ডার জমা করার শেষ তারিখ:** ১৩.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ১৩.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে :** www.ireps.gov.in **কারিগরী যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতাকে গত ৭ (সাত) বছরে নিম্নলিখিত কাজের যে কোনও একটি অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে বা যথেষ্ট পরিমাণে সম্পন্ন করতে হবে, যেটি দরপত্র আহ্বান করা মাসের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত হয়েছে : (১) তিনটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (২) দুটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (৩) একটি অনুরূপ কাজের মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার 'ভি/এন' অথবা 'ভি', যেটি কম হবে, হতে হবে; যেখানে 'ভি' অর্থাৎ টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকায়, 'এন' অর্থাৎ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য দর আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদানের" গড় হিসেবে গণনা করা হবে। যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে তাহলে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি (এই টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত/চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নিকট থেকে শংসিত যথাযথভাবে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট দ্বারা সমর্থিত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটের কপি জমা করতে হবে। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবে :** টেন্ডার নথিপত্র অনুযায়ী। **সমপ্রকৃতির কাজ :** ডেটালগার অথবা আরটিইউ সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ অথবা যে কোনও সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজ যাতে থাকবে ইআই অথবা আরআরআই অথবা পিআই অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা ইয়ার্ড সংশোধন অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি অথবা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সল কাউন্টার (এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি অথবা এইচএএসএসডিএসি)। **দ্রষ্টব্য:** টেন্ডারদাতাকে দরপত্রের প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত তাঁর/তাঁদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা প্রমাণপত্রের সমর্থনে নথিপত্র/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নে অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। (SDAH-14/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway

@easternrailwayheadquarter

দেশ-বিদেশ

বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে কর্মী ধরে রাখার জন্য কাউন্টার-অফার দেওয়া খুব সাধারণ একটি কৌশল

বেঙ্গালুরুঃ একজন প্রযুক্তি খাতের মধ্য-স্তরের পেশাজীবীর জীবনে যা একসময় ছিল পেশাগত সাফল্যের উজ্জ্বল মুহূর্ত, তা মাত্র চার মাসের ব্যবধানে পরিণত হলো আকস্মিক বেকারত্বে। ৯০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির একটি আকর্ষণীয় কাউন্টার-অফার গ্রহণ করার পরও চাকরি হারানোর এই ঘটনা কর্পোরেট জগতে আস্থা, বিশ্বস্ততা এবং কর্মী-নিয়োগকর্তার সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ঘটনার শুরুটা ছিল একেবারেই আশাব্যঞ্জক। সংশ্লিষ্ট কর্মীটি সম্প্রতি অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে একটি লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব পেয়েছিলেন, যেখানে শুধু বেশি বেতনই নয়, উন্নত ক্যারিয়ার গ্রোথের সুযোগও ছিল। তিনি তাঁর বর্তমান প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দিলে পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নেয়। কোম্পানির মানবসম্পদ বিভাগ দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে তিনি প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু কথার আশ্বাসেই সীমাবদ্ধ থাকেনি প্রতিষ্ঠানটি। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁকে দেওয়া হয় এক চমকপ্রদ কাউন্টার-অফার- বর্তমান বেতনের তুলনায় প্রায. ৯০ শতাংশ বেশি। এই বিশাল আর্থিক প্রস্তাবের সঙ্গে ছিল প্রশংসা, গুরুত্বের স্বীকৃতি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আশ্বাস। স্বাভাবিকভাবেই কর্মীটি দ্বিধায় পড়ে যান। শেষ পর্যন্ত তিনি নতুন চাকরির সুযোগটি প্রত্যাখ্যান করে বর্তমান প্রতিষ্ঠানেই থাকার সিদ্ধান্ত নেন। সহকর্মীরা তাঁকে অভিনন্দন জানায়। অনেকেই মনে করেছিলেন, এটি তাঁর দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতার স্বীকৃতি। এমন একটি বড় বেতন বৃদ্ধি সাধারণত খুব কমই দেখা যায়, বিশেষ করে শুধুমাত্র কাউন্টার-অফারের মাধ্যমে। ফলে ঘটনাটি অনেকের কাছেই

অনুপ্রেরণাদায়ক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এই আনন্দ স্থায়ী হয়নি। মাত্র চার মাস পর, কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন এবং খরচ কমানোর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তাঁকে জানানো হয় যে তাঁর পদটি আর প্রয়োজনীয় নয়। অর্থাৎ, তাঁর ভূমিকা 'রিডানড্যান্ট' ঘোষণা করা হয়েছে। হঠা করেই তিনি চাকরিহীন হয়ে পড়েন।

এই সিদ্ধান্ত তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করে। যে প্রতিষ্ঠান কয়েক মাস আগেই তাঁকে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছিল, সেই প্রতিষ্ঠানই এখন তাঁকে বিদায় জানাচ্ছে। যদিও তাঁকে একটি নির্ধারিত সেভারেন্স প্যাকেজ দেওয়া হয়, তবুও মানসিক ধাক্কা এবং অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ওঠা সহজ ছিল না। এই ঘটনাটি দ্রুত পেশাজীবী মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন-কাউন্টার-অফার কি সত্যিই দীর্ঘমেয়াদে নিরাপদ? নাকি এটি কেবল সাময়িক সমাধান? মানবসম্পদ বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে কর্মী ধরে রাখার জন্য কাউন্টার-অফার দেওয়া খুব সাধারণ একটি কৌশল হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে প্রযুক্তি খাতে, যেখানে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বেশি, সেখানে কোম্পানিগুলো অভিজ্ঞ কর্মী হারাতে চায় না। নতুন কাউকে নিয়োগ করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং কাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো-সব মিলিয়ে এটি ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, এই ধরনের বড় অঙ্কের বেতন বৃদ্ধি সবসময় টেকসই নয়। অনেক সময় এটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বেতন কাঠামোতে অসামঞ্জস্য তৈরি করে। ফলে ভবিষ্যতে সেই কর্মীকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, একজন কর্মী যখন অন্য চাকরির সন্ধানে যান, তখন সাধারণত তার পেছনে কিছু গভীর কারণ থাকে-যেমন কাজের পরিবেশে অসন্তোষ, উন্নতির অভাব, বা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মতবিরোধ। শুধুমাত্র বেতন বৃদ্ধি এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারে না। কিছু ক্ষেত্রে, ম্যানেজমেন্ট কর্মীর পদত্যাগকে তাঁর আনুগত্যে ঘাটতির সংকেত হিসেবে দেখতে পারে। ফলে পরবর্তীতে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বা দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধা তৈরি হতে পারে। যদিও এটি সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তবুও এমন উদাহরণ কম নয়।

ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞরা তাই পরামর্শ দেন যে, কাউন্টার-অফার গ্রহণ করার আগে কর্মীদের উচিত বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করা। শুধুমাত্র বেতন বৃদ্ধি নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে ক্যারিয়ার গ্রোথ, প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতা এবং ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির দিকগুলোও মূল্যায়ন করা জরুরি। একটি নতুন চাকরির সুযোগ প্রায়ই নতুন পরিবেশ, নতুন চ্যালেঞ্জ এবং নিজেকে আরও উন্নত করার সুযোগ নিয়ে আসে। অন্যদিকে, কাউন্টার-অফার অনেক সময় কেবল বর্তমান পরিস্থিতিকে কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখে। কর্পোরেট নেতারাও স্বীকার করছেন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক সিদ্ধান্তই দ্রুত এবং কঠিনভাবে নিতে হয়। বাজারের চাহিদা, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং খরচ কমানোর চাপ-সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মিত তাদের কর্মী কাঠামো পর্যালোচনা করতে হয়। এই বাস্তবতায়, একজন কর্মী যতই দক্ষ বা গুরুত্বপূর্ণ হোন না কেন, ব্যবসায়িক প্রয়োজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবস্থানও অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। এই ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা কর্মীর জন্য এটি ছিল একটি কঠিন শিক্ষা। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে কর্পোরেট জগতে সম্পর্কগুলো অনেকটাই লেনদেনভিত্তিক। যে প্রশংসা এবং আশ্বাস একসময় তাঁকে আশ্বস্ত করেছিল, তা শেষ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। বর্তমানে তিনি নতুন করে চাকরির সন্ধান শুরু করেছেন। তবে তাঁর অভিজ্ঞতা অন্যদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে-কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শুধু তাৎক্ষণিক লাভ নয়, বরং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও বিবেচনা করা উচিত। এই ঘটনাটি আমাদের মনে করিয়েদেয. যে, কর্পোরেট দুনিয়ায় স্থায়িত্ব একটি আপেক্ষিক ধারণা। আজ যা নিশ্চিত মনে হচ্ছে, কাল তা বদলে যেতে পারে। তাই সচেতনতা, পরিকল্পনা।

অনিশ্চয়তার আগুনে রান্নাঘর-পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে ভারতে এলপিজি ব্যবহারে ১৩% পতন

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ভারতের ঘরোয়া জ্বালানি ব্যবহারে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)-এর ব্যবহার প্রায় ১৩ শতাংশ কমে যাওয়ার খবর উঠে এসেছে, যা শুধু জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর চাপই নয়, বরং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয়ের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলছে। ভারত দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর ওপর জ্বালানি আমদানির জন্য নির্ভরশীল। অপরিশোধিত তেল এবং এলপিজির একটি বড় অংশই এই অঞ্চল থেকে আসে। কিন্তু সাম্প্রতিক সংঘাত পরিস্থিতির কারণে সেই সরবরাহ চক্রে দেখা দিয়েছে একাধিক বিঘ্ন। সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনে বাড়তি নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় জাহাজ চলাচল ধীর হয়েছে, বাড়ছে বীমার খরচ, এবং বিলম্বিত হচ্ছে কার্গো পৌঁছানোর সময়। জ্বালানি ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, শুধু পরিবহন খরচ নয়, বরং আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতার কারণে এলপিজির আমদানি মূল্যও বেড়েছে। এর ফলে দেশে এলপিজির ' কস্ট' বা মোট আমদানি ব্যয় বেড়ে গিয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত খুচরো দামের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। সরকার যদিও বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে সাধারণ ভোক্তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ কমানোর চেষ্টা করছে, তবুও বাজারের

স্বাভাবিক গতিশীলতা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এলপিজি সিলিন্ডারের দামে সামান্য বৃদ্ধি হলেও তা নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেটে বড় প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এবং আধা-শহুরে অঞ্চলে এই প্রভাব আরও বেশি স্পষ্ট। অনেক পরিবার এখন সিলিন্ডার রিফিলের সময় বাড়িয়ে দিচ্ছে, অর্থা আগে যেখানে মাসে একবার গ্যাস নেওয়া হতো, এখন তা দেড় বা দুই মাসে একবার করা হচ্ছে। কেউ কেউ আবার জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য রান্নার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনছেন বা অস্থায়ীভাবে কাঠ, কয়লা বা অন্যান্য বিকল্প জ্বালানির দিকে ঝুঁকছেন। বিতরণকারীরা জানাচ্ছেন, গত কয়েক সপ্তাহে গ্রাহকদের এই আচরণগত পরিবর্তন স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। শহরাঞ্চলেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যদিও তুলনামূলকভাবে কম মাত্রায়। অনেক পরিবার অপ্রয়োজনীয় রান্না কমিয়ে দিচ্ছে বা গ্যাস ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করছে। তবে এই ১৩ শতাংশ পতনের পেছনে শুধুমাত্র সরবরাহজনিত সমস্যা দায়ী নয়। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মূল্যবৃদ্ধি, পরিবহন খরচ বৃদ্ধি এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ার ফলে সাধারণ মানুষ তাদের মাসিক বাজেট পুনর্বিন্যাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই প্রেক্ষাপটে এলপিজি একটি এমন খাত, যেখানে স্বল্পমেয়াদে খরচ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ফলে অনেক পরিবার সচেতনভাবে গ্যাসের ব্যবহার কমিয়ে দিচ্ছে। একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ছোট ব্যবসা এবং আতিথেয়তা খাতেও, যেখানে রান্নার গ্যাস একটি বড় অপারেটিং খরচ। ছোট রেস্টুরেন্ট, খাবারের দোকান এবং ক্যাটারিং পরিষেবাগুলো এখন খরচ কমানোর জন্য এলপিজি ব্যবহারে সংযম আনছে। কেউ কেউ বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের কথাও ভাবছে, যদিও তা সবসময় কার্যকর বা পরিবেশবান্ধব নয়।

জ্বালানি অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, এই ধরনের ব্যবহার কমে যাওযা. যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে তা বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। গত এক দশকে ভারত পরিস্কার জ্বালানি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পরিবারকে এলপিজির আওতায় আনা হয়েছে, যাতে তারা কাঠ বা গোবরের মতো দূষণকারী জ্বালানি থেকে দূরে থাকতে পারে। এই অগ্রগতির ফলে শুধু পরিবেশ রক্ষা নয়, বরং জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

NAME CHANGE

I MOTIWALA AFSANABANU IMTIYAZ and AFSHANA IMTIAZ W/O IMTIYAZ MOTIWALA residing at 222 3rd Floor, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AFSANA IMTIYAZ MOTIWALA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 21/05/2022. MOTIWALA AFSANABANU IMTIYAZ and AFSHANA IMTIAZ and AFSANA IMTIYAZ MOTIWALA both are same and identical person.

কানপুর সেন্ট্রাল-আসানসোল-কানপুর সেন্ট্রাল সামার স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ২০ এপ্রিলঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধার জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন ০৪১৬৭। ০৪১৬৮ কানপুর সেন্ট্রাল-আসানসোল-কানপুর সেন্ট্রাল সামার স্পেশাল ট্রেনটি ২১ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কানপুর সেন্ট্রাল থেকে এবং ২২ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে আসানসোল থেকে নিম্নোক্তভাবে পরিচালনা করবে।০৪১৬৭ কানপুর সেন্ট্রাল-আসানসোল সামার স্পেশাল ট্রেনটি ২১ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ১৫.১০ ঘটিকায় ছাড়বে এবং ফতেহপুরে ১৬..২২ ঘটিকায়, প্রাগরাজ জংশনে ১৮.১০ ঘটিকায়, জ্ঞানপুর রোডে ১৯.১৫ ঘটিকায়, বেনারসে ২০.৩০ ঘটিকায় এবং বারাণসী জংশনে পৌঁছাবে। ১০.৩০ টায়। এটি ছাড়বে ২০.৫০ টায়, আন্ধিহার ২১.৫০ টায়, গাজিপুর সিটি ২২.৫০ টায, পরের দিন বালিযা. থেকে ০০.১০ টায, সুরেমানপুর ০১.৩২ টায, ছাপড়া ০৪.৫০ টায়, হাজিপুর থেকে ০৬.৫০ টায়, হাজিপুর থেকে ০৬.০৭ টায শাহপুর থেকে ছাড়বে। ০৮.০৫ টায় বারাউনি, ১০.০২ টায় কিউল, ১১.১০ টায ঝাঝা, ১১.৪৩ টায .জাসিডিহ, ১২.০৭ টায় মধুপুর এবং ১২.৫২ টায় চিত্তরঞ্জন এবং আসানসোল ০১.৫ টায় পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৪১৬৮ আসানসোল - কানপুর সেন্ট্রাল সামার স্পেশাল ট্রেনটি ২২শে এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ১৭.১০ টায় আসানসোল ছেড়ে যাবে এবং চিত্তরঞ্জন ১৭.৩৬ টায়, মধুপুর ১৮.১৫ টায় জাসিডিহ ১৮.৪২ ঘন্টা, ২০২৬, ২০২০ তে পৌছাবে।

NAME CHANGE

I, Monoara Bibi (Old Name) W/o Safiul Alam Molla Residing at Mandal Para, Mahata Para, Mathbari Abad, P.o - Mathbariabad, P.s - Nazat, District - North 24 Parganas, Pin - 743442, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Monoara Bibi Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-04-2026. Monoara Bibi (Old Name) and Monoara Bibi Molla (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rachana Surana (Old Name) W/o Anil Kumar Bhansali Residing at 48, Dobson Road, P.o - Howrah, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Rachna Bhansali (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 22/2026 Dated 20-04-2026. Rachana Surana (Old Name) and Rachna Bhansali (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shila Mitra (Old Name) W/O–Madhu Mitra resident of Mukunda Abasan-2 , 107 , Pilkhana Road , Ranibagan , Berhampore , Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Shila Mitra to Shila Mandal and henceforth I shall be known as Shila Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/04/2026. My name Shila Mandal & Shila Mitra both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Badiujjaman Seikh (Old Name) S/O–Abdus Samad resident of Vill-Kupkandi , Po & Ps-Bhagwangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Badiujjaman Seikh to Badiuzzaman and henceforth I shall be known as Badiuzzaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/04/2026. My name Badiuzzaman & Badiujjaman Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Majibur Rahaman Sekh (Old Name) S/O–Obed Sekh resident of Vill-Nowpara , Po-Nowpara Shimulia , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Majibur Rahaman Sekh to Mazibur Rahaman and henceforth I shall be known as Mazibur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/04/2026. My name Mazibur Rahaman & Majibur Rahaman Sekh both are same and one identical person

দুরন্ত বার্তা
সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Ashoke Majhi (Old Name) S/o Prosad Chandra Majhi Residing at 105A/1, R.R.L.M. Road, K.G Bose Sarani S.O, K.G Bose Sarani, District - Kolkata, Pin - 700085, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Ashoke Kumar Majhi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 21/2026 Dated 20-04-2026. Ashoke Majhi (Old Name) and Ashoke Kumar Majhi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Meheraj Sekh (Old Name) S/O–Ekin Sk resident of Vill-Teghari , Po-Najirpur , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Meheraj Sekh to Miraj Sk and henceforth I shall be known as Miraj Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 17/03/2026. My name Miraj Sk & Meheraj Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sangita Bose (Old Name) W/o Arupkumar Bisweswar Bose Residing at AB-93, Flat- 301, Street No-87, Action Area-1A, New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700156 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sangita Arupkumar Bose (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-04-2026. Sangita Bose (Old Name) and Sangita Arupkumar Bose (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Arup Bose (Old Name) S/o Bisweswar Bose Residing at AB-93, Flat- 301, Street No-87, Action Area-1A, New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700156 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Arupkumar Bisweswar Bose (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-04-2026. Arup Bose (Old Name) and Arupkumar Bisweswar Bose (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Sk Saifullah, Sk Saifullah (Old Name) S/o Sk Mohabbat Ali Residing at Maheshtala (M), Sarkarpool, District - South 24 Parganas, Pin - 700143, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Saifulla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-04-2026. Md Sk Saifullah, Sk Saifullah (Old Name) and Sk Saifulla (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mamta Ajitsaria (Old Name) W/o Madhusudan Ajitsaria Residing at 36A, B.T Road, P.o - Belghoria, District - North 24 Parganas, Pin - 700056 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mamata Ajitsaria (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 13 Dated 13-04-2026. Mamta Ajitsaria (Old Name) and Mamata Ajitsaria (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shrikrishan Rathi (Old Name) S/o Madan Gopal Rathi Residing at 26, Sanatan Mistri Lane, P.o - Salkia, District - Howrah, Pin - 711106, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shrikrisan Rathi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-04-2026. Shrikrishan Rathi (Old Name) and Shrikrisan Rathi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kakoli Biswas (Old Name) W/o Aloke Kumar Biswas Residing at A/59/1, Canel South Road, Santoshpur, District - Kolkata, Pin - 700075, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Kakali Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-04-2026. Kakoli Biswas (Old Name) and Kakali Biswas (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahadev Das (Old Name) S/o Ajit Das Residing at Library Para, Dankuni, District - Hooghly, Pin - 712311, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mahadev Chandra Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 12 Dated 16-04-2026. Mahadev Das (Old Name) and Mahadev Chandra Das (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bristi Mal (Old Name) D/O–Uttam Mal resident of Vill-Kandra , Po-Palasanda , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742157 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & also I have changed my name from Bristi Mal to Bristi Khatun and henceforth I shall be known as Bristi Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/03/2026. My name Bristi Khatun & Bristi Mal both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Husneara Begum (Old Name) W/o Shaikh Muktar Ali Residing at Sunrise Towers, Tower-1, 2nd Floor, Flat-2F, 134B Beliaghata Road, Tangra, P.s - Narkeldanga, District - Kolkata, Pin - 700015 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Husneara Begam (New Name) as declared before the First Class Judicial Magistrate, Kolkata vide affidavit no 6585 Dated 10-03-2026. Husneara Begum (Old Name) and Husneara Begam (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Drishti Rajat Roy (Old Name) D/o Aditi Roy Residing at 9/42, Bijoygarh, Jadavpur District - Kolkata, Pin - 700032 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Drishti Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-04-2026. Drishti Rajat Roy (Old Name) and Drishti Roy (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

৬ / ৪/ ২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিট বলে আকবর আলী সেখ ও আকবর আলী মন্ডল, পিতা মৃতঃ ফজলা সেখ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি TAKKEL SHAIKH, SO LT.BADARUDDIN SHAIKH গ্রাঃ আড়ংসরিষা, পোঃ ডোমপুকুর, থানা-চাপড়া, জেলা-নদীয়া, ৩০১০২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ১৬৯৭৪ নং এফিডেভিট বলে আমি TAKKEL SHAIKH ও TAKKEL ALI MONDAL এবং আমার পিতা-BADARUDDIN SHAIKH ও BADARUDDIN MONDAL একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি FULCHHURATAN BIBI, WO. TAKKEL SHAIKH, গ্রাঃ - আড়ংসরিষা, পো ভোমপুকুর, থানা চাপড়া, জেলা-নদীয়া ৩০.১০.২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ১৬৯৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি FULCHHURATAN BIBI ও FULCHHURATAN MONDAL এবং আমার স্বামী TAKKEL SHAIKH ও TAKKEL ALI MONDAL উভয়ে একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি SAYAN GHOSH, (Aadhaar No.3384 9211 0807) পিতা-Sovan Kumar Ghosh, ঠিকানা-Chakraborty Para,Nabapally,P.O.-Nabapally,P.S-Barasat, Dist-North 24 Parganas, Kolkata -700126,W.B, আমার পিতার প্রকৃত নাম-SOVAN KUMAR GHOSH আমার জন্ম প্রমান পত্রে ভুলবশত আমার পিতার নাম-Mr.Sovan Ghosh উল্লেখ আছে, গত ইং-১৭.০৪.২৬ তারিখে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বারাসাত,এর এফিডেভিডে(No.9358) আমার পিতা-Sovan Kumar Ghosh * Mr.Sovan Ghosh একই ব্যক্তি হলো।

NAME CHANGE

I, Ajay Krishna Dhar (old name) Son of Bijoy Krishna Dhar, residing at 52B, Baghbazar Street, Baghbazar, Kolkata-700003, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ajoy Krishna Dhar (new name), as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, vide an affidavit no-7988, dated 08/03/2026. Ajay Krishna Dhar (old name) and Ajoy Krishna Dhar (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mithu Shaikh (Old name) S/o-Ajad Sekh, Resident at Vill-Ramnagarpara, Po-Katlamari, Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742308. I have changed my name Mithu Shaikh to Mithu Sk (New name) I shall be known as Mithu Sk vide affidavit no.16AC 363433 before the Notary at Berhampore on 20/04/2026 Mithu Sk & Mithu Shaikh same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Murshalina Khatun Bibi (Old name) W/o-Md Rafikul Islam, Resident at Vill-Balutungi, Po-Bajupur Madhupur, Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742148. I have changed my name Murshalina Khatun Bibi to Murshalina Bibi (New name) I shall be known as Murshalina Bibi vide affidavit no.16AC 363435 before the Notary at Berhampore on 20/04/2026 Murshalina Khatun Bibi & Murshalina Bibi same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Azad Shaikh (Old name) S/o-Ayej Sekh, Resident at Vill-Ramnagarpara, Po-Katlamari, Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742308. I have changed my name Azad Shaikh to Ajad Sekh (New name) I shall be known as Ajad Sekh vide affidavit no.16AC 363432 before the Notary at Berhampore on 20/04/2026 Ajad Sekh & Azad Shaikh same and one identical person

NAME CHANGE

I, Samim Ali (old name) son of Late Yakub Ali, residing at 3F, Palm Avenue, PO – Ballygunge, PS- Karaya, Kolkata – 700019, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK. Md. Samim Ali (new name) as sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, vide affidavit SL No. 6300, dated 24/03/2026. Samim Ali (old name) and SK. Md. Samim Ali (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sheikh Mohammed Samim Ali (old name) son of Late Yakub Ali, residing at 3F, Palm Avenue, PO – Ballygunge, PS- Karaya, Kolkata – 700019, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK. Md. Samim Ali (new name) as sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, vide affidavit SL No. 6300, dated 24/03/2026. Sheikh Mohammed Samim Ali (old name) and SK. Md. Samim Ali (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Saidur Rahaman (Old name) S/o-Alam sk, Resident at Vill-Balutungi, Po-Bajupur Madhupur, Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742148. I have changed my name Md Saidur Rahaman to Saidur Rahaman (New name) I shall be known as Saidur Rahaman vide affidavit no.16AC 363434 before the Notary at Berhampore on 20/04/2026 Md Saidur Rahaman & Saidur Rahaman same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, গুরুদেব সিং, বাসিন্দা বিদ্যাসাগরপল্লি, পোস্ট অফিস ও থানা বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন কোড ৭১৩১০১, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমি আমার নাম পরিবর্তন করেছি গুরুদেব সিং থেকে গুরুদাব সিং এবং এর ফলে, আমি ভবিষ্যতে গুরুদাব সিং নামে পরিচিত হব, সকল কাজে, এফিডেভিট নম্বর F ৩৪৭৩২০ অব দ্য ১৯৯২, যা নোটারি পাবলিক, বর্ধমানে, ১৮.০৪.২০২৬ তারিখে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। গুরুদাব সিং এবং গুরুদেভ সিং, দুইজনই একই এবং একটি একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I Mahammad Nurul Absar (old name) S/O Abdul Gaffar residing at vill- Mahendrapur, P.O. Joykrishnapur, P.S. Rampurhat, Dist. Birbhum, PIN-731224. do hereby declared that I changed my name from Mahammad Nurul Absar to Md. Nurul Absar and henceforth I Shall be known as Md. Nurul Absar (New name) in all perpose, vide an affidavit swam before the Notary Public, Rampurhat Court on 15/04/2026. my name Md. Nurul Absar and Mahammad Nurul Absar both are same and one identical Person,

NAME CHANGE

I, Noorislam Sekh S/o- Lalan Sekh resident of Vill-Babla, P.O.-Talibpur, P.S.-Salar, Dist-Murshidabad, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my son's actual name is Nur Mohammad Sekh instead of Nur Mohammad Hossain and my actual name Noorislam Sekh instead of Nur Islam Sk.That Nur Mohammad Sekh S/o Noorislam Sekh and Nur Mohammad Hossain S/o Nur Islam Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pallab Bhunia S/O- Khagen Bhunia resident of Vill-Dakshin Chandanpiri, P.O.-Chandanpiri, P.S.-Namkhana, Dist-South 24 Parganas, West Bengal, PIN-743357, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name is Khagen Bhunia instead of Khagen Chandra Bhunia.That Khagen Chandra Bhunia and Khagen Bhunia both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SIRAJ AHMED, S/O- Late Ali Hossain, residing at 2nd Floor, 42, Narkeldanga North Road, P.S. Narkeldanga, Kolkata-700011, West Bengal do hereby declare vide affidavit no 4805 dated 11/02/26 before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Sealdah Court that my actual name is SIRAJ AHMED which has been mentioned in my Aadhaar Card vide no. 9157 9725 0954, and which has been inadvertently recorded as SERAJ AHMED in my son IMTEYAZ AHMED Madhyamik Certificate No. 019899, Madhyamik Mark Sheet No. C/026322 Roll- A4941 No. 0205 Registration No. A1039031-025 INDEX A1-039 in the year 2005 issued by W.B.B.S.E. SIRAJ AHMED and SERAJ AHMED is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gofur Sk (old name) S/o- Ajid Sk residing at Gakunda, Gajdharpara, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from GOFUR SK to GOFUR SEIKH and henceforth I shall be known as GOFUR SEIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 20/04/2026. GOFUR SK (old name) and GOFUR SEIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bilkis Khatun (old name) W/o-Rejaul Karim Shaikh residing at Molandi, Molandi, Kaliganj, Dist-Nadia, Pin-741156 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BILKIS KHATUN to BILKICH KHATUN SHAIKH and henceforth I shall be known as BILKICH KHATUN SHAIKH(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 20/04/2026. BILKIS KHATUN (old name) and BILKICH KHATUN SHAIKH (new name) both are same and one identical person.

অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে চিরাচরিত নিয়ম মেনেই নির্বাচনের দিনের ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে মদের দোকান ও বারগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার নির্বাচন। আর ভোটের বঙ্গে কোন কোন তারিখে রাজ্যে মদের দোকানগুলি বন্ধ থাকবে তার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিল আবগারি দফতর। নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। প্রথম দফার ক্ষেত্রে ২০ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল বন্ধ থাকবে মদের দোকান। ৩ তারিখও পুরো বন্ধ থাকবে। জেলা শাসকদের চিঠি দিয়ে জানাল রাজ্য। রাজ্য সরকারের দ্বারা জারি করা চিঠিতে বলা হয়েছে, ''সকল লাইসেন্সধারীকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, দোকান বন্ধ সংক্রান্ত একটি নতুন আদেশ জারি করা হয়েছে। আপনাদেরকে অবিলম্বে আপনাদের দোকান / বার / অফ কাউন্টার ইত্যাদি বন্ধ করতে এবং এই নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলতে অনুরোধ করা হচ্ছে।'' যদি কোনও কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন হয়, সেখানেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে বলে জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসনের দাবি। বলা চলে, এক সপ্তাহ বন্ধ থাকছে মদের দোকান ও বার। অন্যদিকে, মে মাসেও বন্ধ রাখা হবে মদের দোকান ও বার। ৪ মে ভোটের ফল প্রকাশের দিনও একই নিয়মে বন্ধ থাকবে মদের দোকান ও বার। নবান্নের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই বিষয়ে কমিশনের যে গাইডলাইন রয়েছে তা মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম দফার ক্ষেত্রে ২০ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল বন্ধ থাকবে মদের দোকান। ৪ তারিখও পুরো বন্ধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে ড্রাই ডে বা মদ কেনা-বেচা বন্ধ থাকবে। দোকান বন্ধের নির্দেশ অমান্য করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ, কমিশনের কাছে নিরাপত্তার দাবি বনবস্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ গা ছমছমে এই রাস্তা পেরিয়েই যেতে হয় ভোট কেন্দ্রে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ? এই প্রশ্ন তুলেই সরব গ্রামবাসীরা। ঘন জঙ্গলের মাঝে গা ছমছমে পরিবেশ। সেই জঙ্গলের ভিতর দুর্গম মেঠোপথ পেরিয়ে আতঙ্ক নিয়েই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছাতে হয় ডুয়ার্সের তোতাপাড়া বনবস্তির ভোটারদের। স্থানীয়দের দাবি, গ্রামেই ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করা হোক, না হলে রাস্তা সংস্কার ও যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করুক নির্বাচন কমিশন। ডুয়ার্সের মরাঘাট জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত এই তোতাপাড়া বনবস্তি। মঙ্গলকোটি রাভা বস্তি ও তোতাপাড়া বনবস্তি নিয়ে গঠিত ধূপগুড়ি বিধানসভার ১৫ / ৪৫ নং বুথ। তোতাপাড়া বনবস্তিতে প্রায় ২০০ জন ভোটার রয়েছেন। তবে ভোট দিতে হলে সকলকেই যেতে হয় মঙ্গলকোটি রাভা বস্তিতে অবস্থিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে। ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার পথ অত্যন্ত দুর্গম। মরাঘাটের ঘন জঙ্গলের বুক চিরে যাওয়া সরু কাঁচা রাস্তা দিয়ে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে ভোট দিতে যেতে হয় গ্রামবাসীদের। স্থানীয়দের দাবি, বহুবার প্রায় বছর এই সমস্যার কথা প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনকে জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। তাঁদের প্রশ্ন, যেখানে ভোটাধিকার প্রয়োগ একটি মৌলিক অধিকার, সেখানে সেই অধিকার প্রয়োগ করতেই যদি জীবন হাতে নিয়ে বের হতে হয়, তবে তার দায় কে নেবে? পথে যখন তখন হাতি, বাইসন-সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে আতঙ্ক নিয়েই নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে যান এখানকার ভোটাররা। তাই তাদের একটাই দাবি, এলাকাতেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করা হোক, অথবা অন্তত যাতায়াতের রাস্তা সংস্কার করে নিরাপদ ব্যবস্থাটুকু নিশ্চিত করা হোক।

বিজেপির জনসভা, কৃষক ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২০ এপ্রিল ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের দোগাছিয়া পঞ্চায়েতের দোলতলা এলাকায় ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার উদ্যোগে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় উপস্থিত

ছিলেন বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায়, জেলা সভানেত্রী স্মৃতি কণা বসু, জেলা কিষান মোর্চার সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ সহ একাধিক নেতা-কর্মী ও স্থানীয় মানুষজন। সভামঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোপাল চট্টোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি আছে। কৃষকদের কাছে গিয়ে বলুন, আজ ফসলের সঠিক দাম তারা পাচ্ছেন না-এর জন্য বিজেপি দায়ী নয়, সম্পূর্ণ দায়ী রাজ্য সরকার। তারা কখনও চায় না কৃষকরা ভালো থাকুক। তিনি আরও বলেন, দেশের অন্যান্য রাজ্য যেমন রাজস্থান, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকদের অবস্থার সঙ্গে এই রাজ্যের কৃষকদের তুলনা করলে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। সেখানে কৃষকরা অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছেন। একবার বিজেপিকে সুযোগ দিন, কৃষকদের সার্বিক উন্নতি হবে,- এই বার্তা দেন তিনি।ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রসঙ্গ টেনে গোপালবাবু অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার তাদের জন্য কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তিনি আশ্বাস দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে কৃষকদের স্বার্থে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এই জনসভায় স্থানীয় স্তরে যথেষ্ট সাড়া পড়ে। উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো ছিল। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, আসন্ন নির্বাচনে কৃষকসহ সাধারণ মানুষের সমর্থন তাদের দিকেই থাকবে।

শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই জগদ্ধাত্রী পুজোর খুঁটি পুজো হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২০ এপ্রিল ঃ শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে চন্দননগরের ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী পুজোর খুঁটি পুজো হল। চন্দননগর দিনেমার ডাঙার তালপুকুর ধার এবারে তাদের পুজো কমিটি সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করছে। জগদ্ধাত্রী পুজোর সাত মাস বাকি থাকতেই শুরু হয়ে গেল পুজোর কাউন্ট ডাউন। এদিন নারকেল ফাটিয়ে পুজোর শুভ সূচনা হয়। কমিটির সদস্য অশোক রায় বলেন, বর্তমানে

থিমের পুজোর যে সূচনা হয়েছে তার মাধ্যমে একাধিক প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তবে কাল্পনিক কোনো মণ্ডপকে আকর্ষণীয় করে তোলাই লক্ষ্য। কমিটির সদস্য অয়ন ঢালি জানান, আসন্ন ভোটের পরেই সবকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তবে কর্মসূচি অনুযায়ী সারাবছর বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা থাকছে। পুজো মণ্ডপের সামনে পুকুরে আলোর কারিকরি দেখানো হবে যা দর্শককে মোহিত করে তুলবে। এবারে নয়নাভিরাম শোভাযাত্রা হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক সুব্রত দাস ও স্বপন চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট মন্টু ঘোষ, গোপাল দাস প্রমুখ। এদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রেকর্ড সংখ্যক ভক্তের আগমন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে, এক বছরেই পেরোল কোটির গণ্ডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২০ এপ্রিল ঃ অক্ষয় তৃতীয়ার ঠিক আগেই অনন্য মাইলফলক স্পর্শ করল দিঘার

জগন্নাথ ধাম। মন্দির উদ্বোধনের মাত্র এক বছরেই দর্শনার্থীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে রেকর্ড সংখ্যক। অক্ষয় তৃতীয়ার প্রাক্কালে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করল দিঘা জগন্নাথ মন্দির। মন্দির উদ্বোধনের মাত্র এক বছরের মধ্যেই দিঘা জগন্নাথ ধামে ১.৩৩ কোটিরও বেশি ভক্ত ও দর্শনার্থীর এসেছেন। সমুদ্র তীরে দিঘা জগন্নাথ ধামের এই সাফল্যে রাজ্যের ধর্মীয় পর্যটনের মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। মন্দির কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর, এই সাফল্য এসেছে পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়ার ঠিক আগে মুহূর্তে। ২০২৫ সালের ৩০ এপ্রিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে উদ্বোধন হয় দিঘা জগন্নাথ ধামের। মন্দির কর্তৃপক্ষের মতে, উদ্বোধনের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশ-বিদেশের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক গন্তব্যে পরিণত হয়েছে এই মন্দির। ১৫০টির বেশি দেশের ইসকন ভক্তরা এসেছেন। দিঘার এই মন্দিরের ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্তরেও বিপুল সংখ্যক ভক্ত, বিশেষত ইসকন সম্প্রদায়ের অনুগামীরা দিঘা জগন্নাথ মন্দিরে এসেছেন। উদ্বোধনের পরেই এই মন্দিরের দায়িত্ব দেওয়া হয় ইসকন কর্তৃপক্ষকে। ইসকন কলকাতার সহ-সভাপতি তথা দিঘা জগন্নাথ ধাম ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম ও প্রধান পুরোহিত রাধারমন দাস বলেন, 'এক বছরের মধ্যে ১.৩৩ কোটিরও বেশি ভক্তের আগমন শুধু একটি সংখ্যা নয়- এটি ভগবান জগন্নাথের অসীম কৃপা এবং মানুষের গভীর আস্থার প্রতিফলন। দিঘা জগন্নাথ ধাম এমন এক স্থান হয়ে উঠেছে যেখানে ভক্তি সকল সীমারেখা অতিক্রম করে মানুষকে একত্রিত করে।' দিঘার অর্থনৈতিক উন্নতির দিক তুলে ধরে তিনি আরও বলেন 'এই ধাম লক্ষ লক্ষ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের জীবিকাতেও নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে বড় উদ্যোগ-সমস্ত ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশে-বিদেশের পর্যটকরা আসছেন ফলে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটক পাচ্ছেন হোটেল কর্তৃপক্ষরা।' এ দিকে, প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বিশেষ পুজো, যজ্ঞ এবং নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ১৯ এপ্রিল রাত থেকেই শুরু হয়েছে বিশেষ আয়োজন। যদিও এবার বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে জগন্নাথ বন্দরের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবে না বলে সূত্রের খবর। প্রশাসন ও মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে বাড়তি ভিড়ের কথা মাথায় রেখে বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং ভক্তদের সুবিধার জন্য একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও এবার অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে আধ্যাত্মিক রীতিনীতি মেনে মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে গৌড়-নিতাইয়ের। সকাল ছ'টা থেকে শুরু হবে নানান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। সব মিলিয়ে দিঘা জগন্নাথ মন্দির যে সমুদ্রের তীরে এক নতুন আন্তর্জাতিক অধ্যায় লিখছে এক কথা অনায়াসে বলা যেতে। যে অধ্যায় একবিংশ শতাব্দীর হয়ে কথা বলবে।

ভোটের মুখে উত্তপ্ত ফরাক্কা, কংগ্রেস কর্মীর ছাদে বোমা বিস্ফোরণে কাঁপল এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২০ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র তিনদিন আগে বারুদের গন্ধে কাঁপল মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা। সোমবার সকালে ফরাক্কা থানার অন্তর্গত নয়নসুখ-মানিকনগর এলাকায় কংগ্রেস কর্মী সাইমুল শেখের বাড়ির ছাদে বোমা বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ল পাঁচিলের বড় অংশ। বিকট শব্দে কেঁপে উঠল গোটা পাড়া। আতঙ্কে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলেন বাসিন্দারা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ১৩৬ নম্বর বুথ এলাকার ওই বাড়িতে বিস্ফোরণের ঠিক আগে কয়েকজন রাজমিস্ত্রি গাঁথনির কাজ করছিলেন। সূত্রের খবর, ওই বাড়ির ছাদের এক কোণে আগে থেকেই মজুত রাখা ছিল দু'টি বোমা। আচমকাই ফেটে যায় সেগুলি। তবে বিস্ফোরণের ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার খবর পেয়েই এলাকায় পৌঁছায় ফরাক্কা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। কিন্তু বিস্ফোরণের পর থেকেই বেপাত্তা বাড়ির মালিক সাইমুল শেখ ও তাঁর পরিবার। ইতিমধ্যেই পুলিশ তাঁদের খুঁজতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। কী কারণে বাড়ির ছাদে বোমা মজুত রাখা ছিল এবং এর পিছনে বড় কোনও নাশকতার ছক আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে ফরাক্কা থানার পুলিশ। বিস্ফোরণের ঘটনা প্রসঙ্গে ফরাক্কার তৃণমূল প্রার্থী আমিরুল ইসলামের অভিযোগ, এই এলাকায় নির্বাচনের মাত্র দু'দিন বাকি। এখন জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার চলছে। এর মধ্যেই কংগ্রেস বুঝে গেছে তারা নির্বাচনে হারতে চলেছে। তাই আগে থেকে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য বোমা মজুত করে রাখছে। তিনি আরও বলেন, যে কংগ্রেস কর্মীর বাড়ির ছাদে এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে, তিনি এই বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী মোজাফফর হোসেনের নিকট আত্মীয় হন। ভোটে হার নিশ্চিত বুঝে কংগ্রেস- সিপিএম যৌথভাবে এলাকায়

সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। মানুষের মন জয় করতে না পেরে বোমা মজুত করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। তিনি পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত এই ঘটনার তদন্ত ও এলাকায় আরও বোমা মজুত আছে কি না, তা খুঁজে বের করার দাবি জানিয়েছেন। ফরাক্কা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আব্দুল বাসির বলেন, যার বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা হয়েছে সে আমাদের দলের কর্মী। কিন্তু ওই ব্যক্তি আমাদের জানিয়েছেন ভোটের আগে তাঁকে ফাঁসানোর জন্য গোপনে তাঁর বাড়িতে বোমা রাখা হয়েছিল। প্রশাসনকে আমরা অনুরোধ করেছি নিরপেক্ষভাবে গোটা ঘটনার তদন্ত করার জন্য।

মালদায় ভোটের আগে কড়া নজরদারিতে কমিশন, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের আশ্বাস মনোজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২০ এপ্রিল ঃ মালদায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াল নির্বাচন কমিশন। সম্প্রতি এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যাওয়াকে কেন্দ্র করে জেলার মোথাবাড়ি এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। সেই ঘটনায় জুডিশিয়াল অফিসারদের আটকে রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মতো ঘটনাও ঘটে, যা রাজ্য প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। এই প্রেক্ষাপটেই ভোটের আগে মালদায় বিশেষ নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। সোমবার এই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মালদহে পৌঁছান মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। জেলা প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছে প্রথমেই তিনি জেলাশাসক, পুলিশ সুপার-সহ শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। এই বৈঠকে ভোট সংক্রান্ত প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকির দিকগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। প্রশাসনিক বৈঠকের পর তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ও নেতৃত্বের সঙ্গেও আলাদা করে বৈঠক করেন, যাতে ভোটকে কেন্দ্র করে কোনও ভুল বোঝাবুঝি বা অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি না হয়। এরপর মনোজ আগরওয়াল জেলা কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার পরিকাঠামো ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। তিনি জানান, প্রতিটি জেলাতেই কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে ভোটের সার্বিক পরিস্থিতির উপর নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি চালানো হবে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য তিনটি করে স্ক্রিন থাকবে, যেখানে বুথভিত্তিক সমস্ত তথ্য সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা হবে। যাঁরা এই নজরদারির দায়িত্বে থাকবেন, তাঁদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর রিপোর্ট জমা দিতে হবে এবং সেই রিপোর্ট লিখিত আকারে সংরক্ষণ করতে হবে। তিনি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন, এই কাজে নিযুক্ত সকল কর্মীকে শতভাগ সতর্ক থাকতে হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, প্রতিটি পোলিং বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। বুথের ভিতরে সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স বা সিএপিএফ-এর অনুমতি ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না। তিনি আরও জানান, প্রতিটি সংবেদনশীল এলাকায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হবে, যারা কোনও গন্ডগোলের খবর পেলেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনবেন। অন্যদিকে রাজ্য পুলিশ সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার দায়িত্বে থাকবে। মনোজ আগরওয়াল বলেন, ভোট পরিচালনার প্রতিটি স্তরে কার কী দায়িত্ব তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বিএলও থেকে শুরু করে নির্বাচন কর্মী, পুলিশ এবং প্রশাসনের প্রত্যেককে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। পাশাপাশি সমস্ত রাজনৈতিক দলকেও নির্বাচন কমিশনের নিয়মাবলি ও পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। তিনি সতর্ক করে দেন, কোথাও বড় ধরনের অশান্তি বা অনিয়মের ঘটনা ঘটলে কমিশন কঠোর পদক্ষেপ নিতে পিছপা হবে না, প্রয়োজনে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশও দেওয়া হতে পারে। নির্বাচনের আগে থানার ওসিদের ভূমিকা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, সেই প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন তিনি। মনোজ আগরওয়াল জানান, ইতিমধ্যেই দুই-একজন ওসিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কমিশন ওসিদের সঙ্গেও বৈঠক করেছে এবং তাঁদের স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, কোনওরকম পক্ষপাতিত্ব বা গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। তাঁর কথায়, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন। সকলকেই নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন। তিনি জানান, পরিযায়ী শ্রমিকরা যদি রাজ্যে ফিরতে না পারেন, তাহলে তাঁদের হয়ে অন্য কেউ ভোট দিতে পারবেন না। তবে ২১ তারিখ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে যাঁদের নাম নিষ্পত্তি হয়ে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে, তাঁরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ইতিমধ্যেই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে এবং প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীর ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রতিটি জেলাতেই কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে এবং সেখান থেকে প্রতিটি বুথের উপর নজর রাখা হবে। বুথে সবসময় সিএপিএফ মোতায়েন থাকবে, যাতে কোনওরকম অনিয়ম বা অশান্তির ঘটনা দ্রুত প্রতিরোধ করা যায়। পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করে দেন, সিভিক ভলান্টিয়ারদের নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও ডিউটিতে রাখা হবে না। তারা সাধারণ নাগরিকের মতোই নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাপন করবেন। সবশেষে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আশ্বাস দেন যে এবারের নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করতে কমিশন বদ্ধপরিকর। তিনি সাধারণ ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, কেউ ভয় পাবেন না। আপনারা নির্ভয়ে ভোট দিন, কমিশন আপনাদের পাশে আছে। কমিশনের এই কড়া অবস্থান এবং একাধিক পদক্ষেপ মালদায় নির্বাচনী পরিস্থিতিকে কতটা প্রভাবিত করে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

ইসরোর অন্দরমহলে পা রাখতে চলেছে দিঘার পড়ুয়া অভ্রনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০ এপ্রিল ঃ দিঘার সমুদ্র উপকূল থেকে সোজা ইসরো। ইসরোতে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেল সমুদ্র উপকূলীয় রামনগরের ছেলে। আগামী ১০ মে হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারে প্রশিক্ষণে যোগ দেবে সে। দিঘা থেকে হায়দ্রাবাদের দূরত্ব অনেকটা হলেও সেই বৈতরণী অতিক্রম করেছে সমুদ্র উপকূলীয় পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরের ছেলে অভ্রনীল সেন। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ISRO পরিচালিত 'যুবিকা ২০২৬' প্রোগ্রামে যোগ দিতে চলেছে সে। অভ্রনীল রামনগর রাও হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। সে এখন দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ISRO-র কয়েক দিনের ছোট্ট সদস্য। কিন্তু কীভাবে পেল সেই সুযোগ? জানা গেছে, অভ্রনীল ছোটবেলা থেকেই মহাকাশ গবেষণার প্রতি উৎসাহী। ইতিমধ্যে একাধিক মডেল বানিয়েও সে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। এখান থেকেও প্রশংসা কুড়িয়েছে সে। রামনগরের সৈয়দপুরের বাসিন্দা সে। তার বাবা গোবরা হাইস্কুলের ফিজিক্সের শিক্ষক। মহাকাশ গবেষণার উৎসাহ থেকে সে বাড়িতেই মডেল বানাতে অনবরত অনুশীলন করে চলেছে। নবম ও দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের মহাকাশ গবেষণার প্রতি উৎসাহ বাড়াতে ISRO প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এবছর এই 'যুবিকা ২০২৬' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য দেশজুড়ে প্রায় ৪ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী কঠিন অনলাইন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। সেখান থেকে মেধার ভিত্তিতে মাত্র ০.০০১১৪ শতাংশ শিক্ষার্থীকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছে রামনগরের অভ্রনীল। আগামী ১০ মে হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারে প্রশিক্ষণে যোগ দেবে সে। ২২ মে পর্যন্ত তার প্রশিক্ষণ চলবে। নিজের চোখে দেখবে মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় কীভাবে কাজ করা হয়। বিজ্ঞানীদের থেকে সরাসরি নিজের মনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবে সে। ইসরোর অন্দরমহলের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখার সুযোগ পাবে। অভ্রনীলের বাবা অলোক সেন বলেন, 'ছোট থেকে মহাকাশ গবেষণা বিষয়ে ছেলের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। মহাকাশের বিভিন্ন বিষয় তাকে ভাবায়। বড় হয়ে মহাকাশ গবেষণা নিয়েই কাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে সে। তাই ইসরোর এই বিশেষ প্রশিক্ষণের সুযোগ নেওয়ার জন্য তাকে আবেদন করতে বলি। আমরা অত্যন্ত খুশি, সে ইসরোর এই প্রশিক্ষণে সুযোগ পেয়েছে।' সমুদ্র উপকূলীয় রামনগর থেকে সোজা ইসরোর অন্দরমহলে পৌঁছাবে অভ্রনীল। তার এই সাফল্যে গর্বিত গোটা জেলা।

রায়গঞ্জে পথদুর্ঘটনা, মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ২০ এপ্রিল ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন জনের। সোমবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার রূপাহারের মহাদেবপুর এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধান বোঝাই একটি ট্রাকের পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারে একটি ডাম্পার। সেই দুর্ঘটনায় মারা যান ডাম্পারের চালক। খবর পেয়ে গাজল থেকে একটি অ্যাম্বুল্যান্স ঘটনাস্থলে যায়। ততক্ষণে অন্য একটি অ্যাম্বুল্যান্স-এ করে ডাম্পারের চালককে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, অ্যাম্বুল্যান্সটি ফেরার পথে সেটির পিছনে আবার একটি ট্রেলার ধাক্কা মারে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সটি পথচারীদের ধাক্কা মারলে তাতে বেশ কয়েকজন জখম হন। পরে তাঁদের মধ্যে দু'জন মারা যান।

আসানসোলে একাধিক দোকানে ধাক্কা পুলিশের বাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২০ এপ্রিল ঃ ভয়াবহ দুর্ঘটনা আসানসোল উত্তর থানার রেলপাড়ে। রবিবার রাত প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ একটি পুলিশের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রচন্ড গতিতে ঢুকে পড়ে রেলপাড়ে একটি গলিতে। সেই সময় ওই জায়গায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। বরযাত্রী-সহ বর গাড়িতে করে আসছিল। পুলিশের বাসটি দ্রুত গতিতে এসে পর পর কয়েকটি দোকানে ধাক্কা মারে। এর পরে একটি সাত বছরের বাচ্চা মেয়ে-সহ চার জনকে ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। বাচ্চাটির অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভাঙচুর করা হয় পুলিশ গাড়িতে। পরে ঘটনাস্থলে যান তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মলয় ঘটক। এলাকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকায় পৌঁছে যায় বিশাল সংখ্যক পুলিশও।

বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২০ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের আগে বোমা উদ্ধার হল কোচবিহারে। সোমবার রাতে কোচবিহারের ফাঁসিরঘাট সংলগ্ন এলাকায় জঙ্গল থেকে দু'টি ব্যাগ পায় পুলিশ। তা থেকে ১৭টি বোমা উদ্ধার হয়। পাশাপাশি নাটাবাড়িতে এক বিজেপি কর্মীর উঠোন থেকে একটি বোমা উদ্ধার হয়। বিজেপির দাবি, বিজেপি কর্মীর বাড়িতে তৃণমূল বোমাবাজির চেষ্টা করে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for IT Infrastructural arrangement and Logistics for Appellate Tribunal in connection with SIR Activities at SPM NIWAS , Pailan" **[Job No. KIT/RW/ 017 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-007/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : 22.04.2026 up to 05.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: 1."Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Swami Vivekananda Vidya Mandir, Noapara, P.O- Hatiara, PS- New Town Eco Park, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 23.04.2026) (Ref. Id - 20014664). **Tender No: NIQ No-41/Q** of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27 2. "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Ghuni FP School, Jatragachi Paschimpara P.O- Ghuni, PS- New Town Eco Park, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 23.04.2026) (Ref. Id -20014669)." **Tender No: NIQ No-42/Q** of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27 3. "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e NIPS College, PS- Electronic Complex, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 23.04.2026) (Ref. Id -20015421)." **Tender No: NIQ No-43/Q** of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27 Bid Submission end date: **23.04.2026 up to 10:30 A.M.** Details may be downloaded from etender.wb.nic.in.

SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Indira Gandhi Memorial School, PS- Lake Town, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 23.04.2026) (Ref. Id - 20014967)" **Tender No: NIQ No-44/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **23.04.2026 up to 10:30 A.M.** Details may be downloaded from etender.wb.nic.in.

SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

NOTICE INVITING TENDER

NOTICE INVITING TENDER Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: 1."Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Hatiara Sardarpara FP School, Hatiara Sardarpara, P.O- Hatiara, PS- New Town Eco Park, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 23.04.2026) (Ref. Id -20014661). **Tender No: NIQ No-38/Q** of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27 2. "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Sulunguri FP School, Sulunguri P.O- Hatiara , PS- New Town Eco Park, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 23.04.2026) (Ref. Id -20014667)." **Tender No: NIQ No39/Q** of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27 3. "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Michaelnagar Siksha Niketan, PS- Airport, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 23.04.2026) (Ref. Id -20005229)." **Tender No: NIQ No-40/Q** of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27 Bid Submission end date: **23.04.2026 upto 10:30 A.M**. Details may be downloaded from etender.wb.nic.in.

SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: 1."Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Eco Park Banquet, Near Eco Park Gate No.
6, PS-New Town Eco Park, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 23.04.2026) (Ref. Id -20014712).Tender No: **NIQ No-35/Q** of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27 2. "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Jatragachi Majherpara FP School, Jatragachi Majherpara, PS- New Town Eco Park, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 23.04.2026) (Ref. Id -20014671)." **Tender No: NIQ No-36/Q** of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27 3. "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Adarsha Sishu Bidya Bithi Kg School, Kolkata, PS- Lake Town, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 23.04.2026) (Ref. Id -20014968)." **Tender No: NIQ No- 37/Q** of Bidhannagar Electrical Division of 2026-27 Bid Submission end date: **23.04.2026 up to 10:30 A.M**. Details may be downloaded from etender.wb.nic.in.

SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশনে

দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

দেউলিয়া ও ঋণ পরিশোধ অক্ষমতা বিধি, ২০১৬-এর বিধান অনুসারে, লিকুইডেটর (আইপি ডিকোড রেজোলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড)-এর পক্ষ থেকে সর্বসাধারণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কর্পোরেট **ঋণগ্রহীতা মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড- ইন লিক্যুইডেশন** - যা বর্তমানে অবসায়ন প্রক্রিয়ায় রয়েছে, যার সিআইএনঃ **U01222WB1973PLCO29137** এবং নিবন্ধিত কার্যালয় পোস্ট- আরামবাগ, জেলা -হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১২৬০১-এ অবস্থিত, তাকে **'যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে', 'যা কিছু আছে সেই ভিত্তিতে'** এবং **'কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়া'** বিক্রি করা হচ্ছে, কারণ এই ধরনের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে না। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **https://baanknet.com** ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে এবং নিউটাউন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড এর বিপণনের দায়িত্বে থাকবে। উক্ত ই-নিলামটি **সোমবার, ২৫ মে , ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত** অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা নির্ধারিত রয়েছে।

১	ই-নিলাম বিস্তারিত	১. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মঃ **https://baanknet.com** ২. মার্কেটিং পার্টনারঃ **নিউটাউন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড** ৩. তারিখ এবং সময়ঃ **সোমবার, মে ২৫, ২০২৬ সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ৪.০০ টে পর্যন্ত** ৪. ই-নিলামের '৮ মিনিট' সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৮ মিনিট বাড়ানো হবে যদি ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার আগে শেষ ৮ মিনিটের মধ্যে বিড করা হয়।
২	বিস্তারিত	**দেউলিয়া ঘোষিত কর্পোরেট দেনাদার মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড-এর সম্পূর্ণ ব্যবসা একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিক্রয়।** **দ্রষ্টব্যঃ IBBI কর্তৃক IBBI (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস ২০১৬-এর ৩২(ই) এবং ৩২এ ধারা বাদ দিয়ে প্রবিধান সংশোধনের সাম্প্রতিক নিয়ম অনুসারে, 'গোয়িং কনসার্ন' হিসেবে বিক্রয়ের বিধানটি 'ভবিষ্যতবাদে' বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে, উক্ত পরিবর্তনটি চলমান লিকুইডেশন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে না। সুতরাং, সংশোধনীটিকে ভবিষ্যমুখী হিসেবে বিবেচনা করে, পূর্বে 'গোয়িং কনসার্ন' হিসেবে থাকা সিডি-র বিক্রয় এখন সম্মিলিতভাবে একগুচ্ছ সম্পদ হিসেবে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে।** যেসব সম্পদের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পাওনাদাররা তাদের জামানতি স্বত্ব আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যা লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ নয়, সেসব সম্পদ এই বিক্রয়ের আওতা থেকে বাদ থাকবে।
৩	সংরক্ষিত মূল্য	৫০,১৫,৩৭,৩৪৬.০০ /- টাকা (পঞ্চাশ কোটি পনের লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার তিনশ ছেচল্লিশ টাকা মাত্র)) শুধুমাত্র
৪	বায়না টাকা জমা	২,৫০,৭৭,০০০.০০ /- টাকা (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা) শুধুমাত্র
৫	বিড ইনক্রিমেন্ট	১০,০০,০০০.০০/- টাকা (দশ লক্ষ টাকা) শুধুমাত্র
৬	ই-নিলামে অংশগ্রহণ	১. **সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের অবশ্যই প্রসেস মেমোরেন্ডামে বর্ণিত নিয়ম ও শর্তাবলী মেনে চলতে হবে যা অংশগ্রহণ liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ নিম্নস্বাক্ষরিত ইমেল করার পরে উপলব্ধ করা হবে** ২. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য শর্তাবলী অনুযায়ী বায়না জমা (ইএমডি) একটি পূর্বশর্ত। ৩. একজন যোগ্য দরদাতা হিসাবে যোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে নথি জমা দেওয়া (প্রক্রিয়া স্মারকলিপি অনুযায়ী) ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য একটি পূর্বশর্ত।
৭	যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**শুক্রবার, মে ০৮, ২০২৬**
৮	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	**মঙ্গলবার, মে ১২, ২০২৬**
৯	সম্পদ পরিদর্শন	পরিদর্শনের সময়সূচী করতে, প্রক্রিয়া স্মারকলিপিতে দেওয়া শর্তাবলী অনুযায়ী liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ লিখুন। **বুধবার, মে ১৩, ২০২৬ থেকে মঙ্গলবার, মে ১৯, ২০২৬, সকাল ১১.০০ থেকে সন্ধ্যে ৬.০০টা পর্যন্ত যোগ্য দরদাতাদের জন্য পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।**
১০	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**শুক্রবার, মে ২২, ২০২৬**

যেহেতু মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬-এর বিধানের অধীনে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের **liquidator.ahl@decoderesolvency.com**-এ লিখে শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যোগাযোগের অন্য কোন উপায় বিনোদন দেওয়া হবে। মার্কেটিং এজেন্সিগুলো বিক্রয় মূল্যের ১ শতাংশ সাফল্যের ফি পাওয়ার যোগ্য। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

স্বা/-
ডিকোড রিসলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড
লিকুইডেটর-**আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড**
করেসপনডেন্স ইমেলঃ liquidator.ahl@decoderesolvency.com
রেজিস্টার্ড ইমেল আইডিঃ ip@decoderesolvency.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ IBBI/IPE-0091/IPA-3/2022-23/50006
এএফএ বৈধতার তারিখঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০২৬

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ এপ্রিল ২১, ২০২৬

ব্রক লেসনারের অবসরে আবেগপ্রবণ রেসলিং দুনিয়া

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ২০ এপ্রিলঃ ৫০ হাজার দর্শক একসঙ্গে চিৎকার করছেন-'থ্যাংক ইউ ব্রক!' রিংয়ের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, ব্রক লেসনার। ধীরে ধীরে নতমুখ। হাতের গ্লাভস খুললেন। পায়ের বুটও। খুলে রিংয়ের মাঝখানে রেখে দিলেন। তারপর হাত নাড়লেন দর্শকদের দিকে। রেসলিং দুনিয়ায় এই নীরব ভাষার মানে একটাই-বিদায়! ডব্লিউডব্লিউই রেসলম্যানিয়ার বিয়াল্লিশতম সংস্করণের রাতে ওবা ফেমির কাছে পরাজিত ব্রক। কিন্তু ফলাফল নয় মঞ্চ ছাড়ার আগে যা করলেন, আপাতত তা-ই আলোচনার কেন্দ্রে। দ্বৈরথের ফলাফল ছপিয়ে মুখ্য হয়ে উঠল বিদায়ের আবেগঘন মুহূর্ত। লেসনার শুধু গ্লাভস-বুট রেখে যাননি। অ্যারিনাকে শেষবার অলবিদা জানানোর আগে তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী পল হেম্যানকেও রিংয়ে দেখা গেল। পুরনো বন্ধু একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনের চোখেই ভরপুর আবেগ। তারপর একসঙ্গে

পায়ে পা মিলিয়ে হেঁটে বেরনো-হয়তো শেষবারের মতো। রেসলিং বিশেষজ্ঞদের মতে, ওবা ফেমির সাফল্য শুধু লড়াই জিতে নেওয়া নয়। এই বিজয় আসলে প্রতীকী-প্রবীণ কিংবদন্তির নতুন প্রজন্মের হাতে মশাল তুলে দেওয়া! তবু পুরনোর প্রস্থানে যে শূন্যতা তৈরি হবে, তা কি সহজে ভরাট করা সম্ভব? প্রশ্নের উত্তর মিলল লেসনারের একদা প্রতিপক্ষ ও বন্ধু কার্ট অ্যাঙ্গেলের মন্তব্যে। যিনি এক্সে লিখলেন, 'ভাই তোমায় ভালবাসি। তোমার মতো আর কেউ হবে না। অবসর উপভোগ করো, ব্রক!' অনেকেরই বিদায় নিয়ে সংশয় ছিল। কার্ট অ্যাঙ্গেলের পোস্ট সেই সমস্ত জল্পনা মুছে নিশ্চিত করে-লেসনারের অধ্যায় সমাপ্য নয়... চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত। ডব্লিউডব্লিউইতে একাধিকবার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন্। ইউএফসিতে হেভিওয়েট বিজয়ী। এমএমএ ও রেসলিং-দুই দুনিয়াতে একইসঙ্গে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছনো বিরল। লেসনার সেই তালিকার অন্যতম মুখ। ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রিংয়ে দাপট দেখিয়েছেন। জন সিনা, দ্য আন্ডারটেকার, রোমান রেইন্স-সবার বিরুদ্ধে লড়েছেন, বেশিরভাগ সময় জিতেছেন। তাঁর 'এফ-ফাইভ' রেসলিং ইতিহাসের অন্যতম স্বীকৃত ফিনিশিং মুভ। সাফল্য চোখধাঁধানো, কিন্তু কতটা জনপ্রিয় তিনি? গতরাতে ৫০ হাজার মানুষের চিৎকারেই রয়ে গেল উত্তর-ব্রক লেসনারের মতো আর একজন আসবেন কিনা, বলা মুশকিল। একই সঙ্গে নায়ক ও ভিলেন তিনি। যাঁকে ঘৃণা করা যায়, কিন্তু কিছুতেই অবজ্ঞা করা চলে না।

মিগুয়েলকে লাল কার্ড দেখানো নিয়ে কাঠগড়ায় রেফারি

বিতর্কের মাঝে মুখ খুললেন এআইএফএফ প্রেসিডেন্ট

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিলঃ আইলিগের পর ভারতের এক নম্বর লিগ আইএসএল হওয়াতে বদল এসেছে অনেক কিছুতে। তবে যেই জিনিসে বদল আসেনি তা হলো রেফারিং। একাধিকবার রেফারিং নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। খারাপ মানের রেফারিং, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বারবার সরব হয়েছে ক্লাবগুলো। পাশাপাশি এআইএফএফ-কে আক্রমণও করা হয়েছে। চলতি আইএসএল-এর ইস্টবেঙ্গল বনাম বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচে মিগুয়েলের লাল কার্ডের খারাপ রেফারিংয়ের প্রসঙ্গ উঠেছে। এ বার এই রেফারিং নিয়ে মুখ খুললেন এআইএফএফ প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে। সম্প্রতি ইস্টবেঙ্গল বনাম বেঙ্গালুরু এফসির মধ্যে ম্যাচে রেফারিংয়ের মান নিয়ে ফুটবল মহলে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে মিগুয়েলের ক্ষেত্রে কোন যুক্তিতে রেফারি লাল কার্ড দেখালেন সেটা সকলে জানতে চাইছেন। এই প্রসঙ্গে কল্যাণ চৌবে জানান, রেফারিং ও কোচিংয়ের উন্নতি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। তিনি উল্লেখ করেন, এআইএফএফ এখন রেফারিদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় আনছে। আগে ম্যাচ প্রতি পারিশ্রমিক দেওয়া হতো রেফারিদের। যার ফলে রেফারিদের মধ্যে আর্থিক অনিশ্চয়তা ছিল এবং অনেকেই একে মূল পেশা হিসেবে নিতে পারতেন না। নতুন এই ব্যবস্থার ফলে রেফারিরা আর্থিক নিরাপত্তা পাবেন এবং মাঠের সিদ্ধান্তে আরও মনোযোগী হতে পারবেন বলে আশাবাদী কল্যাণ। রেফারিংয়ের ভুলভ্রান্তি কমাতে বর্তমানে এই বিভাগের নেতৃত্বে রয়েছেন গৌতম কর এবং এম সুরেশ। ভারতীয় ফুটবলে তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রেফারিদের ভুল কমাতে সাহায্য করবে বলে আশাবাদী সচিব। তিনি স্পষ্ট জানান, কোনো একটি নির্দিষ্ট ম্যাচ বা রেফারির সমালোচনা না করে সামগ্রিকভাবে রেফারিং, কোচিং এবং যুব ফুটবলের উন্নতিই এখন প্রধান লক্ষ্য। এবার আইএসএপ আয়োজন করছে এআইএফএফ। এফএসডিএল-এর সঙ্গে চুক্তি

শেষের পর আর নতুন করে এফএসডিএল চুক্তি করেনি। ফলে ৩ মাস পর শুরু হয়েছে আইএসএপ এবং পুরোটাই করছে ফেডারেশন। তবে এ বারের আইএসএল শুরুর আগে কল্যাণ চৌবে জানিয়েছিলেন আইএসএল-এ অবনমন এবং প্রোমোশন থাকবে। আর বর্তমানে পয়েন্ট টেবলের যা অবস্থা তাতে মহামেডানের অবনমন হতে পারে। এই বিষয়ে সচিব সরাসরি মন্তব্য করতে রাজি হননি। তিনি জানান, বিষয়টি যেহেতু আদালতের গাইডলাইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে, তাই এআইএফএফ আইনের ঊর্ধ্বে গিয়ে কিছু করবে না। তবে তিনি আগামী বছর পূর্ণ আইএসএল আয়োজনের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। সংক্ষিপ্ত লিগ নিয়ে সাময়িক আক্ষেপ থাকলেও আগামী মরসুম নিয়ে বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সচিব। তিনি বলেন, ''সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। আমি কথা দিচ্ছি, আগামী মরশুম থেকে ফুটবলপ্রেমীরা একটি পূর্ণাঙ্গ এবং দীর্ঘ সময়ের লিগ দেখতে পাবেন।''

টি-২০-তে ৩০-৩৫ ক্রিকেটারের পুল গড়ছে বিসিসিআই

নেতৃত্বে শ্রেয়স আইয়ারকে আনার ভাবনা বোর্ডের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২০ এপ্রিলঃ সূচির ভিড় বাড়ছে। সিরিজের সঙ্গে টুর্নামেন্টের সংঘাতও এখন নিয়মিত। এই বাস্তবতা মেনে টি-২০ ক্রিকেটে নতুন পথে হাঁটতে চলেছে ভারতীয় বোর্ড। একাধিক দায়িত্ব সামলাতে এবার একসঙ্গে দু'টি দল নামানোর পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। সেই প্ল্যানিংয়ে অন্যতম ভূমিকায় থাকতে পারেন শ্রেয়স আইয়ার। চলতি বছরের ক্যালেন্ডারে সমস্যার ছবি স্পষ্ট। এশিয়ান গেমস আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ একই সময়ে পড়ায় দু'টি দল নামানোর প্রয়োজন দানা বেঁধেছে। বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, এখনই ৩০ থেকে ৩৫ জন ক্রিকেটার নিয়ে একটি বড় পুল তৈরি করতে হবে। সেখান থেকে চলবে পরিস্থিতি অনুযায়ী দল বাছাই। শুধু একটি নির্দিষ্ট স্কোয়াড নয়, বরং একাধিক প্রস্তুত টিম তৈরি করা মূল লক্ষ্য। আগামী আয়ারল্যান্ড সফর সামগ্রিক পরিকল্পনার পরীক্ষাগার। সাধারণত এই ধরনের ট্যুরে নতুনদের সুযোগ দেওয়া হয়। এবার তা আরও ব্যাপক আকার নিতে পারে। বড় স্কোয়াড নিয়ে সফরে যাওয়া, একাধিক বিকল্প তৈরি রাখা-এই ধারা এশিয়ান গেমস পর্যন্ত চলবে। একই সঙ্গে

সেপ্টেম্বর মাসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ, যা এই পরিকল্পনাকে আরও 'জরুরি' করে

তুলছে। পুল গড়ার ক্ষেত্রে আইপিএলের পারফরম্যান্সই বোর্ডের প্রধান মানদণ্ড। তরুণ ব্যাটারদের মধ্যে বৈভব সূর্যবংশী, যশস্বী জয়সওয়াল, প্রিয়াংশ আর্য, অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর নাম উঠে এসেছে। পাশাপাশি রজত পাটিদার ও আয়ুষ বদোনিও নজরে রয়েছেন। অলরাউন্ডার বিভাগে শশাঙ্ক সিং ও অনুকূল রায়ের মতো ক্রিকেটারদের ভাবা হচ্ছে। বোলিংয়ে রবি বিষ্ণোইয়ের সঙ্গে খলিল আহমেদ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, কার্তিক ত্যাগিদের মতো পেসাররা তালিকায়। উইকেটকিপার হিসেবে ধ্রুব জুরেল এগিয়ে। বোর্ডের চোখে সম্ভাব্য দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে প্রথম পছন্দ শ্রেয়স আইয়ার। আইপিএলে তাঁর নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং বোর্ডকে আশ্বস্ত করছে। পরিকল্পনা শুধু এই বছরের জন্য নয়। ভবিষ্যতেও একাধিক টুর্নামেন্ট, এমনকি অলিম্পিক্সের মতো মঞ্চে ক্রিকেট থাকায় একই সঙ্গে একাধিক দল নামানো হতে পারে। সব মিলিয়ে বোর্ডের লক্ষ্য স্পষ্ট-যেহেতু এখনকার ক্রিকেটে গভীরতা আর বিকল্পই সবচেয়ে বড় সম্পদ, তাই শুধু সেরা ১৫ নয়, প্রস্তুত রাখতে হবে সেরা ৩৫।

৯৬৯তম কেরিয়ার গোলে ঝকঝকে রোনাল্ডো! শেষ চারে আল নাসের

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ২০ এপ্রিলঃ বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে এখনও একই রকম ধারালো। বয়স বাড়লেও প্রভাব কমেনি এতটুকু। গতরাতে আল ওয়াসলের বিরুদ্ধে গোল করে বুঝিয়ে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। একপেশে খেলায় কেরিয়ারের ৯৬৯তম গোল পূর্ণ করলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। ৪-০ ব্যবধানে জিতে এএফসি ফলে ম্যাচ প্রায় একপেশে হয়ে যায়। আল ওয়াসল পাল্টা আক্রমণেও খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে গতি পুরোপুরি আল নাসেরের নিয়ন্ত্রণে। মাঝমাঠে মার্সেলো ব্রজোভিচ খেলার ছন্দ ধরে রাখেন। আল ওয়াসল আক্রমণের চেষ্টা করলেও কাজে দেয়নি। গোলকিপার বেন্টোও খুব বেশি পরীক্ষার মুখে পড়েননি। উলটে

চ্যাম্পিয়নস লিগ-২-এর সেমিফাইনালে উঠল আল নাসের। ম্যাচের গোড়া থেকেই আক্রমণ শানাতে থাকে আল নাসের। ১১ মিনিটে আসে কাঙ্ক্ষিত প্রথম গোল। বক্সের ভিতরে সঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে সহজ ফিনিশে দলকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। যা ম্যাচের গতিও ঠিক করে দেয়। বল দখল ও আক্রমণে এমনিতেই এগিয়ে ছিল আল নাসের। যে কারণে আল ওয়াসল চাপে পড়ে যায়। খেলার মাঝামাঝি সময়ে ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যায়। দ্রুত দুই গোল করে ব্যবধান বাড়ায় আল নাসের। কর্নার থেকে হেড করে বল জালে জড়ান মার্টিনেজ। এরপর ডিফেন্সের ভুল কাজে লাগিয়ে আব্দুলেলাহ আল আমরি করেন তৃতীয় গোল। যার রোনাল্ডো দ্বিতীয় গোলের কাছাকাছি পৌঁছে যান, তবে সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। পরে ফিটনেসের কথা মাথায় রেখে তাঁকে তুলে নেওয়া হয়। তিন গোল জয়ের জন্য যথষ্ট ছিল ঠিকই। তবু ব্যবধান বাড়াতে তেড়েফুঁড়ে খেলে চলে আল নাসের। ৮০ মিনিটে আসে চতুর্থ গোল। সাদিও মানে থ্রু বল ধরে দুর্দান্ত ফিনিশে কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন। ৪-০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে আল নাসের। আপাতত সেমিফাইনালে জায়গা পাকা। অন্যদিকে রোনাল্ডোর ৯৬৯তম গোল তাঁকে হাজার গোলের মাইলস্টোনের আরও কাছে নিয়ে গেল। দলগত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি ব্যক্তিগত রেকর্ড-দুটোই এই ম্যাচে উজ্জ্বল।

ভারতের হয়ে খেলার প্রস্তাব ফিরিয়েছিলেন রশিদ খান, আত্মজীবনীতে বড় প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্ব ক্রিকেটে সংগ্রাম ও সাফল্যের এক উজ্জ্বল নাম রশিদ খান। যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নানা সমস্যার মধ্যেও আফগানিস্তান আজ ক্রিকেটে যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, তার পিছনে এই তারকা ঘূর্ণি বোলারের অবদান অসাধারণ। কঠিন সময়ের মধ্যেই তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন এবং দেশের ক্রিকেটকে বিশ্বমঞ্চে আলাদা পরিচয় এনে দিয়েছেন। তিনি শুধু দলের ভরসাই নন, নেতৃত্বের দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। স্বল্প ওভারের খেলায় তিনি বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি নিজের আত্মজীবনী প্রকাশ করে রশিদ খান এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছেন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, একসময় তাঁকে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে সেই দেশের হয়ে খেলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নিজের দেশকে ছেড়ে অন্য কারও হয়ে মাঠে নামার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। নিজের বই রশিদ খান-পথ থেকে তারকাখ্যাতি-তে তিনি লিখেছেন, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া-দুই দেশ থেকেই তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, আফগানিস্তানের অবস্থা অনিশ্চিত, তাই অন্য দেশে চলে গিয়ে নিরাপদে জীবনযাপন করতে এবং ক্রিকেট চালিয়ে যেতে। এমনকি ভারতের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁকে সরাসরি বলেছিলেন, ভারতে এসে থাকলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এই প্রস্তাব

শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন। তবে শান্তভাবে তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নিজের দেশের হয়ে খেলাই তাঁর সবচেয়ে বড় গর্ব। আফগানিস্তানের জার্সি পরে মাঠে নামার আনন্দ অন্য কোনও দেশের হয়ে খেললে পাওয়া যাবে না। দেশের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসাই তাঁকে কোটি মানুষের কাছে আরও সম্মানিত করেছে। বর্তমানে আইপিএল-এ তিনি গুজরাট টাইটানস দলের হয়ে খেলছেন। চলতি মরশুমে তিনি ইতিমধ্যেই পাঁচটি ম্যাচে ছয়টি উইকেট নিয়েছেন। দলের সাফল্যে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। আগেরবার গুজরাটের শিরোপা জয়ের পিছনেও তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। শুধু নিজের খেলাই নয়, তরুণ অধিনায়ক শুভমান গিলকেও নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করছেন তিনি। রশিদের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে, বড় সুযোগের চেয়েও দেশের প্রতি ভালোবাসা অনেক বড়। অর্থ, নিরাপত্তা কিংবা খ্যাতির চেয়ে মাতৃভূমির সম্মানকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি শুধু একজন বড় ক্রিকেটার নন, নিজের দেশের প্রকৃত গর্বও বটে।

চার ম্যাচ বাকি রেখেই চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ

শিরোপার হাতছানিতে মাঠে নেমে শুরুতে পিছিয়ে পড়ল বায়ার্ন মিউনিখ। তবে সেই ধাক্কা দ্রুতই সামলে নিল তারা। স্টুটগার্টকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে, চার ম্যাচ হাতে রেখে লিগের মুকুট ধরে রাখা নিশ্চিত করল ভেসোঁ কম্পানির দল।

সংবাদ সংস্থা, মিউনিখ, ২০ এপ্রিলঃ আগের দিন হফেনহাইমের মাঠে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড হেরে যাওয়ায় ট্রফি ধরে রাখার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় বায়ার্ন। স্টুটগার্টের বিপক্ষে হার এড়ালেই লক্ষ্য পূরণ হতো তাদের, তবে জয়ের আনন্দেই উৎসবে মাতল দলটি। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় রবিবার বুন্দেসলিগার ম্যাচটি ৪-২ গোলে জিতেছে জার্মানির সফলতম ক্লাবটি। বুন্দেসলিগার রেকর্ড ৩৫তম শিরোপা জিতল বায়ার্ন। ৩০ রাউন্ড শেষে ২৫ জয় ও চার ড্রয়ে চ্যাম্পিয়নদের পয়েন্ট হলো ৭৯। ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। ঘরের মাঠে ২১তম মিনিটে ক্রিসের গোলে আচমকাই পিছিয়ে পড়ে বায়ার্ন। তবে কিছুক্ষণ পর, ছয় মিনিটের মধ্যে তিনটি গোল করে জয়ের পথে এগিয়ে যায় আয়োজকরা। ৩১তম মিনিটে কাছ থেকে সমতা টানেন রাফায়েল গেররেইরো। দুই মিনিট পরই ডি-বক্সে ডান পায়ের শটে বায়ার্নকে এগিয়ে নেন নিকোলাস জ্যাকসন। আর ৩৭তম মিনিটে আলফুঁস ডেভিসের গোলে ব্যবধান আরও বাড়ে। বিরতির পর জামাল মুসিয়ালাকে আর নামাননি বায়ার্ন কোচ, বদলি নামেন হ্যারি কেইন। মাঠে নামার সপ্তম মিনিটেই গোল উৎসবে যোগ দেন এই ইংলিশ তারকা। কাছ থেকে গোলটি করেন শেষ পর্যন্ত এবারও আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কারটি পেলে, বুন্দেসলিগার ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে এই প্রতিযোগিতায় নিজের প্রথম তিন মরসুমেই এই

তিনি। আসরে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩২ গোল করলেন কেইন। বুন্দেসলিগার এক মরসুমে রবের্ত লেভানডফস্কির সর্বোচ্চ গোলের (৪১) রেকর্ড ছুঁতে বাকি চার ম্যাচে ৯টি করতে হবে কেইনকে। অবশ্য আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার পথে আছেন কেইন। তালিকার দুইয়ে থাকা স্টুটগার্টের ডেনিস উন্দাভের গোল কেবল ১৮টি। তাই পুরস্কার জয়ের কীর্তি গড়বেন কেইন। মরসুমজুড়ে দারুণ ধারাবাহিকতায় এগিয়ে চলা বায়ার্নের সামনে আছে ট্রেবল জয়ের হাতছানি। আগামী বুধবার জার্মান কাপের সেমি-ফাইনালে বায়ার লেভারকুজেনের মুখোমুখি হবে বায়ার্ন। আর ২৮ এপ্রিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে পিএসজির মুখোমুখি হবে কম্পানির দল।

প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট সমান হলে শিরোপার মীমাংসা কীভাবে হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রিমিয়ার লিগের মরসুম শেষের দিকে চলে এলেও এখনো বাকি রয়ে গেছে অনেক রোমাঞ্চ। গতকাল রাতে আর্সেনাল-ম্যানচেস্টার সিটির ম্যাচটি শিরোপা নির্ধারণী লড়াইয়ের আবহ তৈরি করলেও একটা বিষয় স্পষ্ট, খুব শিগগির কারও হাতে উঠছে না ট্রফি। পয়েন্ট টেবিল বলছে, এবারের প্রিমিয়ার লিগে শিরোপা নির্ধারিত হবে ন্যূনতম ব্যবধানে। এমনকি ৩৮ ম্যাচের মরসুম শেষে দুই দলের পয়েন্টও সমান হয়ে যেতে পারে। সমান হয়ে যেতে পারে গোল ব্যবধানও। প্রিমিয়ার লিগে চলতি মরসুমের দ্বিতীয়ার্ধের বেশির ভাগ সময়জুড়ে আর্সেনাল লিগের অন্য দলগুলোর তুলনায় বেশ স্বস্তিদায়ক ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। তবে সময় যত গড়িয়েছে, তাদের শক্ত লাগাম একটু একটু করে নড়বড়ে হয়েছে। আর রোববার সিটির বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানের হার সাম্প্রতিক অতীতের মতো আবারও শিরোপা হারানোর আশঙ্কা তৈরি করেছে আর্সেনাল সমর্থকদের মনে। ৩৩ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে এখনো শীর্ষে আছে আর্সেনাল। ৩২ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে সিটি। অর্থাৎ সিটি যদি নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে বার্নলিকে হারাতে পারে, তবে তাদের পয়েন্টও হবে আর্সেনালের মতো ৭০। পাশাপাশি গোল

ব্যবধানেও দুই দলের লড়াই হাড্ডাহাড্ডি। আর্সেনাল সিটির চেয়ে মাত্র ১ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে আছে। এ পরিস্থিতিতে দুই দলই যদি নিজেদের হাতে থাকা বাকি ম্যাচগুলো জেতে, তবে মরসুম শেষে তাদের পয়েন্ট হবে সমান-৮৫ পয়েন্ট। আর পয়েন্ট যদি সমান হয়ে যায়, তখন কী হবে? যদি দুই দল সমান পয়েন্টে শেষ করে, তবে শিরোপা নির্ধারিত হবে গোল ব্যবধানে। আর্সেনাল গোল করেছে ৬৩টি, হজম করেছে ২৬টি। অর্থাৎ তাদের গোল ব্যবধান ৩৭। আর সিটি গোল করেছে ৬৫টি, হজম করেছে ২৯টি। তাদের গোল ব্যবধান ৩৬। এ দৃশ্যপটই বলছে, মরসুম শেষে পয়েন্টের পাশাপাশি গোল ব্যবধানও সমান হতে পারে। সে ক্ষেত্রে লিগ টেবিলে কে কার ওপরে থাকবে, তা নির্ধারণে আগে দেখা হবে দুই দলের মোট করা গোলসংখ্যা। বর্তমান টেবিল অনুযায়ী সমতা দেখা যেতে পারে সেখানেও। এরপর হিসাব করা হবে মুখোমুখি ম্যাচগুলোয় কে বেশি পয়েন্ট পেয়েছে সেটা। এই জায়গায় অবশ্য আর্সেনালের চেয়ে সিটি এগিয়ে আছে। দুই লেগের একটিতে সিটি জিতেছে, অন্যটি হয়েছে ড্র। মানে সিটির মোট পয়েন্ট ৪, আর্সেনালের ১। ফলে হিসাব এই পর্যন্ত গড়ালে আর্সেনালকে পেছনে ফেলে সিটিই ট্রফি জিতবে। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে জেনে রাখা ভালো, হেড টু হেডের পয়েন্টও সমান হলে কী হতো? তখন দেখা হতো মুখোমুখি লড়াইয়ে কে বেশি অ্যাওয়ে গোল করেছে। আর এই মানদণ্ডেও শিরোপা নির্ধারণ করা না গেলে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে একটি ম্যাচের আয়োজন করা হতো। প্রিমিয়ার লিগের মতো লিগা এমএক্স, লিগ 'আ' এবং বুন্দেসলিগাতেও পয়েন্ট সমান হয়ে গেলে 'টাইব্রেকার' হিসেবে গোল ব্যবধানকে বিবেচনা করা হয়। তবে স্প্যানিশ লা লিগা এবং ইতালিয়ান সিরি আ দেখা হয় মুখোমুখি লড়াইয়ের ফল। প্রিমিয়ার লিগে সর্বশেষ গোল ব্যবধানে শিরোপা নির্ধারিত হয়েছিল ২০১১-১২ মরসুমে। সেবার সের্হিও আগুয়েরো ইনজুরি টাইমে গোল করে ম্যানচেস্টার সিটিকে শিরোপা এনে দেন। আগুয়েরোর সেই গোলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে পয়েন্টে সমতা আনে সিটি। তবে সিটির গোল ব্যবধান +৬৪, আর ইউনাইটেডের গোল ব্যবধান +৫৬ গোল থাকায় ট্রফি জিতেছিল রবার্তো মানচিনির দল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com